ভারতবর্ষীয়

# চুক্তিবিষয়ক

## ১৮৭২ সালের ৯ আইন।

১৮৭২ সালের ১ আইন, ১৮৭৭ সালের ১ আইন, ১৮৮৬ সালের
৪ আইন ও ১৮৯১ সালের ১২ আইন
দ্বারা সংশোধিত।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট—গরীব পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬৬নং বীডন ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৪।

মূল্য ॥০ আট আনা।

182. Hb. 894. 1 4.

# সূচীপত্র।


ধারা। পৃষ্ঠা।

১। সংক্ষেপ নাম ... ১

২। অর্থ করণের ধারা ... ১

## প্রথম অধ্যায়।

৩। প্রস্তাব জ্ঞাত করণ ও গ্রাহ্য ও অন্যায় করণ বিষয়ক কথা ... ২

৪। জ্ঞাত করণ কার্য্য যে সময়ে সম্পন্ন হয় তাহার কথা ... ৩

গ্রাহ্য করণের কথা ... ৩

অন্যথা করণের কথা ... ৩

৫। প্রস্তাব গ্রাহ্য করণের কথা ও অন্যথা করণ করিবার কথা ... ৩

৬। অন্যথা যেরূপে করা যায়, তাহার কথা ... ৪

৭। গ্রাহ্য করা নিরপেক্ষ হওয়ার আবশ্যকতার কথা ... ৪

৮। নিয়ম পালন করণ বা প্রবৃত্তি স্বীকার করণ দ্বারা গ্রাহ্য করণের কথা ৪

৯। স্পষ্ট ও ভাবতঃ অঙ্গীকারের কথা ৪

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### চুক্তির ও অসিদ্ধেয় চুক্তির ও অসিদ্ধ করারের বিধি।

১০। যে করার চুক্তি হয়, তাহার কথা ৫

১১। চুক্তি করিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের কথা ... ৫

১২। চুক্তিসংক্রান্ত কার্য্যপক্ষে সুস্থমনা কাহাকে বলা যায়, তদ্বিষয়ের কথা ... ৫

১৩। সম্মতির অর্থের কথা ... ৫

ধারা। পৃষ্ঠা।

১৪। স্বাধীন সম্মতির অর্থের কথা ... ৬

১৫। বলপ্রকাশের অর্থ ... ৬

১৬। অবিহিত প্রতিপত্তির অর্থের কথা ৬

১৭। প্রতারণা শব্দের অর্থের কথা ৭

১৮। অযথা বর্ণনার কথা ... ৭

১৯। স্বাধীন সম্মতি ভিন্ন যে করার হয়, তাহা অসিদ্ধেয় হওয়ার কথা ৮

২০। বৃত্তান্তঘটিত বিষয়ে উভয় পক্ষের ভ্রম থাকিলে করার অসিদ্ধ হইবার কথা ৯

২১। ব্যবস্থাঘটিত ভ্রমের ফলের কথা ৯

২২। বৃত্তান্তঘটিত বিষয়ে এক পক্ষের ভ্রান্তিপ্রযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধেয় না হইবার কথা ... ৯

২৩। যে প্রবৃত্তি ও যে উদ্দেশ্য বৈধ ও যাহা অবৈধ তাহার কথা ... ১০

### অসিদ্ধ করার বিষয়ক বিধি।

২৪। প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্য অংশতঃ অবৈধ হইলে করার অসিদ্ধ হইবার কথা .. ১১

২৫। প্রবৃত্তি বিনা যে করার, তাহা অসিদ্ধ হইবার কথা ... ১১

২৬। বিবাহ নিবারণার্থ চুক্তি অসিদ্ধ হইবার কথা ... ১২

২৭। ব্যবসায় নিবারণার্থ চুক্তি অসিদ্ধ হইবার কথা ... ১২

২৮। মোকদ্দমা নিবারণার্থ করার অসিদ্ধ হইবার কথা ... ১৩

২৯। অনিশ্চিততা প্রযুক্ত করার ব্যর্থ হইবার কথা ... ১৪

৩০। বাজী রাখার করার অসিদ্ধ হইবার কথা ... ১৪

ধারা পৃষ্ঠা।

# তৃতীয় অধ্যায়।

## নৈমিত্তিক চুক্তি বিষয়ক বিধি।

৩১। নৈমিত্তিক চুক্তির অর্থের কথা ১৫
৩২। কোন ঘটনার সাপেক্ষ যে চুক্তি হয়, তাহা প্রবল করিবার কথা ... ১৫
৩৩। কোন ব্যাপার না ঘটিবার সাপেক্ষ যে চুক্তি, তাহা প্রবল করিবার কথা ১৫
৩৪। বর্ত্তমান ব্যক্তির ভাবী আচরণ ঐ নৈমিত্তিক ব্যাপার হইলে, তাহা যৎকালে অসাধ্য জ্ঞান হইবে, তাহার কথা ... ১৬
৩৫। নিরূপিত সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার ঘটিবার সাপেক্ষ যে চুক্তি, তাহা যৎকালে অসিদ্ধ হইবে তাহার কথা ... ১৬
নিরূপিত সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার না ঘটিবার সাপেক্ষ যে চুক্তি, তাহা যৎকালে প্রবল করা যাইতে পারিবে, তাহার কথা .. ১৬
৩৬। অসাধ্য ব্যাপারের সাপেক্ষ যে করার, তাহা অসিদ্ধ হওয়ার কথা ... ১৭

# চতুর্থ অধ্যায়।

## চুক্তিমতে কার্য্য করিবার বিধি।

### যে চুক্তিমতে কার্য্য করিতেই হইবে, তাহার বিধি।

৩৭। চুক্তির উভয় পক্ষের দায়ের কথা ১৭
৩৮। কার্য্য সম্পাদন করিবার প্রসঙ্গ গ্রাহ্য না করিবার ফলের কথা ... ১৭
৩৯। একপক্ষ চুক্তিমতে সম্পূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলে, তাহার ফলের কথা ... ১৮

### চুক্তিমত কার্য্য যাহার দ্বারা কৃত হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

৪০। অঙ্গীকারমত কার্য্য কাহার করিতে হইবে, তাহার কথা ... ১৯
৪১। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা অঙ্গীকারমত কর্ম্ম গ্রাহ্য করিলে তাহার ফলের কথা ১৯
৪২। সাধারণের দায় পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হইবার কথা ... ১৯
৪৩। সাধারণ অঙ্গীকারকারীদের অন্যতর দ্বারা বলপূর্ব্বক ঐ অঙ্গীকারমত কার্য্য করাইবার কথা ... ১৯
প্রত্যেক অঙ্গীকারকারীর কর্ম্মের একাংশ বলক্রমে লইবার ক্ষমতার কথা ... ২০
ত্রুটি দ্বারা হানি হইলে, সেই হানি ভাগ করিয়া লইবার কথা ... ২০
৪৪। সাধারণ চুক্তিকারকের মধ্যে এক জনের মুক্ত হওয়ার ফলের কথা ... ২০
৪৫। সাধারণ অধিকার পর্য্যায়ক্রমে প্রবল থাকার কথা ... ২১

### অঙ্গীকারসাধনের সময়ের ও স্থানের বিধি।

৪৬। যে স্থলে সময় নিরূপণ না হয়, এবং কর্ম্মসাধনের আদেশ করিবার নিয়ম না থাকে, এমন স্থলে অঙ্গীকার সাধনের সময়ের কথা ... ২১
৪৭। সময় নিরূপণ হইলে এবং আদেশ করিবার প্রয়োজন না হইলে অঙ্গীকার পালনের, স্থানের ও সময়ের কথা ... ২১
৪৮। নিরূপিত সময়ে ও স্থানে কর্ম্মসাধনের আদেশ করিতে হইবার কথা ... ২১
৪৯। আদেশ না হইবার নিয়ম হইলে ও

ধারা। পৃষ্ঠা।

স্থান নিরূপণ না হইলে, প্রতিজ্ঞা পালন হইবার স্থানের কথা ... ২২

৫০। অঙ্গীকারগ্রহীতার নির্দ্ধারিত কি অনুমতি সময়ে ও প্রকারে কার্য্য সাধনের কথা ... ২২

## পরস্পর অঙ্গীকারমত কার্য্য হইবার বিধি।

৫১। পরস্পর অঙ্গীকার হইলে অঙ্গীকার-গ্রহীতা কর্ম্ম সাধন করিতে উদ্যত ও ইচ্ছুক না হইলে অঙ্গীকারকারীর কর্ম্ম করিতে আবদ্ধ না হওয়ার কথা .. ২৩

৫২। পরস্পর অঙ্গীকারমত কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ক্রমের কথা · ২৩

৫৩। যে ব্যাপার ঘটিলে চুক্তি প্রবল হইতে পারে, এক পক্ষ তাহা নিবারণ করিলে তাঁহার দায়ের কথা ... ২৪

৫৪। পরস্পর অঙ্গীকারঘটিত চুক্তিতে যে অঙ্গীকার প্রথমে নিষ্পাদন করা কর্ত্তব্য, তাহার ত্রুটির ফলের কথা ২৪

৫৫। সময় বিশেষে কার্য্য বিশেষ করিবার চুক্তি হইলে, সেই সময়ে কার্য্যের ত্রুটি হইবার ফলের কথা ... ২৫

সময়ে ঐ চুক্তির সারাংশস্বরূপ না হইলে ঐ কার্য্যসম্পাদন না হওয়ার ফলের কথা ... ২৫

নির্দ্ধারিত সময় ভিন্ন অন্য সময়ে কার্য্য-সাধন গ্রাহ্য হইলে তাহার ফলের কথা ২৫

৫৬। অসাধ্য কর্ম্ম করিবার করার অসিদ্ধ হওয়ার কথা ... ২৫

অসাধ্য কর্ম্ম কিম্বা পশ্চাৎ যাহা অসাধ্য কি অবৈধ হয়, এমত কর্ম্ম করিবার চুক্তি যে সময়ে অসিদ্ধ হয়, তাহার কথা ... ২৫

যে কর্ম্ম অসাধ্য বা অবৈধ বলিয়া জানা আছে, তাহা সম্পাদন না হওয়াতে হানি পূরণের কথা .. ২৬

৫৭। বৈধ কোন কোন কর্ম্ম ও অবৈধ কোন কোন কর্ম্ম করিবার অঙ্গীকার হইলে বৈধ কর্ম্মের অঙ্গীকার চুক্তি ও অবৈধ কর্ম্মের অঙ্গীকার অসিদ্ধ হওয়ার কথা ... ২৬

৫৮। পরস্পর অনুকল্পমতে যে অঙ্গীকার হয়, তাহার মধ্যে একাংশ অবৈধ হইলে, যে অংশ বৈধ কেবল তাহা প্রবল করিতে পারিবার কথা ... ২৭

## ঋণ শোধার্থ টাকা প্রয়োগের বিধি।

৫৯। যে ঋণশোধ করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইলে টাকা প্রয়োগ করিবার কথা ... ২৭

৬০। বিশেষ যে ঋণ শোধ করিতে হইবে, ইহা নির্দ্দিষ্ট না হইলে, টাকা প্রয়োগ করিবার কথা ... ২৭

৬১। কোন পক্ষ ঋণের পরিশোধে টাকা প্রয়োগ না করিলে ঐ টাকা প্রয়োগের কথা ... ২৭

## যে চুক্তি সাধন করিবার প্রয়োজন নাই তাহার বিধি।

৬২। চুক্তি পরিবর্ত্তন বা মতান্তর করা গেলে, তাহা সাধন করা অপ্রয়োজন হওয়ার কথা ... ২৮

৬৩। অঙ্গীকারমতে কার্য্য ছাড়িয়া দিতে বা ক্ষমা করিতে অঙ্গীকারগ্রহীতার ক্ষমতার কথা ... ২৮

৬৪। অসিদ্ধেয় চুক্তি রহিত করিবার ফলের কথা ... ২৯

৬৫। যে করার অসিদ্ধ কিম্বা যে চুক্তি

ধারা পৃষ্ঠা
অসিদ্ধ হয় তদ্দ্বারা লভ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়ের কথা ... ২৯
৬৬। অসিদ্ধের চুক্তি বহিত হইবার কিম্বা পুনঃপ্রবল রাখিবার কথা জানাইবার নিয়মের কথা ... ৩০
৬৭। চুক্তিমতে অঙ্গীকারকারীর কার্য্যসাধনের সুবিধা করণার্থে অঙ্গীকার গ্রহীতার ক্রটি হইলে তাহার ফলের কথা .. ৩০

## পঞ্চম অধ্যায়।

### চুক্তিদ্বারা যে দায় উৎপন্ন হয় তদনুরূপ কোন দায়ের বিধি।

৬৮। চুক্তি করিবার অক্ষম ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেওয়া গেলে তজ্জন্যে দাবীর কথা ... ৩০
৬৯। কোন ব্যক্তির ঋণশোধে অন্য ব্যক্তির স্বার্থ থাকাতে তিনি সেই টাকা দিলে তাঁহার ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার কথা। ... ৩১
৭০। যে ক্রিয়া অবৈতনিক নয় কোন ব্যক্তি তজ্জন্য লাভ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দায়ের কথা ... ৩১
৭১। দ্রব্যপ্রাপকের দায়ের কথা ৩১
৭২। যাহাকে ভুলক্রমে কিম্বা বলদ্বারা টাকা দেওয়া যায়, তাঁহার দায়ের কথা ৩১

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

### চুক্তি ভঙ্গ করণের ফলের বিধি।

৭৩। চুক্তি ভঙ্গ হওয়াতে ক্ষতি কি হানি হইলে সেই ক্ষতিপূরণের কথা ... ৩২
চুক্তিদ্বারা যে দায় হয় তদনুরূপ দায় শোধের ক্রটি হইলে ক্ষতিপূরণ পাইবার কথা ... ৩২
৭৪। চুক্তিভঙ্গ হইলে হানিপূরণ স্বরূপ এত টাকা দিবার নিয়ম থাকিলে তাহা পাইবার অধিকারের কথা ... ৩৬
৭৫। কোন পক্ষ ন্যায্যমতে চুক্তি রহিত করিলে তাঁহার ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারের কথা ... ৩৭

## সপ্তম অধ্যায়।

### দ্রব্য বিক্রয় করিবার বিধি।

### বিক্রীত দ্রব্যের স্বামিত্ব যৎকালে হস্তান্তর হয়, তাহার বিধি।

৭৬। দ্রব্য শব্দের অর্থ ... ৩৭
৭৭। বিক্রয়ের অর্থ ... ৩৭
৭৮। বিক্রয় যেরূপে হয় তাহার কথা ৩৭
৭৯। বিক্রেতার যে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট কি প্রস্তুত কি সমাপ্ত করিতে বাকী থাকে, সেই দ্রব্যের স্বামিত্ব বর্ত্তিবার কথা ... ৩৮
৮০। দ্রব্য নিরূপিত অবস্থাপন্ন হইলে পর ক্রেতার তাহা লইবার নিয়ম থাকিলে বিক্রয় সিদ্ধ হওয়ার কথা ... ৩৮
৮১। মূল্য নিরূপণ করিবার জন্যে দ্রব্যেতে বিক্রেতার কিছু করিতে হইলে ঐ দ্রব্যের বিক্রয় সিদ্ধ হইবার কথা ৩৯
৮২। চুক্তি করিবার দিনে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট না হইলে বিক্রয় সিদ্ধ হওয়ার কথা... ৩৯
৮৩। দ্রব্য পশ্চাৎ প্রয়োগকরণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করণের কথা ... ৩৯
৮৪। বিক্রেতাকর্ত্তৃক মনোনীতকরণদ্বারা দ্রব্য নির্দ্ধার্য্য হওনের কথা ... ৪০
৮৫। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি একত্রে বিক্রয় হইলে স্বামিত্ব বর্ত্তিবার কথা ... ৪০
৮৬। দ্রব্য ক্রেতার সম্পত্তি হইলে পর তাহার ক্ষতি তাঁহার স্বীকার করিবার কথা ৪০
৮৭। দ্রব্য না থাকিতেও তাহা বিক্রয় করিবার করার লইতে তাহার স্বামিত্ব বর্ত্তিবার কথা ... ৪১
৮৮। চুক্তির তারিখে যে দ্রব্য বিক্রেতার অধিকারে ছিল না, অন্য দিনে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিবার ও দিবার চুক্তির কথা ৪১
৮৯। চুক্তিদ্বারা মূল্য নিরূপণ না হইলে তন্নিরূপণের কথা ... ৪২

ধারা পৃষ্ঠা।

## সমর্পণের বিধি।

৯০। সমর্পণ যেরূপে করা যায় তাহার কথা ... ৪২
৯১। ঘাটরক্ষককে কি বাহককে দ্রব্য দিবার ফলের কথা . ৪৩
৯২। একাংশ সমর্পণের ফলের কথা ... ৪৩
৯৩। ক্রেতা অধিকার পাইতে প্রার্থনা না করিলে বিক্রেতার সমর্পণ করিবার আবশ্যক না থাকার কথা ... ৪৪
৯৪। সমর্পণের স্থানের কথা ... ৪৪

## বিক্রেতার দাওয়ার বিধি।

৯৫। বিক্রেতার দাওয়ার কথা .... ৪৪
অন্য দিনে মূল্য দিবার কথা হইলে কিন্তু সমর্পণ করিবার সময় নিরূপণ না হইলে ঐ দাওয়ার কথা
৯৬। ঋণশোধ করিবার অক্ষমতার অর্থ ৪৪
৯৭। অন্য দিনে মূল্য দিবার নিয়ম হইলেও ক্রেতা বিক্রেতার অধিকারে দ্রব্য থাকিতে দিলে, বিক্রেতার দাওয়ার কথা ... ৪৪
৯৮। পশ্চাৎ ক্রেতার স্থানে বিক্রেতার দাওয়ার কথা ... ৪৫

## পথিমধ্যে দ্রব্য রোধ করিবার বিধি।

৯৯ পথিমধ্যে বিক্রেতার রোধ করিবার ক্ষমতার কথা ... ৪৫
১০০। যে স্থলে দ্রব্য পথিমধ্যে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে তাহার কথা . ৪৫
১০১। রোধ করিবার অধিকার যতকাল থাকে তাহার কথা ... ৪৬
১০২। ক্রেতা অন্যের প্রতি অধিকার-সূচকপত্র সমর্পণ করিলে ঐ অধিকার রহিত হইবার কথা ... ৪৬
১০৩। টাকা আগাম পাইবার আশয়ে অধিকারসূচকপত্র দেওয়া গেলে ক্রেতার রোধ করিবার ক্ষমতার কথা ... ৪৬
১০৪। রোধ করা যেরূপে হইবে, তাহার কথা ... ৪৭

ধারা পৃষ্ঠা

১০৫। বিক্রেতার দাওয়ার জ্ঞাপনীর কথা ৪৭
১০৬। দ্রব্য রোধ হইলে বিক্রেতার অধিকারের কথা ৪৭

## পুনর্বিক্রয়ের বিধি।

১০৭। ক্রেতার নিয়ম অপালনপ্রযুক্ত পুনর্বিক্রয়ের কথা ... ৪৮

## অধিকারের বিধি।

১০৮। দ্রব্য বিক্রেতার দ্বারা ক্রেতাকে যে অধিকার দেওয়া যায় তাহার কথা ৪৮

## নির্ণয়ের বিধি।

১০৯। অধিকারের দোষহেতুক বিক্রেতার দায়ের কথা ... ৪৯
১১০। ভাবতঃ দ্রব্যের উত্তমতা কি গুণ নির্ণয়ন হইবার কথা ... ৫০
১১১। আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় হইলে তাহা উত্তম বলিয়া নির্ণয় হইবার কথা ৫০
১১২। নমুনা দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিলে সেই সমুদয় দ্রব্যের সমান গুণ ভাবতঃ নির্ণয়ন হইবার কথা ... ৫০
১১৩। কোন দ্রব্য বিশেষ নামাঙ্কিত হইয়া বিক্রয় হইলে, ভাবতঃ সেই নামের দ্রব্য নির্ণয়ন হইবার কথা ... ৫০
১১৪। বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে দ্রব্যের আজ্ঞা হইলে নির্ণয়নের কথা ... ৫০
১১৫। নির্দ্দিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় হইলে নির্ণয়নের কথা ... ৫১
১১৬। অপ্রকাশ দোষের জন্যে যেস্থলে বিক্রেতা দায়ী নহেন তাহার কথা ... ৫১
১১৭। নির্ণয় ভঙ্গ হইলে ক্রেতার অধিকারের কথা ... ৫১
১১৮। অনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের বিষয়ে নির্ণয়ন ভঙ্গ হইলে ক্রেতার অধিকারের কথা ৫১

## বিবিধ বিষয়ের বিধি।

১১৯। যে দ্রব্যের আদেশ হয় নাই তাহা আদেশমত দ্রব্যের সঙ্গে পাঠান গেলে ক্রেতার তাহা গ্রাহ্য করিবার অসম্মতির কথা ... ৫২

ধারা ... পৃষ্ঠা

১২০। দ্রব্য গ্রহণ করিবার অন্যায়মত অসম্মতির ফলের কথা ... ৫৩

১২১। ক্রেতা অবধারিত সময়ে মূল্য না দিলে বিক্রেতার সেই বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার অধিকারের কথা ... ৫৩

১২২। নীলামের লাট বিক্রয় ও হস্তান্তর করিবার কথা ... ৫৩

১২৩। নীলামের মিথ্যা ডাকের দ্বারা বিক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি করিবার উদ্যোগ করিলে তাহার ফলের কথা ... ৫৩

## অষ্টম অধ্যায়।

### ক্ষতি নিষ্কৃতির ও প্রাতিভাব্যের বিধি।

১২৪। ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি এই কথার অর্থ ... ৫৩

১২৫। যে ব্যক্তির নিকট ক্ষতি নিষ্কৃতির অঙ্গীকার করা যায়, তাঁহার নামে নালিশ হইলে, তাঁহার অধিকারের ও দায়ের কথা ... ৫৩

১২৬। প্রাতিভাব্য, প্রতিভূ, মুখ্য ঋণী, ও উত্তমর্ণ এই সকল শব্দের অর্থ ... ৫৪

১২৭। প্রাতিভাব্যের প্রবৃত্তির কথা ... ৫৪

১২৮। প্রতিভূর দায়ের কথা ... ৫৪

১২৯। চিরপ্রাতিভাব্যের কথা ... ৫৫

১৩০। চিরপ্রাতিভাব্য রহিত করিবার কথা .. ৫৫

১৩১। প্রতিভূর মৃত্যুর দ্বারা চিরপ্রাতিভাব্য রহিত হইবার কথা ... ৫৬

১৩২। দুই ব্যক্তি প্রধানরূপে দায়ী হইলে প্রাতিভাব্য বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কোন নিয়ম থাকিলেও দায়ের ব্যতিক্রম না হইবার কথা ... ৫৬

১৩৩। চুক্তির নিয়ম মতান্তর হইলে প্রতিভূর মুক্তির কথা . ৫৬

১৩৪। ক্ষমাকরণ দ্বারা কিম্বা মুখ্য ঋণীর মুক্ত হওন দ্বারা প্রতিভূর মুক্তির কথা ৫৭

১৩৫। উত্তমর্ণ মুখ্য ঋণীর সঙ্গে রফা করিলে কিম্বা তাঁহাকে সময় দিলে কি তাঁহার নামে নালিশ না করিতে অঙ্গীকার করিলে প্রতিভূর মুক্তির কথা ৫৮

১৩৬। তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে মুখ্যঋণীকে সময় দিবার প্রতিজ্ঞা করা গেলে প্রতিভূর মুক্ত না হওয়ার কথা ... ৫৮

১৩৭। উত্তমর্ণ নালিশ করিতে নিবৃত্ত হইলেও প্রতিভূর মুক্ত না হওয়ার কথা ৫৮

১৩৮। অনেক প্রতিভূর মধ্যে এক জন মুক্ত হইলেও অন্যদের মুক্ত না হওয়ার কথা ... ৫৮

১৩৯। উত্তমর্ণের ক্রিয়া কি ত্রুটিদ্বারা প্রতিভূর ভাবী প্রতিকার পাইবার উপায়ের হানি হইলে ঐ প্রতিভূর মুক্তির কথা ৫৮

১৪০। ঋণ শোধ হইলে কি কর্ম্ম সাধন হইলে প্রতিভূর অধিকারের কথা .. ৫৯

১৪১। উত্তমর্ণের প্রাতিভাব্য দ্বারা প্রতিভূর লভ্য প্রাপণের অধিকারের কথা ৫৯

১৪২। অযথাবর্ণনাদ্বারা যে প্রাতিভাব্য পাওয়া যায়, তাহা অসিদ্ধ হওয়ার কথা ৬০

১৪৩। গোপনে রাখনদ্বারা যে প্রাতিভাব্য পাওয়া যায়, তাহা অসিদ্ধ হওয়ার কথা ৬০

১৪৪। অন্য ব্যক্তি সহ-প্রতিভূ না হইলে উত্তমর্ণ প্রাতিভাব্যের বলে কার্য্য করিবেন না, এই নিয়মে যে প্রাতিভাব্য দেওয়া যায়, তাহার কথা ... ৬০

১৪৫। ভাবতঃ প্রতিভূর ক্ষতিনিষ্কৃতির অঙ্গীকার হইলে তাহার কথা ... ৬১

১৪৬। সহ-প্রতিভূগণের সমান সমান অংশের দায়ী হইবার কথা ... ৬১

১৪৭। সহ-প্রতিভূগণ ন্যূনাধিক টাকার নিমিত্ত বদ্ধ হইলে তাহাদের দায়ের কথা ৬২

## নবম অধ্যায়।

### নিক্ষেপণের কথা।

১৪৮। নিক্ষেপণ নিক্ষেপক নিক্ষেপধারী এই এই শব্দের অর্থ ... ৬২

১৪৯। নিক্ষেপধারীকে দ্রব্য যে রূপে দেওয়া যাইবে, তাহার কথা ... ৬৩

১৫০। নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের দোষ থাকিলে নিক্ষেপকের তাহা জ্ঞাত করার কর্ত্তব্যতার কথা ... ৬৩

ধারা পৃষ্ঠা

১৫১। নিক্ষেপধারীর সতর্ক থাকিতে হইবার কথা ... ৬৩
১৫২। যে স্থলে নিক্ষেপধারী নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের ক্ষতি প্রভৃতির জন্যে দায়ী না হন, সেই স্থলের কথা ... ৬৩
১৫৩। নিক্ষেপধারীর নিয়মের অসঙ্গত ক্রিয়া হইলে নিক্ষেপণ রহিত হইবার কথা .. ৬৩
১৫৪। নিক্ষেপধারী নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের অবিহিত ব্যবহার করিলে তাঁহার দায়ের কথা ... ৬৪
১৫৫। নিক্ষেপকের সম্মতিক্রমে নিক্ষেপধারীর দ্রব্যের সঙ্গে আপন দ্রব্য মিশ্রিত করিবার কথা .. ৬৪
১৫৬। নিক্ষেপকের অসম্মতিতে মিশ্রিত হইলেও দ্রব্য পৃথক করা যাইতে পারিলে সেই স্থলের কথা ... ৬৪
১৫৭। নিক্ষেপকের অসম্মতিতে মিশ্রিত হইলে যে স্থলে দ্রব্য পৃথক্ করা যাইতে না পারে তাহার কথা .. ৬৫
১৫৮। আবশ্যক খরচ নিক্ষেপকের ফিরিয়া দিবার কথা ... ৬৫
১৫৯। দ্রব্য পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা ... ৬৫
১৬০। মিয়াদ ফুরাইলে কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে দ্রব্য ফিরিয়া দিবার কথা ৬৫
১৬১। দ্রব্য নিয়মিতরূপে সমর্পণ করা কি ফিরিয়া দেওয়া না গেলে নিক্ষেপধারীর দায়ের কথা .. ৬৫
১৬২। মৃত্যু দ্বারা ভাড়া ভিন্ন নিক্ষেপণের অবশেষ হওয়ার কথা ... ৬৬
১৬৩। নিক্ষিপ্ত দ্রব্য দ্বারা নিক্ষেপকের বৃদ্ধি কি লাভ পাইবার অধিকারের কথা ৬৬
১৬৪। নিক্ষেপধারীর নিকট নিক্ষেপকের দায়ের কথা ... ৬৬
১৬৫। সাধারণ স্বামিকর্তৃক নিক্ষেপণের কথা ... ৬৬
১৬৬। যে নিক্ষেপকের অধিকার নাই, তাঁহাকে দ্রব্য ফিরিয়া দিলে নিক্ষেপধারীর দায় না হইবার কথা ... ৬৬
১৬৭। তৃতীয় ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত দ্রব্য দাওয়া করিলে, তাঁহার অধিকারের কথা ... ৬৬
১৬৮। কোন ব্যক্তি দ্রব্য কুড়িয়া পাইলে তাঁহার অধিকারের কথা ... ৬৬
নির্দ্দিষ্ট পুরস্কারের নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবার কথা ... ৬৭
১৬৯। যে দ্রব্য সামান্যতঃ বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই দ্রব্য প্রাপক যে স্থলে বিক্রয় করিতে পারিবেন, তাহার কথা ... ৬৭
১৭০। নিক্ষেপধারীর বিশেষ অধিকারের কথা ... ৬৭
১৭১। বণিকদের ও কর্ম্মকারকদের ও ঘাটরক্ষকদের ও উর্ণদের ও বিমপত্রের দালালদের সাধারণ অধিকারের কথা ৬৭


## বন্ধকের বিধি।


১৭২। বন্ধক, বন্ধকদাতা, বন্ধকগ্রহীতা, এই এই শব্দের অর্থ ... ৬৭
১৭৩। বন্ধকগ্রহীতার দ্রব্য রাখিবার অধিকারের কথা .. ৬৮
১৭৪। ঋণের কি প্রতিজ্ঞাপালনের জন্যে যে রাখা যায় তদ্ভিন্ন দ্রব্য বন্ধকগ্রহীতার রাখিতে না পারিবার কথা ... ৬৮
পরে টাকা অগ্রিম দেওয়া গেলে যে অনুমান হয় তাহার কথা . ৬৮
১৭৫। অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে বন্ধকগ্রহীতার অধিকারের কথা .. ৬৮
১৭৬। বন্ধকদাতার ত্রুটি হইলে বন্ধকগ্রহীতার অধিকারের কথা ... ৬৮
১৭৭। বন্ধকদাতার ত্রুটি হইলে দ্রব্য মুক্ত করিবার অধিকারের কথা ... ৬৮
১৭৮। অধিকারীর দ্বারা দ্রব্য বা দ্রব্যের অধিকার পত্র বন্ধক রাখা গেলে তাহার কথা ... ৬৯
১৭৯। যে স্থলে বন্ধকদাতার কেবল আংশিক স্বার্থ থাকে, সেই স্থলে বন্ধকের কথা ... ৬৯

### অন্যায়কারীদের নামে নিক্ষেপধারদের নিক্ষেপকদের মোকদ্দমার বিধি।

ধারা — পৃষ্ঠা

১৮০। অন্যায়কারীদের নামে নিক্ষেপকের কিম্বা নিক্ষেপধারার নালিশ করিবার কথা .. .. ৬৯

১৮১। তদ্রূপ মোকদ্দমাক্রমে যে উপকার কি হানিপূরণ পাওয়া যায়, তাহা বণ্টন করিবার কথা ... ৬৯

## দশম অধ্যায়।

### কর্ম্মকারিতার বিধি।

১৮২। কর্ম্মচারী ও কর্ত্তা এই এই কথার অর্থ . ৬৯

১৮৩। কিরূপ ব্যক্তি কর্ত্তা হইতে পারেন, তাহার কথা ৭০

১৮৪। কিরূপ ব্যক্তি কর্ম্মচারী হইতে পারেন, তাহার কথা . ৭০

১৮৫। প্রবৃত্তি অনাবশ্যক হওয়ার কথা ৭০

১৮৬। কর্ম্মচারীর ক্ষমতা স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ ব্যক্ত হইতে পারিবার কথা ... ৭০

১৮৭। স্পষ্ট ও ভাবতঃ ক্ষমতার অর্থ ৭০

১৮৮। কর্ম্মচারীর ক্ষমতা কতদূর বর্ত্তে তাহার কথা .... ৭০

১৮৯। স্থলবিশেষের কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা ... ৭১

### অধীন কর্ম্মচারীর বিধি।

১৯০। কর্ম্মচারী যে স্থলে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম অন্যের প্রতি অর্পণ করিতে না পারেন, তাহার কথা ... ৭১

১৯১। অধীন কর্ম্মচারী শব্দের অর্থ নির্ণায়ক কথা ... ৭১

১৯২ অধীন কর্ম্মচারী উপযুক্তমতে নিযুক্ত হইলে কর্ত্তার প্রতিনিধি হওয়ার কথা ৭১

অধীন কর্ম্মচারীর পক্ষে কর্ম্মচারী দায়ের কথা .. ৭১

অধীন কর্ম্মচারীর দায়ের কথা ... ৭১

১৯৩। কর্ম্মচারী অনুমতি না পাইয়া

ধারা — পৃষ্ঠা

অধীন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে তজ্জন্য তাহার দায়ের কথা . ৭২

১৯৪। কর্ত্তার ও যাহার প্রতি নিয়মিতরূপে কর্ম্মকারিতার ভার অর্পণ করা যায়, তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধের কথা ... ৭২

১৯৫। ঐ ব্যক্তিকে মনোনীতকরণ সম্পর্কে কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ৭২

### স্থিরীকরণের বিধি।

১৯৬। কোন ব্যক্তির অনুমতি ভিন্ন তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করা গেলে তাঁহার অধিকারের কথা ৭২

স্থিরীকরণের ফলের কথা ৭৩

১৯৭। স্থিরীকরণ স্পষ্ট কি ভাবতঃ হইতে পারিবার কথা ৭৩

১৯৮। স্থিরীকরণ কার্য্য সিদ্ধি হইবার জন্যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজনের কথা ৭৩

১৯৯। বিনানুমতির ক্রিয়া কোন ব্যাপারের একাংশ হইলে তাহা স্থিরীকরণের ফলের কথা ৭৩

২০০। বিনানুমতির কার্য্য স্থিরীকরণ দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির হানি না হইবার কথা ৭৩

### ক্ষমতা রহিত করণের বিধি।

২০১। কর্ম্মচারীর পদের অবকাশ হইবার কথা ৭৪

২০২। কর্ম্মচারী যে কার্য্যে নিযুক্ত হন তৎসহিত তাঁহার স্বার্থের সম্পর্ক থাকিলে ঐ পদ রহিত হইবার কথা ৭৪

২০৩। কর্ত্তা যে সময়ে কর্ম্মচারীর ক্ষমতা রহিত করিতে পারেন তাহার কথা ৭৪

২০৪। ঐ ক্ষমতাক্রমে অংশতঃ কার্য্য হইলে পর নিবৃত্তির কথা ৭৫

২০৫। কর্ত্তার দ্বারা নিবৃত্ত কিম্বা কর্ম্মচারির দ্বারা কর্ম্ম পরিত্যাগ হইয়া যে ক্ষতি হয় তৎপূরণের কথা ৭৫

২০৬। নিবৃত্তি কি পরিত্যাগ করিবার সংবাদ দিবার কথা ৭৫

### নিবৃত্তি ও পরিত্যাগ করণের বিধি।

২০৭। স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ প্রকাশ হইবার কথা ৭৫

২০৮। কর্ম্মচারীর ও অপর ব্যক্তিদের

| ধারা | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| পক্ষে কর্ম্মচারীর ক্ষমতার নিবৃত্তি যে সময়ে সফল হয়, তাহার কথা | ৭৬ |
| ২০৯। কর্ত্তার মৃত্যু কি উন্মত্ততার দ্বারা কর্ম্মচারীর পদ রহিত হইলে, তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা .. | ৭৬ |
| ২১০। অধীন কর্ম্মচারীর ক্ষমতা নিবৃত্তির কথা ... | ৭৬ |
| কর্ত্তার পক্ষে কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি। | |
| ২১১। কর্ত্তার কার্য্য চালাইবাতে, কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা | ৭৭ |
| ২১২। কর্ম্মচারীর চতুরতার ও যত্নের প্রয়োজন থাকার কথা .. | ৭৭ |
| ২১৩। কর্ম্মচারীর হিসাবের কথা .. | ৭৮ |
| ২১৪। কর্ত্তার সঙ্গে কর্ম্মচারীর লিখন পঠনাদি করিবার কর্ত্তব্যতার কথা ... | ৭৮ |
| ২১৫। কর্ম্মচারী যে ব্যবসায় করিতে নিযুক্ত হন, কর্ত্তার অনুমতি বিনা আপনার পক্ষে সেই কর্ম্ম করিতে কর্ত্তার অধিকারের কথা | ৭৮ |
| ২১৬। কর্ম্মচারী যে ব্যবসায় সম্পর্কে নিযুক্ত হন, তাহাতে আপনার নিমিত্তে কারবার করিলে কর্ত্তার লভ্য প্রাপণের অধিকারের কথা ... | ৭৯ |
| ২১৭। কর্ত্তার নিমিত্তে কর্ম্মচারী যে টাকা পান, তাহা হইতে তাহার কিয়দংশ বাদ দিয়া রাখিবার অধিকারের কথা ... | ৭৯ |
| ২১৮। কর্ত্তার নিমিত্তে কর্ম্মচারী যে টাকা পান তাহা তাঁহাকে দিতে হইবার কথা | ৭৯ |
| ২১৯। কর্ম্মচারীর পারিশ্রমিক যে সময়ে পাওনা হয়, তাহার কথা .. | ৭৯ |
| ২২০। অনুচিতমতে কর্ম্ম হইলে কর্ম্মচারীর পারিশ্রমিক পাইবার কথা ... | ৭৯ |
| ২২১। কর্ত্তার দ্রব্যের ও কাগজপত্রের উপর কর্ম্মচারীর দাওয়ার কথা ... | ৮০ |
| কর্ম্মচারীর প্রতি কর্ত্তার কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি। | |
| ২২২। ন্যায়মতে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মচারীর ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কথা . | ৮০ |
| ২২৩। কর্ম্মচারী সরলভাবে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম জন্য ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কথা ... | ৮১ |
| ২২৪। অপরাধ করণার্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর কর্ত্তার দায় না থাকার কথা .. | ৮১ |
| ২২৫। কর্ত্তার অমনোযোগে কর্ম্মচারীর হানি হইলে তাঁহার হানিপূরণের কথা | ৮১ |
| তৃতীয় ব্যক্তিদের সহিত চুক্তির পক্ষে কর্ম্মকারিতার ফলের বিধি। | |
| ২২৬। কর্ম্মচারীর চুক্তি প্রবল করণের ও তাহার ফলের কথা ... | ৮২ |
| ২২৭। কর্ম্মচারী ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্য করিলে কর্ত্তার উপর যে দায় থাকে তাহার কথা .. | ৮২ |
| ২২৮। কর্ম্মচারীর ক্ষমতাতিরিক্ত কর্ম্মাংশ পৃথক্ করা যাইতে না পারিলে তাহার কথা ... | ৮৩ |
| ২২৯। কর্ম্মচারীকে সম্বাদ দিবার ফলের কথা ... | ৮৩ |
| ২৩০। কর্ত্তার পক্ষে কর্ম্মচারীর চুক্তি প্রবল করিতে তাঁহার চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ থাকিতে না পারিবার কথা ... | ৮৩ |
| প্রকারান্তরে চুক্তিভঙ্গের অনুমান করিবার কথা | ৮৩ |
| ২৩১। কর্ম্মচারী অপ্রকাশ হইয়া যে চুক্তি করেন, তাহাতে উভয় পক্ষের অধিকারের কথা ... | ৮৪ |
| ২৩২। কর্ম্মচারীকে কর্ত্তা জানিয়া তাহার সহিত চুক্তি করিলে তৎসাধনের কথা | ৮৪ |
| ২৩৩। কর্ম্মচারী স্বয়ং দায়ী হইলে তাহার সঙ্গে কারবারকারীর অধিকারের কথা | ৮৪ |
| ২৩৪। কেবল কর্ত্তা অথবা কোন কর্ম্মচারী দায়ী হইবেন, এই বিশ্বাস জন্মাইয়া কর্ম্মচারী কি কর্ত্তাকে কোন কর্ম্ম করিতে লওয়াইবার ফলের কথা ... | ৮৪ |
| ২৩৫। কপট কর্ম্মচারীর দায়ের কথা | ৮৫ |
| ২৩৬। কোন ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া কর্ম্মচারী স্বরূপ চুক্তি হইলে তাহার ঐ চুক্তি সম্পাদন করাইবার অধিকার না থাকার কথা ... | ৮৫ |
| ২৩৭। কর্ম্মচারীর বিনানুমতির ক্রিয়া অনুমতি সিদ্ধ আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইলে কর্ত্তার দায়ের কথা ... | ৮৫ |

ধারা পৃষ্ঠা।

২৩৮। করারের পক্ষে কর্ম্মচারীর অযথা-বর্ণনার কি প্রতারণার ফলের কথা ... ৮৫

## একাদশ অধ্যায়।

### অংশিত্বের বিধি।

২৩৯। অংশিত্ব শব্দের অর্থ নির্ণয় ... ৮৬
কুঠী শব্দের অর্থ .. ৮৬
২৪০। লভ্যের অংশ পাইবার নিয়মে কোন ব্যক্তি টাকা কর্জ্জ দিলেও অংশী না হইবার কথা ... ৮৬
২৪১। কর্ম্মত্যাগী অংশী কিম্বা মৃত অংশীর স্থলাভিষিক্ত ব্যবসায়ে যে ধন রাখিয়া যান তাহার কথা ... ৮৭
২৪২। চাকর কি কর্ম্মচারী লভ্য হইতে পারিশ্রমিক পাইলেও অংশী না হইবার কথা ... ৮৭
২৪৩। লভ্য হইতে মৃত অংশীর স্ত্রী কি সন্তানাদি বৃত্তি পাইলেও অংশী না হইবার কথা ... ৮৭
২৪৪। কোন ব্যক্তি অনুগ্রহ কার্য্য বিক্রয় হেতুক লভ্যের অংশ পাইলেও অংশী না হইবার কথা ... ৮৭
২৪৫। কোন ব্যক্তি অংশী আছেন অন্যের মনে এমত বিশ্বাস জন্মাইলে তাঁহার দায়ের কথা ... ৮৭
২৪৬। কোন ব্যক্তি আপনাকে অংশী বলিয়া প্রকাশ হইতে দিলে, তাঁহার দায়ের কথা ... ৮৭
২৪৭। অপ্রাপ্তব্যবহার নিজে দায়ী না হইলেও তাঁহার অংশের প্রতি দায় বর্ত্তিবার কথা ... ৮৮
২৪৮। অপ্রাপ্তব্যবহার অংশী বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহার দায়ের কথা ... ৮৮
২৪৯। যৌত-কর্ম্মের ঋণের জন্যে অংশীর দায়ের কথা ... ৮৮
২৫০। সহাংশীর ত্রুটির কি প্রতারণার জন্যে অপর ব্যক্তির নিকটে অংশীর দায়ের কথা .. ৮৮
২৫১। সহাংশীদিগকে আবদ্ধ করিতে অংশীর ক্ষমতার কথা ... ৮৮
২৫২। অংশীদের অধিকার ও নিবন্ধন নিরূপণ করিবার চুক্তিপত্র ব্যর্থ করিবার কথা ... ৮৯
২৫৩। প্রকারান্তরের চুক্তি না থাকিলে অংশীদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার, সাধারণ বিধির কথা ... ৮৯
২৫৪। যেস্থলে আদালত অংশিত্ব লোপ করিতে পারেন, তাহার কথা ... ৯০
২৫৫। ব্যবসায় নিষিদ্ধ হইলে অংশিত্ব লোপ হওয়ার কথা ... ৯০
২৫৬। যত কালের নিমিত্ত অংশিত্ব থাকিবার নিয়ম হয়, সেই কাল অতীত হইলেও অংশিত্ব থাকিলে অংশীদের অধিকারের দায়ের কথা ... ৯১
২৫৭। অংশীদের সাধারণ কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ... ৯১
২৫৮। অংশিত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপারের দ্বারা লাভ হইলে কুঠিতে তাহার হিসাব দিবার কথা ... ৯১
২৫৯। একজন অংশী প্রতিযোগী ব্যবসায় করিলে কুঠীর নিকট তাঁহার দায়ের কথা ৯১
২৬০। কুঠীর পরিবর্ত্তন দ্বারা চিরপ্রাতিভাব্যের নিবৃত্তি হওয়ার কথা ... ৯১
২৬১। অংশীর মরণের পর যে দায় বর্ত্তে তদ্ধেতুক তাঁহার সম্পত্তির প্রতি দায় না বর্ত্তিবার কথা ... ৯২
২৬২। অংশিত্বের ঋণ ও স্বতন্ত্র ঋণশোধ করিবার কথা ... ৯২
২৬৩। যৌতকর্ম্ম উঠিয়া গেলেও অংশীদের অধিকার ও দায় চলিতে থাকিবার কথা ... ৯২
২৬৪। উঠিয়া যাইবার সম্বাদের কথা ৯২
২৬৫। অংশিত্ব বিলোপ বা শেষ হইলে পর আদালতের কর্ম্ম বন্ধ করাইবার কথা ৯২
২৬৬। সীমাযুক্ত দায়ের অংশিত্ব ও চার্টরদ্বারা সমবেত অংশিত্ব ও জইণ্ট ষ্টক কোম্পানির কথা ... ৯২

সমাপ্ত।

মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ১৮৭২ সালের এপ্রেল মাসের ২৫ তারিখে নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করিয়াছেন।

# ইং ১৮৭২ সালের ৯ আইন।

## চুক্তিবিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন।

হেতুবাদ।

চুক্তিবিষয়ক আইনের কোন অংশের অর্থ নির্ণয় ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

## পরিভাষা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন চুক্তিবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যতদূর ব্যাপ্ত হইবে ও যে সময়াবধি প্রবল হইবে, তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত হইয়া ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে।

যে যে আইন রহিত হইল, তাহার কথা।

এই আইনের তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে, তফসীলের তৃতীয় স্বরে যতদূর নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই সেই আইন ততদূর রহিত করা গেল। কিন্তু ইংলণ্ডের যে যে অবস্থা ও এদেশীয় যে যে আইন এই ধারাক্রমে স্পষ্টরূপে রহিত করা যায় নাই এবং বাণিজ্যকার্য্যে যে আচার কি রীতি ও চুক্তিঘটিত অন্য যে নিয়ম চলে, তাহা এই আইনের বিধানের অসঙ্গত না হইলে, এই আইনের কোন কথাতে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

অর্থ করণের ধারা।

২ ধারা। এই আইনের মধ্যে পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, নিম্নলিখিত শব্দের ও কথার নিম্নলিখিত ভাব ধরিতে হইবে।

প্রস্তাব।

(ক)—কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করণ কিম্বা কার্য্য না করণ বিষয়ে অন্যের সম্মতি পাই-বার অপেক্ষায় সেই কর্ম্ম করিতে কিম্বা সেই কর্ম্ম না করিতে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি প্রস্তাব করেন, ইহা বলা যায়।

অঙ্গীকার।

(খ)—যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায়, তিনি তদ্বিষয়ে সম্মতি স্বীকার করিলে, ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল বলা যায়, প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলেই অঙ্গীকার হয়।

অঙ্গীকারকারী ও অঙ্গীকারগ্রহীতা।

(গ)—যে ব্যক্তি প্রস্তাব করেন, তাঁহাকে অঙ্গীকারকারী বলা যায়। যে ব্যক্তি প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন, তাঁহাকে অঙ্গীকারগ্রহীতা বলা যায়।

প্রবৃত্তি।

(ঘ)—অঙ্গীকারগ্রহীতা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছামতে কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন; কিম্বা করিতে নিরস্ত হইয়া থাকেন, কিম্বা করেন বা করিতে নিরস্ত হন, কিম্বা করিতে কিম্বা করণ হইতে নিরস্ত থাকিতে অঙ্গীকার করেন, তবে সেই কার্য্য ও সেই নিরস্ত হওন সেই অঙ্গীকারটি অঙ্গীকারের নিমিত্ত প্রবৃত্তি বলা যায়।

করার।

(ঙ)—প্রত্যেক অঙ্গীকার এবং যে যে অঙ্গীকার শ্রেণী পরস্পরের প্রবৃত্তিস্বরূপ হয় তাহাই করার।

পরস্পর অঙ্গীকার।

(চ)—যে যে অঙ্গীকার অপরাপরের কি প্রবৃত্তির একাংশস্বরূপ হয়, তাহা পরস্পর অঙ্গীকার বলা যায়।

অসিদ্ধ করার।

(ছ)—করার আইনমতে প্রবল করা যাইতে না পারিলে, তাহা অসিদ্ধ বলা যায়।

চুক্তি।

(জ)—করার আইনমতে প্রবল করা যাইতে পারিলে, চুক্তি হয়।

অসিদ্ধের চুক্তি।

(ঝ)—কোন করার আইন-অনুসারে ঐ করারসংক্রান্ত এক বা অধিক ব্যক্তির স্বেচ্ছামতে প্রবল করা যাইতে পারিলে, কিন্তু অন্যের বা অন্যেরদের স্বেচ্ছামতে করা যাইতে না পারিলে সেই চুক্তি অসিদ্ধের।

অসিদ্ধ চুক্তি।

(ঞ)—কোন চুক্তি আইনক্রমে আর প্রবল করা যাইতে না পারিলে, যদবধি তাহা প্রবল করা যাইতে না পারে, তদবধি অসিদ্ধ হয়।

---

# প্রথম অধ্যায়।

## প্রস্তাব জ্ঞাত করণ ও গ্রাহ্য ও অন্যথাকরণবিষয়ক কথা।

৩ ধারা। যে ব্যক্তি প্রস্তাব করেন বা প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন বা অন্যথা করেন, তাঁহার কোন কার্য্য করণ বা না করণ দ্বারা যদি ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য বা অন্যথাকরণের কথা জ্ঞাত করিবার অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা সেই কার্য্য করণ বা না করণ দ্বারা যদি ঐ কথা জ্ঞাত করা যায়, তবে তাঁহার সেই কার্য্য করণ বা না করণ দ্বারা সেই প্রস্তাব জ্ঞাত করা গেল—বা প্রস্তাব গ্রাহ্য করণের বা অন্যথাকরণের কথা জ্ঞাত করা গেল, এমত জ্ঞান হইবে।

জ্ঞাত করণ কার্য্য যে সময়ে সম্পন্ন হয়, তাহার কথা।

৪ ধারা। যাহার নিকট প্রস্তাব করা যায়, তিনি যে সময়ে তাহা জানিতে পান, সেই সময়ে ঐ প্রস্তাব জ্ঞাত করণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

গ্রাহ্য করণের কথা।

যে সময়ে প্রস্তাবকারীর উদ্দেশে নির্গত হইয়া প্রস্তাবগ্রহীতার ক্ষমতার বহির্ভূত হয়, প্রস্তাবকারীর পক্ষে সেই সময়ে,

ও যে সময়ে প্রস্তাবকারীর জ্ঞানগোচর হয়, গ্রহীতার পক্ষে সেই সময়ে জ্ঞাত করা সম্পন্ন হয়।

অন্যথাকরণের কথা।

যাহার নিকট জ্ঞাত করা যাইবে, তাঁহার উদ্দেশে যে সময়ে নির্গত হইয়া অন্যথাকারীর ক্ষমতা বহির্ভূত হয়, সেই সময়ে অন্যথাকারীর পক্ষে

ও যাহার নিকট জ্ঞাত করা যায়, তাঁহার জ্ঞানগোচর হইলেই তাঁহার পক্ষে জ্ঞাত করণ সম্পন্ন হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট পত্র লিখিয়া এত টাকা মূল্যে ঘর বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন।

বলরাম পত্র পাইলেই প্রস্তাব জানাইবার কার্য্য সম্পন্ন হইল।

(খ) বলরাম ডাকযোগে পত্র পাঠাইয়া আনন্দের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

পত্র ডাকে দেওয়া দেওয়া গেলেই আনন্দের পক্ষে,

আনন্দ পত্র পাইলেই বলরামের পক্ষে,

ঐ গ্রাহ্য করণের কথা জ্ঞাত করা হইল।

(গ) আনন্দ টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আপনার প্রস্তাব অন্যথা করেন।

টেলিগ্রাম প্রেরণ হইলেই আনন্দের পক্ষে ঐ অন্যথাকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বলরাম পাইলেই তাহা বলরামের পক্ষে সম্পন্ন হয়।

বলরাম টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আপনার গ্রাহ্য করণের কার্য্য অন্যথা করেন, টেলিগ্রাম প্রেরণ হইলেই বলরামের পক্ষে ঐ অন্যথাকরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, আনন্দ তাহা পাইলেই তাঁহারও পক্ষে সম্পন্ন হয়।

প্রস্তাব ও গ্রাহ্যকরণের কথা অন্যথাকরণ করিবার কথা।

৫ ধারা। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবার কথা জ্ঞাত করা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রস্তাবকারীর পক্ষে ঐ প্রস্তাবের অন্যথা হইতে পারিবে, কিন্তু পশ্চাৎ নয়।

গ্রাহ্য করণের কথা জ্ঞাতকরণ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে গ্রহীতার পক্ষে ঐ গ্রাহ্য করণ অন্যথা হইতে পারিবে পশ্চাৎ নয়।

উদাহরণ।

আনন্দ ডাকযোগে পত্র পাঠাইয়া বলরামের নিকট আপনার ঘর বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন।

বলরাম ডাকযোগে পত্র পাঠাইয়া ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন।

বলরামের সেই গ্রাহ্যকরণপত্র ডাকে দিবার পূর্ব্বে কি সেই সময়েই আনন্দ আপনার প্রস্তাব অন্যথা করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার পর নয়।

বলরামের গ্রাহ্যকরণ পত্র যে সময়ে আনন্দের নিকট পঁহুছে, তাহার পূর্ব্বে কি সেই সময়েই বলরাম আপনার সেই গ্রাহ্যকরণপত্র অন্যথা করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার পর নয়।

অন্যথা যেরূপে করা যায় তাহার কথা।

৬ ধারা। প্রস্তাব এই এই প্রকারে অন্যথা করা যাইতে পারিবে।

(১) অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাবকারীর অন্যথা করণের কথা জ্ঞাত করণ দ্বারা।

(২) প্রস্তাবে গ্রাহ্য করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিলে সেই সময় অতীত হওন দ্বারা, যদি সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময় গত হইলেও গ্রাহ্য করণের কথা জ্ঞাত না করণ দ্বারা।

(৩) গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য হইলে, গ্রাহ্যকারীর সেই নিয়ম পালন না করণ দ্বারা।

(৪) গ্রাহ্যকারীর দ্বারা গ্রাহ্য হওনের পূর্ব্বে যদি তিনি প্রস্তাবকারীর মৃত্যুর কি ক্ষিপ্ত না হওয়ার কথা জানিতে পান, তবে প্রস্তাবকারীর ঐ মৃত্যু কি ক্ষিপ্তমন হওন দ্বারা।

গ্রাহ্য করা নিরপেক্ষ হওয়ার আবশ্যকতার কথা।

৭ ধারা। প্রস্তাব যেন অঙ্গীকার হয় এই নিমিত্ত।

(১) গ্রাহ্য করা নিরপেক্ষ ও নিয়ম হীন হওয়া আবশ্যক।

(২) প্রস্তাব কিরূপে গ্রাহ্য হইবে, প্রস্তাবেতেই ইহা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে নিয়মিত ও চুক্তিসিদ্ধ কোন প্রকারে তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। প্রস্তাব কিরূপে গ্রাহ্য হইবে, যদি প্রস্তাবেতেই ইহা নির্দ্দিষ্ট থাকে, কিন্তু তদ্রূপে গ্রাহ্য না হইয়া থাকে, তবে প্রস্তাবকারীকে সেই গ্রাহ্য হওনের কথা জ্ঞাত করা গেলে পর, তিনি যুক্তিসিদ্ধমতে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট মতে তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবার ও প্রকারান্তরে না হইবার দৃঢ় আদেশ করিতে পারিবেন। না করিলে তিনি সেই গ্রাহ্যকরণটী স্বীকার করিলেন।

নিয়ম পালনকরণ বা প্রবৃত্তি স্বীকার করণ দ্বারা গ্রাহ্য করণের কথা।

৮ ধারা। প্রস্তাবের নিয়মানুসারে কার্য্য করা গেলে কিম্বা প্রস্তাবের সহিত পরস্পর অঙ্গীকারের উপলক্ষে প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ হইলে, সেই প্রবৃত্তি স্বীকার করাই ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করা হয়।

স্পষ্ট ও ভাবতঃ অঙ্গীকারের কথা।

৯ ধারা। প্রস্তাব করা কি কোন অঙ্গীকার গ্রাহ্য করা বাচনিক হইলে ঐ অঙ্গীকার স্পষ্ট বলা যায়। প্রস্তাব করা কি গ্রাহ্য করা বচন ভিন্ন অন্য প্রকারে করা গেলে ঐ অঙ্গীকার ভাবতঃ করা গেল, ইহা বলা যায়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### চুক্তির ও অসিদ্ধেয় চুক্তির ও অসিদ্ধ করারের বিধি।

যে করার চুক্তি হয়, তাহার কথা।

১০ ধারা। চুক্তি করিবার সক্ষম ব্যক্তিরা আপনাদের স্বাধীন সম্মতিমতে বৈধ প্রবৃত্তি হেতুক বৈধ অভিপ্রায়ে যে করার করেন, তাহা এই আইনক্রমে অসিদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ না হইলে সেই করার চুক্তি হয়।

লিখনক্রমে কিম্বা সাক্ষীদের সাক্ষাতে চুক্তি করিতে হইবে, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে এই মর্ম্মের কোন আইন প্রবল থাকিলেও এই আইনক্রমে তাহা স্পষ্টরূপে রহিত করা না গেলে, এই আইনের কোন কথা দ্বারা উক্ত আইনের কিম্বা দলীল রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক কোন আইনের বিকার হইবে না।

চুক্তি করিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের কথা।

১১ ধারা। কোন ব্যক্তি যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন, তদনুসারে প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে ও সুস্থমনা হইলেও যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন, তদনুসারে চুক্তি করিবার অযোগ্য না হইলে তিনি চুক্তি করিতে সক্ষম হন।

চুক্তিসংক্রান্ত কার্য্যপক্ষে সুস্থমনা কাহাকে বলা যায় তাদ্বিষয়ের কথা।

১২ ধারা। কোন ব্যক্তি চুক্তি করিবার সময়ে তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলে এবং তাহার স্বার্থপক্ষে ঐ চুক্তির যে ফল হইবে, সুজ্ঞানমতে এই বিষয়ের বিচার করিতে পারিলে, চুক্তির কার্য্যপক্ষে তাহাকে সুস্থমনা বলা যায়।

কোন ব্যক্তি প্রায় নিয়ত বিকৃতমনা, কিন্তু কোন কোন সময়ে প্রকৃতিস্থ হইলে প্রকৃতিস্থ হওনকালে চুক্তি করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি প্রায় নিয়ত প্রকৃতিস্থ ও কদাচিত বিকৃতমনা হইলে, বিকৃতমনা হওনকালে চুক্তি করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ।

(ক) পাগলাগারদে কোন ব্যক্তি কোন কোন সময়ে সুস্থমনা হইয়া থাকে, সেই সেই সময়ে তিনি চুক্তি করিতে পারিবেন।

(খ) প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি জ্বরবেগে প্রলাপ-বাক্য কহিলে কিম্বা মদ খাইয়া উন্মত্ত হওয়া প্রযুক্ত চুক্তির নিয়ম বুঝিতে না পারিলে, কিম্বা তাহার স্বার্থপক্ষে চুক্তির কি ফল হইবে সুজ্ঞানমতে ইহার বিচার করিতে না পারিলে, তাহার সেই বিকার বা উন্মত্ততা যতকাল থাকে, ততকাল তিনি চুক্তি করিতে পারিবেন না।

সম্মতির অর্থের কথা।

১৩ ধারা। দুই কিম্বা তদধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ের সমান ভাব ধরিয়া একবাক্য হইলে তাঁহাদের সম্মতি আছে বলা যায়।

স্বাধীন সম্মতির অর্থের কথা।

১৪ ধারা। (১) ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট ভাবানুসারে বল প্রকাশ, কিম্বা

(২) ১৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট ভাবানুসারে অবিহিত প্রতিপত্তির বলে, কিম্বা

(৩) ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট ভাবানুসারে প্রতারণাক্রমে, কিম্বা।

(৪) ১৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট ভাবানুসারে অযথা-বর্ণনা দ্বারা, কিম্বা

(৫) ২০ ও ২১ ও ২২ ধারার বিধানবশে ভুলক্রমে সম্মতি না হইলে তাহা স্বাধীন সম্মতি বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত বল প্রকাশ কি অবিহিত প্রতিপত্তি কিম্বা প্রতারণা কি অযথাবর্ণনা কিম্বা ভুল না হইলে যদি সম্মতি না হইত, তবে সেই বল প্রভৃতি দ্বারা সম্মতি হইয়াছে বলা যায়।

বলপ্রকাশের অর্থ।

১৫ ধারা। কোন ব্যক্তিকে কোন করার করাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির আইনের নিষিদ্ধ কোন ক্রিয়া করা গেলে, কি করিবার ভয় দর্শান গেলে কিম্বা কোন ব্যক্তির হানিজনকরূপে কোন সম্পত্তি বে আইনামতে আটক করিয়া রাখা গেলে, কি রাখিবার ভয় দর্শান গেলে, তাহাই বলপ্রকাশ বলা যায়।

ব্যাখ্যা।—যে স্থানে বল-প্রকাশ হয়, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সেই স্থানে প্রবল থাকিলে বা না থাকিলেও তাহা অকিঞ্চিৎকর।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে যে ক্রিয়া ভয় দর্শাওনের তুল্য হয়, আনন্দ মহাসাগরে গমনশীল কোন ইংলণ্ডীয় জাহাজে এমত ক্রিয়া করিয়া বলরামকে কোন করার করান।

পরে আনন্দ কলিকাতায় চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বলরামের নামে নালিশ করেন।

আনন্দ যে ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহা ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থামতে অপরাধ না হইলেও এবং ঐ ক্রিয়া যে সময়ে যে স্থানে করা গেল, সেই সময়ে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারা সেই স্থানে প্রচলিত না থাকিলেও আনন্দ বলপ্রকাশ করিয়াছেন।

অবিহিত প্রতিপত্তির অর্থের কথা।

১৬ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে অবিহিত প্রতিপত্তিক্রমে কার্য্য হয়, ইহা বলা যায়।

(১) কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায় বিশ্বাস থাকিলে কিম্বা সেই অন্যের উপর যথার্থতঃ বা দৃষ্টতঃ তাঁহার ক্ষমতা থাকিলে, যদি সেই ব্যক্তি সেই অন্যের অপেক্ষা কোন লাভ পাইবার উদ্দেশে সেই বিশ্বাসের কি ক্ষমতার প্রভাবে কোন কার্য্য করেন, অথচ সেই বিশ্বাস কি ক্ষমতা না থাকিলে, তাহার সেই লাভ হইতে পারিত না এমত স্থলে।

(২) বার্দ্ধক্য কিম্বা পীড়া কি শারীরিক কি মানসিক দুঃখপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির মন দুর্ব্বল হইলে, যদি অন্য ব্যক্তি তাহার প্রতি বিশেষমতে আচরণ করিয়া কোন কার্য্য বিষয়ে তাহার সম্মতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু সেই আচরণ বলপ্রকাশ করার তুল্য না হইলেও তাঁহার সেই আচরণ না হইলে, তিনি সম্মত হইতেন না এমন স্থলে।

প্রতারণা শব্দের অর্থের কথা।

১৭ ধারা। চুক্তির এক পক্ষকে কিম্বা তাহার সাপক্ষ কর্ম্মকারককে প্রবঞ্চনা করিবার কিম্বা তাঁহাকে সেই চুক্তির একপক্ষ করিতে লওয়াইবার অভিপ্রায়ে সেই চুক্তির অন্য পক্ষ কিম্বা তাঁহার সম্মতিতে অন্য ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার কর্ম্মকারক নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিলে প্রতারণা শব্দে সেই কার্য্য বুঝায় ও গণ্য হয়।

(১) কোন একটী কথা সত্য নয় ও কোন ব্যক্তি তাহা সত্য জ্ঞান না করিলেও যথার্থ বলিয়া তাহার উদ্দেশ করিলে।

(২) কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্ত জানিলে কি বিশ্বাস করিলেও কোন কার্য্য দ্বারা তাহা গোপনে রাখিলে।

(৩) কার্য্য করিবার কল্পনা না করিয়াও সেই কার্য্যের অঙ্গীকার করিলে।

(৪) যদ্দ্বারা প্রবঞ্চনা হইতে পারে, এমত অন্য কোন কর্ম্ম করিলে।

(৫) আইনে যে ক্রিয়া কিম্বা কার্য্যের যে ত্রুটি স্পষ্টরূপে প্রতারণাঘটিত বলিয়া প্রকাশ হইল, তাহা করিলে।

ব্যাখ্যা।—যে বৃত্তান্ত দ্বারা কোন ব্যক্তির কোন চুক্তি করিবার ইচ্ছা ন্যূন বা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, সেই বৃত্তান্ত বিষয়ে কেবল মৌনী থাকাই প্রতারণা নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি তদ্রূপে মৌনী থাকেন, বিষয়ের ভাবগতিক বিবেচনায় তাঁহার কথা কহাই কর্ত্তব্য, কিম্বা তাহার মৌনী থাকাই কথা কহার তুল্য হইলে, তাহার সেই মৌনী থাকা প্রতারণা হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বদনমণি দুইজনে একটী ঘোড়া ক্রয় করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ঘোড়ার কোন অঙ্গ অসুস্থ আনন্দ ইহা জানিয়া বদনমণিকে তাহা জানাইল না। এইস্থলে আনন্দের প্রতারণা হয় নাই।

(খ) বদনমণি আনন্দের কন্যা সম্প্রতি প্রাপ্তব্যবহার হইয়াছেন। এমন স্থলে পিতা হওয়াপ্রযুক্ত ঘোড়ার অসুস্থ হওয়ার কথা আনন্দের জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য।

(গ) বদনমণি আনন্দকে এই কথা কহেন, তুমি সেই ঘোড়া অসুস্থাঙ্গ না কহিলে আমি তাহা সুস্থাঙ্গ জানিব। আনন্দ কথা কহিল না।

এই স্থলে আনন্দের মৌনী থাকাই কথা কহার তুল্য হইল।

(ঘ) আনন্দ ও বলরাম নামক দুই জন বণিক কোন চুক্তি করেন। দ্রব্যের মূল্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আনন্দ গোপনে ইহা জানিতে পাইলেন। বলরাম তাহা জানিতে পাইলে ঐ চুক্তি করেন কি না সন্দেহ। এই স্থলে আনন্দ তাঁহাকে ঐ কথার সন্ধান জানাইতে আবদ্ধ নহেন।

অযথা-বর্ণনার কথা।

১৮ ধারা। অযথা-বর্ণনা শব্দে নিম্নলিখিত কথা বুঝায় ও সেই গণ্য কথা।

(১) কোন ব্যক্তি যে বিষয়ের সন্ধান জানিয়াছেন, তাহা সত্য নহে, কিন্তু তিনি তাহা সত্য

জ্ঞান করেন, অথচ সন্ধানের মর্ম্মানুসারে যত দৃঢ় ভাবে তাহা কহিতে পারিতেন, তদধিক বাক্যক্রমে তাহা নিশ্চয়ভাবে কহিলে তাহা অযথা বর্ণনা হয়।

(২) প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন কর্ত্তব্য কর্ম্ম উল্লঙ্ঘন হইলে অন্য ব্যক্তির হানিজনক কিম্বা তাঁহার অধীন অন্য দাওয়াদারের হানিজনক ভ্রান্তি হইয়া আপনার কিম্বা আপন অধীন কোন দাওদারের লাভ হইলে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম উল্লঙ্ঘন দোষ অযথা-বর্ণনা হয়।

(৩) হানি জন্মাইবার অভিপ্রায় না থাকিলেও যে বিষয় লইয়া করার হয়, সেই বিষয়ে ঐ করারের এক পক্ষের ভ্রান্তি জন্মান, অযথা বর্ণনা হয়।

স্বাধীন সম্মতি ভিন্ন যে করার হয়, তাহা অসিদ্ধেয় হওয়ার কথা।

১৯ ধারা। বলপ্রকাশকরণ দ্বারা কিম্বা অবিহিত প্রতিপত্তির বল কিম্বা প্রতারণা কি অযথা বর্ণনা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে করার করিতে সম্মত করাইলে, তদ্রূপে যে ব্যক্তির সম্মতি পাওয়া গেল ঐ করার তাহার স্বেচ্ছানুসারে অসিদ্ধেয় চুক্তি হয়।

প্রতারণা কি অযথা বর্ণনা দ্বারা যে ব্যক্তির সম্মতি পাওয়া গেল, তিনি বিহিত বোধ করিলে যেন ঐ চুক্তিমতেই কার্য্য সাধন হয় এবং উক্ত বর্ণনা যথার্থ হইলে তাঁহার যে অবস্থা হইত, যেন সেই অবস্থা হয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন।

বর্জ্জিত স্থল — যদি অযথা-বর্ণনাদ্বারা কিম্বা ১৭ ধারার নির্দ্ধারিত অর্থানুসারে প্রতারণাঘটিত মৌনী থাকন দ্বারা সেই ব্যক্তির সম্মতি পাওয়া গেলেও যাঁহার সম্মতি পাওয়া গেল, তিনি সামান্য যত্ন করিলেও যদি বর্ণনার যথার্থ জানিতে পারিতেন, তবে সেই চুক্তি অসিদ্ধেয় নয়।

ব্যাখ্যা। — প্রতারণা ক্রিয়া যাহার পক্ষে করা গেল ও অযথা বর্ণনা যাহার নিকট জ্ঞান করা গেল চুক্তির বিষয়ে তাহার সম্মতি যদি সেই প্রতারণা ক্রিয়ার কিম্বা অযথা বর্ণনা দ্বারা না হইয়া থাকে, তবে তৎপ্রযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধেয় নয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা করিয়া বলেন যে, আমার কুঠীতে বৎসর ৫০০ মণ নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকারে বলরামকে ঐ কুঠী ক্রয় করিতে লওয়ান। বলরামের ইচ্ছা হইলে ঐ চুক্তি অসিদ্ধেয় হয়।

(খ) আনন্দের কুঠীতে বৎসর বৎসর ৫০০ মণ নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে, আনন্দ অযথা বর্ণনা-দ্বারা বলরামের এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস জন্মান। বলরাম কুঠীর হিসাব খাতা দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে, কেবল ৪০০ মণ নীল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পর বলরাম ঐ কুঠী ক্রয় করেন। এমন স্থলে আনন্দের অযথাবর্ণনা প্রযুক্ত ঐ চুক্তি অসিদ্ধেয় নয়।

(গ) আনন্দের সম্পত্তির উপর কোন দায় নাই, আনন্দ প্রতারণাভাবে বলরামকে এই কথা জানাইলে বলরাম সম্পত্তি ক্রয় করিয়া দেখিলেন, ঐ সম্পত্তির উপর বন্ধকের দায় আছে। এই স্থলে বলরাম ঐ চুক্তি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, অথবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধক পরিশোধ করণ-পূর্ব্বক ঐ চুক্তির নিয়ম পালন হইবার দাওয়া করিতে পারিবেন।

(ঘ) বলরাম আনন্দের সম্পত্তিতে কোন ধাতুর আকরের লক্ষণ দেখিয়া আনন্দ তাহা জানিতে না পান, এমন উপায় করিয়া আনন্দের নিকট সেই কথা গোপন করিয়া রাখেন, আন-

ন্দের অনবগতিপ্রযুক্ত বলরাম ন্যূনমূল্যে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিতে পাইলেন। এই স্থলে আনন্দের ইচ্ছা হইলে চুক্তি অসিদ্ধেয় হয়।

(ঙ) বলরামের মৃত্যু হইলে সম্পত্তিতে আনন্দের উত্তরাধিকারিত্ব হইবে। বলরামের মৃত্যু হইল, চন্দ্র ইহার সন্ধান পাইয়া আনন্দের নিকট তাহা গোপনে রাখিয়া ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার যে স্বার্থ আছে, তাহা বিক্রয় করিতে লওয়ান। আনন্দের ইচ্ছামতে সেই বিক্রয় অসিদ্ধেয়।

বৃত্তান্তঘটিত বিষয়ে উভয় পক্ষের ভ্রম থাকিলে করার অসিদ্ধ হইবার কথা।

২০ ধারা। করার সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত বিষয়ে গুরুতর হয়, যদি করারের উভয় পক্ষ সেই বৃত্তান্ত বিষয়ে ভ্রান্ত হন, তবে সেই করার অসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা।—যে বিষয় লইয়া করার হয়, যদি তাহার মূল্যের বিষয়ে ভ্রম থাকে, তবে তাহা বৃত্তান্তঘটিত ভ্রম জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) জাহাজের বোঝাই কোন দ্রব্যসামগ্রী ইংলণ্ড হইতে বোম্বায়ে আনীত হইতেছে, এই অনুভবে আনন্দ বলরামকে সেই দ্রব্য বিক্রয় করেন। শেষে দৃষ্ট হয় যে, সেই চুক্তি হইবার পূর্ব্ব দিবসে ঐ দ্রব্যবাহী জাহাজ ভগ্ন হইয়াছিল ও দ্রব্য নষ্ট হইল, কিন্তু চুক্তিকার কোন পক্ষ তাহা জানিতেন না। চুক্তি অসিদ্ধ হইল।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকটে ঘোড়া ক্রয় করিবার করার করে। পরে দৃষ্ট হইল যে, ঐ করার হওনের সময়ে উভয় পক্ষের অজ্ঞাতসারে ঘোড়া মৃত ছিল। করার অসিদ্ধ হইল।

(গ) বলরামের জীবন পর্য্যন্ত আনন্দ কোন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া চন্দ্রকে তাহা বিক্রয় করিতে সম্মত হন। ঐ চুক্তিকরণ সময়ে বলরাম মৃত ছিলেন, কিন্তু উভয় পক্ষ তাহা জানিতেন না, ঐ করার অসিদ্ধ।

ব্যবস্থাঘটিত ভ্রমের ফলের কথা।

২১ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে আইন প্রবল থাকে, তৎসম্পর্কে ভ্রম হওয়াতে চুক্তি করা গেল বলিয়া ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু ব্রিটিষ ভারতবর্ষে যে আইন প্রবল নহে, তদ্বিষয়ে ভ্রম হইলে বৃত্তান্তঘটিত ভ্রমের তুল্য ফল হইবে।

উদাহরণ।

(ক) ভারতবর্ষীয় মিয়াদের আইনের দ্বারা কোন ঋণ আদায় হইতে পারিবে না, ভ্রান্তিক্রমে এমত বিশ্বাস হইলে, আনন্দ ও বলরাম পরস্পর কোন চুক্তি করেন। সেই চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারিবে না।

(খ) ফ্রান্স দেশে হুণ্ডীর বিষয়ে যে বিধি চলিত আছে, তৎসম্পর্কে কোন ভ্রান্তি হওয়াতে আনন্দ ও বলরাম পরস্পর চুক্তি করেন। সেই চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারিবে।

বৃত্তান্তঘটিত বিষয়ে এক পক্ষের ভ্রান্তি প্রযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধেয় না হইবার কথা।

২২ ধারা। বৃত্তান্তঘটিত বিষয়ে চুক্তির এক পক্ষের কোন ভ্রান্তি থাকা প্রযুক্ত চুক্তি করা গেল, কেবল ইহা বলিয়া চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারিবে না।

যে প্রবৃত্তি ও যে উদ্দেশ্য বৈধ ও যাহা অবৈধ তাহার কথা।

২৩ ধারা। করারের প্রবৃত্তি কি উদ্দেশ্য বৈধ হয়। কিন্তু, যদি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, কিম্বা সেই করারের ভাব বিবেচনায় যদি তাহা করা গেলে, কোন আইনের বিধানের অন্যথা হয়, কিম্বা যদি প্রতারণাঘটিত হয় কিম্বা যদি তদ্দ্বারা অন্য ব্যক্তির কি তাহার সম্পত্তির হানি হয়, কিম্বা ভাবতঃ হানি হয়, কিম্বা যদি আদালত তাহা নীতি-বিরুদ্ধ কিম্বা রাজনিয়মবিরুদ্ধ জ্ঞান করেন, তবে উক্ত প্রত্যেক স্থলে করারের প্রবৃত্তি কিম্বা উদ্দেশ্য অবৈধ বলা যায়। যে করারের উদ্দেশ্য কি প্রবৃত্তি অবৈধ হয়, তাহা অসিদ্ধ।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ১০,০০০ টাকা মূল্যে বলরামের নিকট আপনার ঘর বিক্রয় করিতে করার করিলেন। এই স্থলে আনন্দের ঘর বিক্রয় করণ সূচক অঙ্গীকারের নিমিত্ত বলরামের ১০,০০০ টাকা দেওনরূপ অঙ্গীকার প্রবৃত্তি হয়। এবং বলরামের ১০,০০০ টাকা দেওনরূপ অঙ্গীকারের নিমিত্তে আনন্দের ঘর বিক্রয় করণরূপ অঙ্গীকার প্রবৃত্তি হয়। এই ২ প্রবৃত্তি বৈধ।

(খ) চন্দ্রের স্থানে বলরামের ১০০০০ টাকা পাওনা আছে, ছয় মাসের অবসানে চন্দ্র ঐ টাকা না দিলে, আনন্দ দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই প্রযুক্ত বলরাম চন্দ্রকে অধিক সময় দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এই স্থলে একজনের অঙ্গীকারের নিমিত্ত অন্য জনের অঙ্গীকারটী প্রবৃত্তি হয় ও তাহা বৈধ প্রবৃত্তি।

(গ) বলরাম আনন্দকে কতক টাকা দিলে, আনন্দ এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অমুক যাত্রা কালে বলরামের জাহাজ ভগ্ন হইয়া নষ্ট হইলে, আমি তাঁহাকে সেই জাহাজের মূল্য দিব। এই স্থলে আনন্দের অঙ্গীকার বলরামের সেই টাকা দেওনের প্রবৃত্তিস্বরূপ। বলরামের সেই টাকা দেওয়া আনন্দের অঙ্গীকারের প্রবৃত্তিস্বরূপ হইল। এই সকল প্রবৃত্তি বৈধ।

(ঘ) আনন্দ বলরামের সন্তানকে প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করেন, তন্নিমিত্তে বলরাম আনন্দকে বৎসর বৎসর ১০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। এই স্থলে প্রত্যেক জনের অঙ্গীকার অপর ব্যক্তির অঙ্গীকারের প্রবৃত্তিস্বরূপ হয়, সেই প্রবৃত্তি বৈধ।

(ঙ) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্র প্রতারণাক্রমে যে ধন লাভ করেন, তাহা আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতে চুক্তি করেন, উদ্দেশ্যটী অবৈধ হওয়াতে সেই চুক্তি অসিদ্ধ।

(চ) আনন্দ বলরামকে রাজকীয় কর্ম্ম করিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন, বলরাম আনন্দকে ১০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। এই স্থলে প্রবৃত্তি অবৈধ প্রযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধ।

(ছ) আনন্দ কোন ভূম্যধিকারীর গোমস্তা হইয়া কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে বলরামের স্থানে টাকা লইয়া বলরামকে ঐ কর্ত্তার ভূমির পাট্টা করিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। এই স্থলে গোমস্তা কর্ত্তার নিকট কোন বিষয় গুপ্ত রাখিয়া প্রতারণার ভাব প্রকাশ করাতে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইল।

(জ) আনন্দ বলরামের নামে দস্যুতার অভিযোগ করিলেন, পরে বলরামের নিকট সেই অভিযোগ ভঙ্গ করিতে অঙ্গীকার করিলে, বলরাম অপহৃত দ্রব্যের মূল্য ফিরিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। উদ্দেশ্যটী অবৈধ হওয়াতে সেই চুক্তি অসিদ্ধ।

(ঝ) ব্যবস্থাপ্রণেতাদের কোন আইনক্রমে বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ভূমি নীলামে বিক্রয় হইলে বাকীদারের দ্বারা সেই ভূমি ক্রয় করা নিষিদ্ধ। সেই আইনমতে আনন্দের ভূমি বিক্রয় হইবে। বলরাম আনন্দের সঙ্গে চুক্তি করিয়া ঐ ভূমির ক্রেতা হইয়া আপনি তাহার যে মূল্য দিবেন, আনন্দের স্থানে সেই মূল্য পাইলে আনন্দকে সেই ভূমি ফিরিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই ব্যাপারে ফলিতার্থে বাকীদারই ক্রেতা হওয়াতে আইনের উদ্দেশ্য অন্যথা করা যায়। এই হেতুক ঐ করার অসিদ্ধ হইল।

(ঞ) আনন্দ বলরামের মোক্তার হওয়াতে বলরামের সঙ্গে আপনার প্রতিপত্তির বলে চন্দ্রের কোন মঙ্গল করিবার অঙ্গীকার করেন। চন্দ্র তন্নিমিত্ত তাহাকে ১০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই করার নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া অসিদ্ধ হয়।

(ট) আনন্দ বলরামের স্থানে টাকা লইয়া আপনার কন্যাকে তাহার উপপত্নীস্বরূপ দিতে অঙ্গীকার করেন। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন মতে কন্যাকে তদ্রূপে দেওয়ার দণ্ড নিরূপণ না হইলেও, ঐ করার নীতিবিরুদ্ধ প্রযুক্ত অসিদ্ধ হয়।

## অসিদ্ধ করার বিষয়ক বিধি।

### প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্য অংশতঃ অবৈধ হইলে করার অসিদ্ধ হইবার কথা।

২৪ ধারা। এক কি অধিক উদ্দেশ্য ধরিয়া একই প্রবৃত্তির কোন অংশ কিম্বা একই উদ্দেশ্য ধরিয়া বহু প্রবৃত্তির মধ্যে একটী বা একটির কোন অংশ অবৈধ হইলে করার অসিদ্ধ হয়।

উদাহরণ।

বলরাম নীল তৈয়ারির বৈধ ব্যবসায় ও অন্য অন্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসায় করেন। আনন্দ সেই ব্যবসায়ে অধ্যক্ষতা করবার অঙ্গীকার করিলে বলরাম তাহাকে বৎসর ১০,০০০ টাকা বেতন দিতে অঙ্গীকার করেন। এই স্থলে আনন্দের অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য ও বলরামের অঙ্গীকারের প্রবৃত্তি অংশতঃ অবৈধ হওয়াতে করার অসিদ্ধ হয়।

### প্রবৃত্তি বিনা যে করার, তাহা অসিদ্ধ হইবার কথা।

২৫ ধারা। প্রবৃত্তি বিনা যে করার করা যায় তাহা অসিদ্ধ। কিন্তু

যদি লিপিবদ্ধ হইয়া রেজিষ্টরী করা যায়।

(১) তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী করিবার যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করা গেলে এবং উভয় পক্ষের আসন্ন কুটুম্বিতা প্রযুক্ত নৈসর্গিক প্রণয় হেতুক করা গেলে, অথবা,

যদি কৃত কোন কার্য্যের পারিশ্রমিক দানের অঙ্গীকার হয়।

(২) কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে অঙ্গীকারকারীর নিমিত্ত পূর্ব্বে কোন কর্ম্ম করাতে সম্পূর্ণ রূপে কিম্বা অংশতঃ উহার প্রত্যুপকার করিবার অঙ্গীকার হইলে, কিম্বা আইনমতে অঙ্গীকারকারীর যে কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই কর্ম্ম করিবার অঙ্গীকার হইলে অথবা,

যদি মিয়াদের আইনদ্বারা নিষিদ্ধ ঋণশোধের অঙ্গীকার হয়।

(৩) মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ বিষয়ক আইন না থাকিলে, মহাজন যে ঋণের সমুদয় টাকা কিম্বা একাংশ বলক্রমে আদায় করিতে পারিতেন, সেই টাকা দিবার দায় যে ব্যক্তির প্রতি

বর্ত্তে, তিনি কিম্বা তৎপক্ষে সাধারণ কি বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার কর্ম্মকারক ঐ টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলে,

পূর্ব্বোক্ত অন্যতর স্থলে তদ্রূপ করার চুক্তি হয়।

(১) ব্যাখ্যা।—কোন দ্রব্য দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে দাতার ও গ্রহীতার মধ্যে সেই দানের সিদ্ধতার ব্যাঘাত হইবে না।

(২) ব্যাখ্যা।—অঙ্গীকারকারী স্বেচ্ছাক্রমে যে করারে সম্মত হন, কেবল প্রবৃত্তির বৈষম্য প্রযুক্ত তাহা অসিদ্ধ হয় না। কিন্তু অঙ্গীকারকারী স্বেচ্ছাক্রমে সম্মত হইলেন কি না, আদালত এই কথা নিষ্পত্তি করণ কালে ঐ প্রবৃত্তির বৈষম্য বিবেচনা করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ প্রবৃত্তি বিনা বলরামকে ১০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। ঐ করার অসিদ্ধ।

(খ) আনন্দ নৈসর্গিক প্রণয়ের ও স্নেহের বলে আপনার সন্তান বলরামকে ১০০০ টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন ও সেই অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করিয়া রেজিষ্টরী করেন, ইহাই চুক্তি।

(গ) আনন্দ বলরামের টাকার পুটলি কুড়িয়া পাইয়া তাহাকে ফিরিয়া দিলে, বলরাম তাহাকে ৫০ টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন, ইহাই চুক্তি।

(ঘ) আনন্দ বলরামের শিশু সন্তানের ভরণপোষণ করেন, ইহাতে আনন্দের যত টাকা খরচ হয়, বলরাম তাহা দিতে অঙ্গীকার করেন। ইহাই চুক্তি।

(ঙ) আনন্দ বলরামের ১০০০ টাকা ধারে, কিন্তু মিয়াদের আইনপ্রযুক্ত ঐ ঋণ আদায় করিবার মোকদ্দমা করিতে পারেন না। আনন্দ সেই ঋণের উপলক্ষে বলরামকে ৫০০ টাকা দিবার অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন, ইহাই চুক্তি।

(চ) আনন্দ ১০০০ টাকা মূল্যের ঘোড়া ১০ টাকাতে বিক্রয় করিবার করার করেন ও স্বেচ্ছাক্রমে সেই করার করিতে সম্মত হইলেন। এই স্থলে প্রবৃত্তির বৈষম্য হইলেও ঐ করার চুক্তি হয়।

(ছ) আনন্দ ১০০০ টাকা মূল্যের ঘোড়া ১০ টাকাতে বিক্রয় করিবার করার করেন, কিন্তু স্বেচ্ছামতে ঐ করার করিতে সম্মত যে হইলেন, ইহা অস্বীকার করিলেন। আনন্দ স্বেচ্ছাক্রমে সম্মত হইলেন কি না, আদালত ইহার বিবেচনা করণ সময়ে ঐ প্রবৃত্তির বৈষম্য বিবেচনা করিবেন।

বিবাহ নিবারণার্থ চুক্তি অসিদ্ধ হইবার কথা।

২৬ ধারা। অপ্রাপ্তব্যবহার ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিবাহ নিবারণার্থ প্রত্যেক করার অসিদ্ধ হয়।

ব্যবসায় নিবারণার্থ চুক্তি অসিদ্ধ হইবার কথা।

২৭ ধারা। কোন করার দ্বারা কোন ব্যক্তির বৈধ বৃত্তি কি বাণিজ্য কি কোন প্রকারের ব্যবসায় করিবার বাধা হইলে, যতদূর তদ্রূপ বাধা হয়, ঐ করার ততদূর অসিদ্ধ।

ব্যবসায় সহকারে ক্রেতাবিক্রেতাদের অনুগ্রহকার্য্য বিক্রয় হইলে ব্যবসায় না চালাইবার করারে বর্জ্জনীয় কথা।

১ বর্জ্জনীয় কথা,—কোন ব্যক্তি ব্যবসায় সহকারে ক্রেতাবিক্রেতাদের অনুগ্রহ কার্য্যও বিক্রয় করিলে ক্রেতা কিম্বা তাহার দ্বারা অন্য যে ব্যক্তি ক্রেতাবিক্রেতাদের অনুগ্রহ কার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হন, তিনি যত কাল ঐ ব্যবসায় করেন, ততকাল বিক্রেতা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে তদ্রূপ ব্যবসায় চালাইবেন না, ক্রেতার সঙ্গে এই মর্ম্মের করার করিতে পারিবেন। পরন্তু ব্যবসায়ের ভাব বিবেচনায় আদালত যেন সেই সীমা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন।

অংশিত্ব লোপ করণের পূর্ব্বে অংশীদের মধ্যে করারের কথা।

২ বর্জ্জনীয় কথা —কোন ব্যবসায়ের অংশীরা অংশিত্বের লোপ হইলে কি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, পরস্পর এই প্রকারের করার করিতে পারিবেন যে আমরা যে ব্যবসায়ের অংশী আছি, পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জনীয় কথার উল্লিখিত সীমার মধ্যে আমরা কয়েক জন কিম্বা কেহই কোন প্রকারের ব্যবসায় চালাইব না।

অংশিত্ব প্রবল থাকন সময়ে ঐ করারের কথা।

৩ বর্জ্জনীয় কথা।—কোন ব্যবসায়ের অংশীরা, যতকাল আমাদের অংশিত্ব থাকে, ততকাল আমাদের অন্যতর ব্যক্তি কিম্বা আমরা সকলেই সেই অংশিত্ব সম্বন্ধীয় ব্যবসায় ভিন্ন অন্য ব্যবসায় করিব না, এই করার করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা নিবারণার্থ করার অসিদ্ধ হইবার কথা।

২৮ ধারা। যে করারনামা দ্বারা একপক্ষ কোন চুক্তিক্রমে কিম্বা চুক্তি সম্পর্কে সাধারণ আদালতে রীতিমতে মোকদ্দমা করিয়া আপনার স্বত্ব প্রবল করিতে নিরপেক্ষরূপে নিষিদ্ধ হন, কিম্বা যে করারনামা দ্বারা তাঁহার স্বত্ব প্রবল করিবার সময়ের সীমা নিরূপণ হয়, সেই করার দ্বারা যতদূর ঐ নিষেধ কি সীমা নিরূপণ থাকে, তাহা ততদূর অসিদ্ধ হইবে।

বিবাদ হইলে সালিসীতে অর্পণ করিবার চুক্তির কথা।

১ বর্জ্জনীয় কথা।—নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় কিম্বা বিষয়শ্রেণী ধরিয়া আপনাদের মধ্যে বিবাদ হইলে সেই বিবাদ সালিসীতে অর্পণ করা যাইবে ও সালীসেরা যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন, লক্ষিত বিষয়ের উপলক্ষে তাহার অধিক টাকা আদায় করা যাইবে না, দুই কি তদধিক ব্যক্তি এই মর্ম্মের করার করিলে এই ধারাক্রমে সেই চুক্তি অবৈধ হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—(বিশেষ প্রতিকার সংক্রান্ত ১৮৭০ সালের ১ আইনের ৪ ধারা দ্বারা রহিত হইয়াছে)।

পূর্ব্বে যে বিবাদ উঠিয়াছে, তাহা অর্পণ করিবার চুক্তির কথা।

২ বর্জ্জনীয় কথা।—দুই কি তদধিক ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বে বিবাদ উপস্থিত হইলে, যদি তাঁহারা সালিসদের প্রতি সেই বিবাদ অর্পণ করিবার চুক্তিপত্র লিখিয়া দেন, তবে এই ধারাক্রমে সেই চুক্তি অবৈধ হইবে না এবং সালিসীতে মোকদ্দমা অর্পণ করণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তাহার কোন বিধানের ব্যতিক্রম হইবে না।

অনিশ্চিততা প্রযুক্ত করার ব্যর্থ হইবার কথা।

২৯ ধারা। করারের অর্থ স্পষ্ট না হইলে, কিম্বা স্পষ্ট করা যাইতে না পারিলে, তাহা অসিদ্ধ হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট এক শত টাকা তৈল বিক্রয় করিবার করার করিল, কিন্তু কি প্রকারের তৈল লক্ষ্য হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিবার কথা না থাকাতে ঐ করার অনিশ্চিত বলিয়া অসিদ্ধ হইল।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট প্রসিদ্ধ বাণিজ্য দ্রব্য বলিয়া বিশেষ প্রকারের এক শত টন তৈল বিক্রয় করিবার করার করিলেন। এই স্থলে যাহাতে করার অসিদ্ধ এমত অনিশ্চিত কথা নাই।

(গ) আনন্দ কেবল নারিকেল তৈল বিক্রয় করিয়া থাকেন ও বলরামের নিকট এক শত টন তৈল বলিয়া তৈল বিক্রয় করিবার করার করেন। কি প্রকারের তৈল বিক্রয় করিবেন, তাঁহার ব্যবসায় দ্বারা ইহার লক্ষণ জানা যায়, সুতরাং আনন্দ এক শত টন নারিকেল তৈল বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন।

(ঘ) রামনগরে আমার নবাইতে যত শস্য আছে, আনন্দ ইহা বলিয়া বলরামের নিকট সেই শস্য বিক্রয় করিতে করার করেন। এই স্থলে করার যাহাতে অসিদ্ধ হইতে পারে, এমত অনিশ্চিত কথা নাই।

(ঙ) চন্দ্র মূল্য নিরূপণ করিলে আনন্দ বলরামের নিকট সেই মূল্যে এক সহস্র মণ চাউল বিক্রয় করিতে করার করেন এই স্থলে মূল্য নিশ্চয় করা যাইতে পারে, অতএব করার যাহাতে অসিদ্ধ হয়, এমত অনিশ্চিততা নাই।

(চ) আনন্দ বলরামের নিকট ৫০০৲ কিম্বা ১০০০৲ টাকাতে আমার শাদা ঘোড়া বিক্রয় করিব বলিয়া করার করেন। ঐ দুই মূল্যের মধ্যে কোন্‌টি দিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত না হওয়াতে ঐ করার অসিদ্ধ।

বাজী রাখার করার অসিদ্ধ হইবার কথা

৩০ ধারা। বাজী রাখা স্বরূপ যে করার করা যায়, তাহা অসিদ্ধ। ও বাজীরাখা প্রযুক্ত কোন দ্রব্য পাওয়া যাইবে বলিয়া কিম্বা খেলার ফলস্বরূপ কি অন্য যে অনিশ্চিত বিষয় লক্ষ্য করিয়া বাজী রাখা যায়, তাহার ফলস্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকট পণ রাখা গিয়াছে বলিয়া, তাহা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবেনা।

ঘোড়দৌড়ের কোন কোন প্রকার পুরস্কারের পক্ষে বর্জ্জনীয় কথা।

ঘোড়দৌড়ে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা জিতে, তাহাকে কি তাহাদিগকে পাঁচ শত টাকার কি তাহার অধিক মূল্যের কোন বস্তুত দ্রব্য কি পুরস্কার কি টাকা দিবার জন্যে যে চাঁদা করা যায়, কি টাকা দেওয়া যায়, কিম্বা চাঁদা করিবার কি টাকা দিবার যে করার করা যায়, এই ধারার কোন কথাপ্রযুক্ত তাহা অবৈধ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৪ ধারার ব্যতিক্রম

না হওয়ার কথা।

ঘোড়দৌড় সম্পর্কীয় যে ব্যাপারের প্রতি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৪ ক ধারা বর্ত্তে, এই ধারার কোন কথাদ্বারা সেই ব্যাপার আইনবিহিত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

## নৈমিত্তিক চুক্তিবিষয়ক বিধি

নৈমিত্তিক চুক্তির অর্থের কথা।

৩১ ধারা। যে কার্য্য করিবার চুক্তি করা যায়, তাহার প্রতিপোষক কোন কার্য্য ঘটিলে কি না ঘটিলে ঐ কার্য্য করা কি না করা যাইবে এই মর্ম্মের, যে চুক্তি হয়, তাহা নৈমিত্তিক।

উদাহরণ।

বলরামের গৃহ দগ্ধ হইলে আনন্দ তাহাকে ১০,০০০৲ টাকা দিবেন। এই চুক্তি নৈমিত্তিক।

কোন ঘটনার সাপেক্ষ যে চুক্তি হয়, তাহা প্রবল করিবার কথা।

৩২ ধারা। অনিশ্চিত ভাবী ব্যাপার ঘটিলে, অমুক কার্য্য করা কি না করা যাইবে, এই মর্ম্মের নৈমিত্তিক চুক্তি যত কাল সেই ব্যাপার না ঘটে, ততকাল আইন দ্বারা প্রবল করান যাইতে পারিবে না।

ঐ ব্যাপারটি অসাধ্য হইলে চুক্তি অসিদ্ধ হয়।

উদাহরণ।

(ক) আমি চন্দ্রের উত্তরজীবী হইলে বলরামের ঘোড়া ক্রয় করিব, আনন্দ বলরামের সঙ্গে এই চুক্তি করেন। আনন্দের বর্ত্তমানে চন্দ্রের মৃত্যু যদিও যতকাল না হয়, তবেও ততকাল ঐ চুক্তি আইন দ্বারা প্রবল করান যাইতে পারিবে না।

(খ) চন্দ্রের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিবার কথা হইয়াছে, তিনি তাহা না নিলে বলরামের নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সেই ঘোড়া বিক্রয় করিব, আনন্দ বলরামের সঙ্গে এই চুক্তি করেন। চন্দ্র যতকাল ও যদি সেই ঘোড়া ক্রয় করিতে অসম্মত না হন, ততকাল ও তবে আইন দ্বারা সেই চুক্তি প্রবল করান যাইতে পারিবে না।

(গ) বদনমণি চন্দ্রকে বিবাহ করিলে আনন্দ তাহাকে কিছু টাকা দিব বলিয়া চুক্তি করেন। বদনমণিকে বিবাহ না করিয়া চন্দ্রের মৃত্যু হইল। চুক্তি অসিদ্ধ হইল।

কোন ব্যাপার না ঘটিবার সাপেক্ষ যে চুক্তি, তাহা প্রবল করিবার কথা।

৩৩ ধারা। অনিশ্চিত ভাবী ব্যাপার না ঘটিলে অমুক কার্য্য করা কি না করা যাইবে, এই মর্ম্মের নৈমিত্তিক চুক্তি হইলে সেই ব্যাপার ঘটা অসাধ্য হইলে পর, ঐ চুক্তি প্রবল করান যাইতে পারিবে, তৎপূর্ব্বে নয়।

উদাহরণ।

অমুক জাহাজ ফিরিয়া না আইলে আনন্দ বলরামকে এত টাকা দিবেন, এই মর্ম্মের করার করেন। জাহাজ ডুবিয়া গেল। জাহাজ মগ্ন হইলে পর ঐ চুক্তি প্রবল করা যাইতে পারিবে।

বর্ত্তমান ব্যক্তির ভাবী আচরণ ঐ নৈমিত্তিক ব্যাপার হইলে, তাহা যৎকালে অসাধ্য জ্ঞান হইবে, তাহার কথা।

৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তি অনির্দ্দিষ্ট সময়ে যদ্রূপ আচরণ করিবে, তাহার সাপেক্ষ চুক্তি হইলে, যদি তিনি পরে এমত কোন কার্য্য করেন, যাহাতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে কিম্বা অন্যান্য আকস্মিক ব্যাপার না ঘটিলে, তাঁহার তদ্রূপ আচরণ করা অসাধ্য হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার সেইরূপ আচরণ করাই অসাধ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে।

উদাহরণ।

বলরাম চন্দ্রমণিকে বিবাহ করিলে আনন্দ তাহাকে এত টাকা দিবার করার করেন। চন্দ্রমণি দীননাথকে বিবাহ করেন। সুতরাং বলরামের সহিত চন্দ্রমণির বিবাহ অসাধ্য জ্ঞান হইবে। দীননাথের মৃত্যু হইলে পর বলরামের সহিত যদিও চন্দ্রমণির বিবাহ অসাধ্য নয়, তথাপি এক্ষণে অসাধ্য জ্ঞান হইবে।

নিরূপিত সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার ঘটিবার সাপেক্ষ যে চুক্তি, তাহা যৎকালে অসিদ্ধ হইবে, তাহার কথা।

৩৫ ধারা। অনিশ্চিত কোন বিশেষ ব্যাপার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটিলে, অমুক কার্য্য করা কি না করা যাইবে, যদি এই মর্ম্মের নৈমিত্তিক চুক্তি করা যায়, তবে নিরূপিত সময় গত হইলেও সেই ব্যাপার না ঘটিলে কিম্বা নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে ঐ ব্যাপার অসাধ্য হইলে সেই চুক্তি অসিদ্ধ হয়।

নিরূপিত সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার না ঘটিবার সাপেক্ষ যে চুক্তি, তাহা যৎকালে প্রবল করা যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

অনিশ্চিত কোন বিশেষ ব্যাপার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না ঘটিলে, অমুক কার্য্য করা কি না করা যাইবে, যদি এই মর্ম্মের নৈমিত্তিক চুক্তি করা যায়, তবে সময় অতীত হইলেও সেই ব্যাপার না ঘটিলে, কিম্বা সময় অতীত হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যাপার কখন ঘটিবে না, ইহা নিশ্চয় হইলে, ঐ চুক্তি আইন দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) বৎসরের মধ্যে অমুক জাহাজ ফিরিয়া আইলে বলরামকে এত টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। বৎসরের মধ্যে জাহাজ ফিরিয়া আইলে ঐ চুক্তি প্রবল করা যাইতে পারিবে। জাহাজ বৎসরের মধ্যে দগ্ধ হইলেও ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে।

(খ) অমুক জাহাজ বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া না আইলে, আনন্দ বলরামকে এত টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করে। জাহাজ বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া না আইলে বা বৎসরের মধ্যে দগ্ধ হইলে ঐ চুক্তি প্রবল করা যাইতে পারিবে।

অসাধ্য ব্যাপারের সাপেক্ষ যে করার, তাহা অসিদ্ধ হওয়ার কথা।

৩৬ ধারা। অসাধ্য কোন ব্যাপার ঘটিলে অমুক কার্য্য করা কি না করা যাইবে, এই মর্ম্মের নৈমিত্তিক করার করা গেলে, ঐ করার করিবার সময়ে ঐ ব্যাপারটী উক্ত উভয় পক্ষের নিকট অসাধ্য বলিয়া জ্ঞাত হইলে কি না হইলেও ঐ করার অসিদ্ধ হইবে।

উদাহরণ।

(ক) দুই সবল বেধাদ্বারা কোন স্থান বেষ্টিত হইতে পারিলে, আনন্দ বলরামকে ১০০০ টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। ঐ করার অসিদ্ধ।

(খ) বলরাম আনন্দের কন্যা চন্দ্রমণিকে বিবাহ করিলে, আনন্দ তাহাকে ১০০০, টাকা দিবার করার করেন, ঐ করার করণ সময়ে চন্দ্রমণি মৃতা ছিল। করার অসিদ্ধ।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

## চুক্তিমতে কার্য্য করিবার বিধি।

## যে চুক্তিমতে কার্য্য করিতেই হইবে, তাহার বিধি।

চুক্তির উভয় পক্ষের দায়ের কথা।

৩৭ ধারা। এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের বিধান অনুসারে যদি চুক্তিক্রমে কার্য্য না করণ ত্যাগ বা ক্ষমা না করা যায়, তবে চুক্তির উভয় পক্ষের আপন আপন অঙ্গীকারমতে কার্য্য করিতেই হইবে, কিম্বা করিব বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহারা অঙ্গীকার করেন, সেই অঙ্গীকারমত কার্য্য সম্পাদন হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মরণ হইলে যদি চুক্তিপত্র দ্বারা ভাবান্তর দৃষ্ট না হয়, তবে তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তেরা সেই অঙ্গীকারে বদ্ধ হন।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম ১০০০, টাকা দিলে আনন্দ নিরূপিত দিনে তাহাকে কয়েক দ্রব্য দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই দিনের পূর্ব্বে আনন্দের মৃত্যু হয়। বলরামের নিকট আনন্দের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের সেই দ্রব্য আনিয়া দিতেই হইবে। এবং আনন্দের স্থলাভিষিক্তদিগকে বলরামের ঐ ১০০০ টাকা দিতেই হইবে।

(খ) আনন্দ নিরূপিত দিবসে নিরূপিত মূল্য লইয়া বলরামের নিমিত্ত চিত্রপট করিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই দিনের পূর্ব্বে আনন্দের মৃত্যু হয়। আনন্দের স্থলাভিষিক্তেরা বলরাম ঐ চুক্তি প্রবল করিতে পারিবেন না।

কার্য্য সম্পাদন করিবার প্রসঙ্গ গ্রাহ্য না করিবার ফলের কথা।

৩৮ ধারা। কোন ব্যক্তি যাহার নিকট কোন কর্ম্ম সাধন করিবার অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহার নিকট সেই কর্ম্ম করিব বলিয়া স্বীকার করিলে যদি তাহা গ্রাহ্য না হয়, অঙ্গীকারকারী

ঐ কর্ম্ম সাধন না হওয়া প্রযুক্ত দায়ী হন না ও চুক্তিমতে তাঁহার যে অধিকার থাকে, তাহাতেও বঞ্চিত হন না।

[illegible]প প্রত্যেক প্রসঙ্গ সম্পর্কে এই এই নিয়ম থাকা আবশ্যক।

১। তাহা নিয়ম ব্যতীত হয়।

২। উপরোক্ত প্রসঙ্গ ও স্থানে কর[illegible] যে ব্যক্তি স্বীকার করেন তিনি অঙ্গীকার দ্বারা [illegible] আবদ্ধ হন, [illegible] তৎকালেই সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম ও [illegible] আছেন, [illegible] স্বীকার করা যায়, তিনি যে ভাবগতিক ইহা নিশ্চয়-[illegible] একমাত্র সুযোগ [illegible]ন এমন ভাবগতিকে তাহা করা যায়।

৩। [illegible] অঙ্গীকার করা যায়, তাহাকেও কোন দ্রব্য সমর্পণ করিয়া দিতে প্রসঙ্গ [illegible] দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, সেই দ্রব্যই দিতে প্রসঙ্গ হইলে, [illegible] স্বীকার করা যায়, তাঁহারই ইহা দৃষ্টি করিবার যুক্তিসিদ্ধ সুযোগ থাকে।

[illegible] অনেক ব্যক্তির মধ্যে অন্যতর ব্যক্তির নিকট প্রসঙ্গ করিবার আইন সম্পর্কীয় যে ফল হয়, তাহাদের সমুদয় ব্যক্তির নিকট প্রসঙ্গ করিবার সেই ফল হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ ১৮৭১ সালের মার্চ্চ মাসের ১লা তারিখে বলরামের কারখানায় ১০০ বস্তা বিশেষ প্রকারের তূলা দিবার চুক্তি করেন। এই ধারায় কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রসঙ্গ করিবার যে ফল লাভ হইয়াছে, তদর্থে যে প্রকারের তূলা দিবার চুক্তি করা গিয়াছে, তূলা সেই প্রকারের ও ১০০ বস্তা আছে, ইহা বলরামের হৃদ্বোধমতে জানিবার যাহাতে যুক্তিসিদ্ধ সুযোগ হয়, এমন [illegible]ক বলরামের কারখানায় আনন্দের সেই তূলা আনিয়া দিতে হইবে।

একপক্ষ চুক্তিমতে সম্পূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলে তাহার ফলের কথা।

৩৯ ধারা। চুক্তির একপক্ষ সম্পূর্ণরূপে আপনার অঙ্গীকারমত কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা আপনাকে আপনি অসমর্থ করিলে, যে ব্যক্তির নিকট অঙ্গীকার করা যায়, তিনি [illegible] কর্ম্মের দ্বারা সেই চুক্তির প্রবল থাকন বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ না করিলে, ঐ চুক্তি [illegible] করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম নাট্যশালার সম্পাদক আদরমণি নাম্নী গায়িকা তাহার সঙ্গে এই করার [illegible]য, আগামী দুই মাস পর্য্যন্ত আমি প্রতিসপ্তাহে দুই রাত্রি তোমার নাট্যশালায় গান [illegible]ব। বলরামও তাহাকে প্রতি রাত্রি ১০০, টাকার হিসাবে পারিশ্রমিক দিতে অঙ্গীকার [illegible]ন। ষষ্ঠ রাত্রিতে গায়িকা আপন ইচ্ছাতেই আসিলেন না। বলরাম তৎকালে সেই চুক্তি [illegible] পারিবেন।

(খ) নাট্যশালার সম্পাদক বলরামের সঙ্গে আদরমণি নাম্নী গায়িকা এই করার করেন [illegible] দুইমাস পর্য্যন্ত আমি প্রতি সপ্তাহে দুই রাত্রি তোমার নাট্যশালায় গান করিব। [illegible]ও তাহাকে প্রতি রাত্রি ১০০, টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দিতে অঙ্গীকার করেন। ষষ্ঠ

রাত্রিতে গায়িকা আপন ইচ্ছাতেই আসিলেন না। সপ্তম রাত্রিতে বলরাম তাঁহাকে গান করিতে দিলেন। এই কার্য্য দ্বারা তিনি ঐ চুক্তি প্রচলিত থাকন বিষয়ে আপনার অভিমত প্রকাশ করাতে ঐ চুক্তি বর্জ্জিত করিতে পারেন না, কিন্তু আদরমণির ষষ্ঠ রাত্রিতে গান না করাতে তাঁহার যে হানি হইয়াছে, তিনি সেই হানিপূরণ পাইতে পারিবেন।

## চুক্তিমত কার্য্য যাহার দ্বারা কৃত হইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

### অঙ্গীকারমত কার্য্য কাহার করিতে হইবে তাহার কথা।

৪০ ধারা। চুক্তিতে যে অঙ্গীকার থাকে, অঙ্গীকারকারী আপনি সেই অঙ্গীকারমত কার্য্য সম্পাদন করিবেন, বিষয়ের ভাব দৃষ্টে চুক্তির উভয় পক্ষের এই অভিপ্রায় জানা গেলে, অঙ্গীকারকারীর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে হইবে। স্থানান্তরে অঙ্গীকারকারী কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তেরা ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। তিনি আপনি বলরামের হাতে সেই টাকা দিয়া কিম্বা অন্যের দ্বারা দেওয়াইয়া সেই অঙ্গীকারমত কর্ম্ম করিতে পারিবেন। টাকা দিবার নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে আনন্দের মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদেরই সেই অঙ্গীকারমত কার্য্য করিতে হইবে, অথবা তাঁহারা তাহা করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ বলরামের নিমিত্ত চিত্রপট করিতে অঙ্গীকার করেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকার নিজেই পূর্ণ করিতে হইবে।

### তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা অঙ্গীকারমত কর্ম্ম গ্রাহ্য করিলে তাহার ফলের কথা।

৪১ ধারা। অঙ্গীকারগ্রহীতা তৃতীয় ব্যক্তির স্থানে অঙ্গীকারমত কার্য্য লইতে স্বীকার করিলে তৎপরে অঙ্গীকারকারীর বিপক্ষে তাহা প্রবল করিতে পারিবেন না।

### সাধারণের দায় পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইবার কথা।

৪২ ধারা। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি সাধারণ্যে অঙ্গীকার করেন, তবে চুক্তিতে ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, তাঁহাদের সাধারণের জীবিতকাল সকলেরই ও অন্যতর ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে অবশিষ্ট ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের সহিত সাধারণ্যে ও অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তির মরণোত্তর সকলের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের সাধারণ্যে সেই অঙ্গীকারমত কার্য্য করিতে হইবে।

### সাধারণ অঙ্গীকারকারীদের অন্যতর ব্যক্তির দ্বারা বলপূর্ব্বক ঐ অঙ্গীকারমত কার্য্য করাইবার কথা।

৪৩ ধারা। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি সাধারণ্যে অঙ্গীকার করেন, তবে ভাবান্তরে স্পষ্ট করার না থাকিলে, অঙ্গীকারগ্রহীতা অঙ্গীকারকারীদের কোন একজনের দ্বারা বলক্রমে অঙ্গীকারমত সম্পূর্ণ কার্য্য সাধন করাইতে পারিবেন।

প্রত্যেক অঙ্গীকারকারীর কর্ম্মের একাংশ বলক্রমে লইবার ক্ষমতার কথা।

যদি দুই কি তদধিক জনসাধারণ অঙ্গীকারকারী থাকেন, তবে চুক্তিতে ভাবান্তর দৃষ্ট না হইলে, প্রত্যেক জন অঙ্গীকারকারী বলক্রমে অন্য প্রত্যেক সহ-অঙ্গীকারকারীর দ্বারা অঙ্গীকার মত কর্ম্মের সমানাংশ করাইয়া লইতে পারিবেন।

ত্রুটিদ্বারা হানি হইলে সেই হানি ভাগ করিয়া লইবার কথা।

দুই কি তদধিক জনসাধারণ অঙ্গীকারকারী ঐ সমানাংশে কর্ম্ম দিতে ত্রুটি করিলে, অবশিষ্ট অঙ্গীকারকারীরা সেই ত্রুটি জন্য হানির সমানাংশ সহ্য করিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি ঋণীর নিমিত্ত জামিন হইয়া সেই ঋণীর পক্ষে টাকা দিলে এই ধারার কোন কথাক্রমে জামিনের সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার বাধা হইবে না, এবং ঋণী আপনি সেই টাকা দিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে জামিনের স্থানে সেই ঋণীর টাকা পাইবার অধিকার থাকিবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্র এই তিন জন একত্রে দীননাথকে ৩০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। দীননাথ বলপূর্ব্বক তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা লইতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্র এই তিন জন একত্রে দীননাথকে ৩০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। সমুদয় টাকা বলক্রমে চন্দ্রের নিকট হইতে লওয়া গেল। আনন্দ ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্থান হইতে ঋণের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত শোধ হইতে পারে। এই স্থলে চন্দ্র আনন্দের সম্পত্তি হইতে ৫০০ টাকা ও বলরামের স্থানে ১২৫০ টাকা পাইতে পারেন।

(গ) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্র একত্রে দীননাথকে ৩০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। চন্দ্র কিছুই দিতে পারিলেন না। আনন্দকে সমুদয় টাকা দিতে হইল। আনন্দ বলরামের স্থানে ১৫০০ টাকা পাইতে পারিবেন।

(ঘ) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্র একত্রে দীননাথকে ২০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু আনন্দ ও বলরাম কেবল চন্দ্রের জামিন ছিলেন। চন্দ্র টাকা দিতে পারিলেন না। আনন্দের ও বলরামের স্থানে সমুদয় টাকা লওয়া গেল। তাঁহারা চন্দ্রের স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

সাধারণ চুক্তিকারকের মধ্যে একজনের মুক্ত হওয়ার ফলের কথা।

৪৪ ধারা। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি সাধারণ্যে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তবে অঙ্গীকারগ্রহীতা তাঁহাদের একজনকে মুক্ত করিলেও সাধারণ অন্য অঙ্গীকারকারী কি সাধারণ অন্য অঙ্গীকারকারিগণ তৎপ্রযুক্ত মুক্ত হন না। কিম্বা সাধারণ অন্য অঙ্গীকারকারীর কি সাধারণ অন্য অঙ্গীকারকারীদের নিকটে সাধারণ সেইরূপ মুক্ত অঙ্গীকারকারীর যে দায় আছে, তিনি তাহা হইতে মুক্ত হন না।

IMPERIAL LIBRARY

সাধারণ অধিকার পর্য্যায়ক্রমে প্রবল থাকার কথা।

৪৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অন্য দুই কি তদধিক ব্যক্তির নিকট সাধারণে অঙ্গীকার করেন, তবে চুক্তিতে ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, তাঁহাদের সাধারণের জীবদ্দশায় সেই অঙ্গীকারমত কার্য্য হইবার দাওয়া করিতে তাঁহাদেরই অধিকার আছে, তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি মরিলে ঐ মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের সহিত অবশিষ্ট ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের সেই অধিকার থাকে, অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পর সকল স্থলাভিষিক্তের সেই অধিকার থাকে।

উদাহরণ।

বলরাম ও চন্দ্র একত্রে আনন্দকে ৫০০০ টাকা ঋণ দিলে, আনন্দ নির্দ্দিষ্ট দিনে বলরামকে ও চন্দ্রকে সুদশুদ্ধ সেই টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। বলরামের মৃত্যু হইলে চন্দ্রের বর্ত্তমানতায় বলরামের স্থলাভিষিক্ত চন্দ্রের সহযোগে আনন্দের সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হইবার দাওয়া করিতে পারিবেন। এবং চন্দ্রের মৃত্যু হইলে, বলরামের ও চন্দ্রের স্থলাভিষিক্তের প্রতি ঐ দাওয়া করিবার ক্ষমতা বর্ত্তে।

## অঙ্গীকার সাধনের সময়ের ও স্থানের বিধি।

যে স্থলে সময় নিরূপণ না হয়, এবং কর্ম্মসাধনের আদেশ করিবার নিয়ম না থাকে, এমন স্থলে অঙ্গীকার সাধনের সময়ের কথা।

৪৬ ধারা। কোন ব্যক্তি যাহার নিকটে অঙ্গীকার করিলেন তাঁহার আদেশ না হইলেও এবং সময়ের নিরূপণ না হইয়া অঙ্গীকারকর্ত্তা দ্বারা কর্ম্ম সাধন করা যাইবে, যদি চুক্তির এই নিয়ম থাকে, তবে চুক্তিমত সময়ের মধ্যে ঐ অঙ্গীকার সাধন করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন সময়ে যুক্তিমত প্রত্যেক স্থলে এই প্রশ্ন বৃত্ত ঘটিত প্রশ্ন হইবে।

সময় নিরূপণ হইলে এবং আদেশ করিবার প্রয়োজন না হইলে, অঙ্গীকার পালনের স্থানের ও সময়ের কথা।

৪৭ ধারা। যে স্থলে অঙ্গীকার সাধন করিবার দিন নিরূপণ হয় ও অঙ্গীকারগ্রহীতা আদেশ না করিলেও অঙ্গীকারকারী সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে অঙ্গীকার করেন, সেই স্থলে তিনি সেই দিনে কার্য্য করিবার নিয়মিত সময়ের মধ্যে কোন সময়ে ও অঙ্গীকারমত কার্য্য যে স্থানে সম্পাদন করা উচিত, সেই স্থানে তাহা সম্পাদন করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে বলরামের আড়তে মাল আনাইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আনন্দ সেই দিনে বলরামের আড়তে মাল আনিয়া দিলেন। কিন্তু আড়ত বন্ধ করিবার নিরূপিত সময়ের পরে আনিলেন, এই হেতুক গ্রাহ্য হইল না। অঙ্গীকার মতে আনন্দের কার্য্য হয় নাই।

নিরূপিত সময়ে ও স্থানে কর্ম্মসাধনের আদেশ করিতে হইবার কথা।

৪৮ ধারা। যদি অঙ্গীকার সাধন করিবার দিন নিরূপিত হয় এবং অঙ্গীকারকারী ব্যক্তি

অঙ্গীকারগ্রহীতার আদেশ না পাইলে, তাহা সম্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উপযুক্ত সময়ে ও স্থানে অঙ্গীকারগ্রহীতাকে তৎসম্পাদন করিবার আদেশ করা কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা।—কোনও সময় ও স্থান উপযুক্ত প্রত্যেক স্থলে এই প্রশ্ন বৃত্তান্তঘটিত।

আদেশ না হইবার নিয়ম হইলে ও স্থান নিরূপণ না হইলে প্রতিজ্ঞা পালন হইবার স্থানের কথা।

৪৯ ধারা। যদি অঙ্গীকারগ্রহীতার আদেশ ভিন্ন অঙ্গীকৃত সম্পাদনের নিয়ম হইয়া থাকে, এবং তৎসম্পাদনের কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকারগ্রহীতাকে অঙ্গীকারমত কার্য্য হইবার যুক্তিযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে প্রার্থনা করিবেন ও সেই স্থানে তাঁহার ঐ কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ নিরূপিত কোন দিনে বলরামকে ১০০০ মণ পাট দিতে প্রতিজ্ঞা করেন। সেই পাট লইয়া রাখিবার উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে বলরামের নিকট আনন্দের প্রার্থনা করা উচিত, ও সেই স্থানে তাঁহার সেই পাট দিতে হইবে।

অঙ্গীকারগ্রহীতার নির্দ্ধারিত কি অনুমিত সময়ে ও প্রকারে কার্য্য সাধনের কথা।

৫০ ধারা। অঙ্গীকারগ্রহীতা কর্ম্মসাধন হইবার যে নিয়ম ও যে সময় নির্দ্ধারণ করেন, বা অনুমতি দেন, অঙ্গীকৃত কর্ম্ম সেই নিয়মমতে ও সেই সময়ে সাধন হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম আনন্দের ২০০০ টাকা ধারেন। আনন্দ তাঁহাকে বলেন, চন্দ্রনামক বণিকের নিকটে আমার নামে ঐ টাকা জমা করিয়া দেও। সেই বণিকের নিকটে বলরামেরও টাকা আছে ও বলরাম তাহাকে বলেন যে ঐ টাকা আমার হিসাব হইতে তুলিয়া আনন্দের নামে জমা কর। চন্দ্র তাহা করিলেন। তাহার পর আনন্দের সেই খারিজাদাখিলের কথা অবগত না হইলে চন্দ্র দেউলিয়া হন। বলরামের ঐ টাকা দেওয়া সফল হইল।

(খ) আনন্দ ও বলরাম পরস্পর ঋণী। তৎপ্রযুক্ত দুই জনের যাহার যত দেনা, তাহা পাওনা হইতে কাটিয়া লইলে পর বলরামের স্থানে আনন্দের কিছু টাকা পাওনা থাকিলে, বলরাম তাহা শোধ করিয়া নিষ্পত্তি করেন। এই কার্য্যের তাৎপর্য্য এই, আনন্দ ও বলরাম পরস্পর যত টাকা ধারিতেন, তাহা শোধ হইয়াছে।

(গ) আনন্দ বলরামের ২০০০ টাকা ধারেন। ঐ ঋণ কম করিবার নিমিত্তে বলরাম আনন্দের কোন সামগ্রী গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন। ঐ সামগ্রী সমর্পণ করা ঋণের একাংশ শোধ করিবার তুল্য।

(ঘ) বলরাম আনন্দের ১০০ টাকা ধারেন। আনন্দ তাঁহাকে ডাকযোগে ঐ টাকার নোট পাঠাইতে কহিলেন। বলরাম যৎকালে সেই টাকা পত্রে মুড়িয়া শিরোনামায় আনন্দের নাম লিখিয়া ঐ পত্র ডাকে দেন, তৎকালেই ঋণশোধ হইল।

## পরস্পর অঙ্গীকারমত কার্য্য হইবার বিধি।

পরস্পর অঙ্গীকার হইলে অঙ্গীকারগ্রহীতা কর্ম্ম সাধন করিতে উদ্যত ও ইচ্ছুক না হইলে অঙ্গীকারকারীর কর্ম্ম করিতে আবদ্ধ না হওয়ার কথা।

৫১ ধারা। পরস্পর যে অঙ্গীকারমত একই কালে কার্য্য সাধন হইবে, এমত অঙ্গীকার লইয়া চুক্তি যখন হয়, তখন অঙ্গীকারগ্রহীতা আপনার কৃত অঙ্গীকার মতে কার্য্য করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে, অঙ্গীকারকারীর আপন অঙ্গীকারমত কর্ম্ম করা আবশ্যক নাই।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট কোন দ্রব্য সমর্পণ করিয়া দিবেন, বলরাম সেই দ্রব্য পাইলেই তাহার মূল্য দিবেন পরস্পর এই চুক্তি হইল।

বলরাম সেই দ্রব্য পাইবামাত্র তাহার মূল্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে; আনন্দের সেই দ্রব্য দিবার প্রয়োজন নাই।

আনন্দ মূল্য পাইবামাত্র দ্রব্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে, বলরামের সেই মূল্য দিবার প্রয়োজন নাই।

(খ) আনন্দ বলরামকে কএক দ্রব্য দিলে বলরাম কিস্তিকিস্তি করিয়া তাহার মূল্য দিবেন। দ্রব্য পাইবামাত্র প্রথম কিস্তি দিবেন, তাহাদের মধ্যে এই চুক্তি হইল।

দ্রব্য দিলেই বলরাম প্রথম কিস্তির টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে আনন্দের সেই দ্রব্য দিবার প্রয়োজন নাই।

প্রথম কিস্তি দেওয়া গেলেই আনন্দ দ্রব্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে বলরামের ঐ প্রথম কিস্তি দিবার প্রয়োজন নাই।

পরস্পর অঙ্গীকারমত কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ক্রমের কথা।

৫২ ধারা। পরস্পর অঙ্গীকার হইলে তাহা যে ক্রমে নিষ্পাদন হইতে পারিবে চুক্তিতে ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইলে, কার্য্য সেই ক্রমে নিষ্পাদন করা যাইবে; চুক্তিতে সেই ক্রম স্পষ্ট নির্দ্ধারিত না থাকিলে ব্যাপারের ভাব বিবেচনায় যে ক্রম প্রয়োজন হয়, সেই ক্রমে নিষ্পাদিত হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নির্দ্ধারিত মূল্যে বলরামের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, তাহাদের পরস্পর এই চুক্তি থাকিলে বলরামের সেই টাকা দিবার অঙ্গীকার নিষ্পাদন হইবার পূর্ব্বে আনন্দের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে হইবে।

(খ) আনন্দ নির্দ্ধারিত মূল্যে আপনার ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্য বলরামকে দিবেন ও বলরাম ঐ টাকার জামিন দিবার অঙ্গীকার করেন, তাহাদের মধ্যে এই প্রকারে চুক্তি হইলে সেই জামিন না দেওয়া গেলে, আনন্দের অঙ্গীকার মতে কার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না ব্যাপারের ভাব বিবেচনায় আনন্দের দ্রব্য সমর্পণ করিয়া দিবার পূর্ব্বে তাঁহার জামিন লওয়া প্রয়োজন।

যে ব্যাপার ঘটিলে চুক্তি প্রবল হইতে পারে, এক পক্ষ তাহা নিবারণ করিলে তাঁহার দায়ের কথা।

৫৩ ধারা। কোন চুক্তিতে উভয় পক্ষের পরস্পর অঙ্গীকার থাকিলে এবং চুক্তির এক পক্ষ অন্য পক্ষের অঙ্গীকার মত কার্য্য নিষ্পাদন করিবার বাধা দিলে, যাঁহাকে বাধা দেওয়া গেল, তাঁহার ইচ্ছামতে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারিবে ও চুক্তিমত কার্য্য নিষ্পাদন না হওয়াতে তাঁহার ক্ষতি হইলে তিনি অন্য পক্ষের স্থানে সেই ক্ষতিপূরণ পাইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

বলরাম ১০০০ টাকা লইয়া আনন্দের নিমিত্ত কোন কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া দিবেন, উভয়ের এই মর্ম্মের চুক্তি হইলে বলরাম তদনুসারে কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন, কিন্তু আনন্দ বাধা দেন, এই স্থলে বলরামের ইচ্ছামত ঐ চুক্তি অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে ও অসিদ্ধ করিলে যদি ঐ কার্য্য সম্পাদন না হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার হানি হইয়া থাকে, তবে আনন্দের স্থানে সেই হানির পূরণ পাইতে পারিবেন।

পরস্পর অঙ্গীকারঘটিত চুক্তিতে যে অঙ্গীকার প্রথমে নিষ্পাদন করা কর্ত্তব্য, তাহার ত্রুটির ফলের কথা।

৫৪ ধারা। উভয় পক্ষের পরস্পর অঙ্গীকার লইয়া চুক্তি হইলে ও তন্মধ্যে এক অঙ্গীকার মত কার্য্য নিষ্পাদন না হইলে অন্য অঙ্গীকারমত কার্য্য নিষ্পাদন হইতে পারিবে না, বা তাহার নিষ্পাদন হইবার দাওয়া হইতে পারিবে না। এমন স্থলে যদি শেষোক্ত অঙ্গীকারকারী ব্যক্তি আপনার অঙ্গীকৃত কর্ম্ম সম্পাদন না করেন, তবে তিনি অন্যের অঙ্গীকার পূরণ হইবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, এবং চুক্তিমত কার্য্য না হওয়াতে অন্য পক্ষের হানি হইলে, তাঁহার সেই হানি পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মাল যোগাইয়া দিয়া সেই মাল কলিকাতা হইতে মরীচ উপদ্বীপে লইয়া যাইবার জন্যে বলরামের জাহাজ ভাড়া করিয়া লন, বলরাম সেই মাল লইয়া যাইবার মূল্য পান পরে আনন্দ জাহাজে দিবার জন্যে মাল যোগাইয়া দিলেন না। এমন স্থলে আনন্দ বলরামের অঙ্গীকার পূরণ হইবার দাওয়া করিতে পারেন না এবং চুক্তিমতে কার্য্য না করাতে বলরামের যে হানি হয়, আনন্দের সেই হানি পূরণ করিতে হইবে।

(খ) আনন্দ বলরামের সঙ্গে নির্দ্ধারিত মূল্যে গৃহ নির্ম্মাণের কোন কর্ম্ম করিতে চুক্তি করেন, উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত যত ভাড়া ও কড়ি কাষ্ঠের আবশ্যক বলরাম তাহা দিবেন। কিন্তু বলরাম ভাড়া কি কড়িকাষ্ঠ দিতে স্বীকার করিলেন না, সুতরাং কর্ম্ম নিষ্পাদন করা যায় নাই। আনন্দের সেই কর্ম্ম নিষ্পাদন করা আবশ্যক নাই ও চুক্তিমতে কার্য্য না হওয়াতে আনন্দের ক্ষতি হইলে বলরাম তাঁহার সেই ক্ষতি পূরণ করিতে আবদ্ধ আছেন।

(গ) কোন এক জাহাজের এক মাসের মধ্যে পঁহুছিবার সম্ভাবনা নাই। সেই জাহাজে কএক প্রকারের বাণিজ্য দ্রব্য আনা যাইবে। আনন্দ নির্দ্ধারিত মূল্যে বলরামকে সেই দ্রব্য দিবার অঙ্গীকার করেন ও বলরাম চুক্তির তারিখ অবধি সপ্তাহের মধ্যে ঐ বাণিজ্যদ্রব্যের

মূল্য দিবার অঙ্গীকার করেন। বলরাম সপ্তাহের মধ্যে টাকা দিলেন না। আনন্দের সেই দ্রব্য দিবার অঙ্গীকার পালন করিবার আবশ্যক নাই ও তাঁহার হানি হইলে বলরামের সেই হানি পূরণ করিতে হইবে।

(ঘ) আনন্দ বলরামের নিকট একশত বস্তা বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কল্য তাহা আনাইয়া দিবার অঙ্গীকার করেন। বলরাম মাসের মধ্যে তাহার মূল্য দিতে অঙ্গীকার করেন। আনন্দ আপন অঙ্গীকারমতে দ্রব্য আনিয়া দিলেন না, অতএব বলরামের টাকা দিবার অঙ্গীকার পালন করিবার আবশ্যক নাই ও তাঁহার হানি হইলে আনন্দের সেই হানি পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

সময়বিশেষে কার্য্যবিশেষ করিবার চুক্তি হইলে, সেই সময়ে কার্য্যের ত্রুটি হইবার ফলের কথা।

৫৫ ধারা। চুক্তির এক পক্ষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কি তৎপূর্ব্বে কোন কার্য্য করিতে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সময়ে কোন কোন কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিলে, যদি সেই সেই সময়ে ঐ কার্য্য না করা যায়, তবে সময় ঐ চুক্তির সারাংশের মধ্যে ধরিতে উভয় পক্ষের অভিপ্রায় থাকিলে অঙ্গীকার গ্রহীতার ইচ্ছামতে সেই চুক্তি কিম্বা তাহার যে অংশ পালন করিতে ত্রুটি হইল, সেই অংশ অসিদ্ধ হইতে পারিবে।

সময় ঐ চুক্তির সারাংশস্বরূপ না হইলে ঐ কার্য্য সম্পাদন না হওয়ার ফলের কথা।

ঐ চুক্তির সারাংশের মধ্যে যদি উভয় পক্ষের সময় ধরিবার অভিপ্রায় না থাকে, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কি তৎপূর্ব্বে ঐ কার্য্য করিবার ত্রুটি হইলেও চুক্তি অসিদ্ধ হয় না। কিন্তু যদি ঐ ত্রুটির দ্বারা অঙ্গীকার গ্রহীতার হানি হইয়া থাকে, তবে অঙ্গীকারকারীর স্থানে তাঁহার হানিপূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে।

নির্দ্ধারিত সময় ভিন্ন অন্য সময়ে কার্য্যসাধন গ্রাহ্য হইলে, তাহার ফলের কথা।

যে সময়ে কার্য্য সম্পাদন করিবার ঐক্যবাক্য হয়, অঙ্গীকারকারী সেই সময়ে অঙ্গীকারমত কার্য্য করিবার ত্রুটি করাতে চুক্তি অসিদ্ধেয় হইলেও যদি অঙ্গীকারগ্রহীতা ঐ করারের নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ঐ অঙ্গীকারমত কার্য্য গ্রহণ করেন, তবে নির্দ্ধারিত সময়ে সেই কর্ম্ম না হওয়া প্রযুক্ত, আমার যে হানি হইয়াছে, সেই হানি পূরণের দাওয়া করিবার মনস্থ আছে, তিনি অঙ্গীকারমত কার্য্য গ্রহণকালে ইহা না জানাইলে ঐ হানিপূরণের দাওয়া করিতে পারিবেন না।

অসাধ্য কর্ম্ম করিবার করার অসিদ্ধ হওয়ার কথা।

৫৬ ধারা। যে কর্ম্ম অসাধ্য, তাহা করিবার করার স্বতই অসিদ্ধ হয়।

অসাধ্য কর্ম্ম কিম্বা পশ্চাৎ যাহা অসাধ্য কি অবৈধ হয়, এমত কর্ম্ম করিবার চুক্তি যে সময়ে অসিদ্ধ হয়, তাহার কথা।

কোন কার্য্য করিবার চুক্তি করা গেলে পর, যদি সেই কর্ম্ম অসাধ্য হইয়া উঠে, কিম্বা অঙ্গীকারকারী যে ঘটনা নিবারণ করিতে পারিলেন না, যদি এমত কোন ঘটনা প্রযুক্ত তাহা অবৈধ হয়, তবে কার্য্য যে সময়ে অসাধ্য কি অবৈধ হয়, সেই সময়েই অসিদ্ধ।

যে কর্ম্ম অসাধ্য কি অবৈধ বলিয়া জানা আছে, তাহা সম্পাদন না হওয়াতে হানিপূরণের কথা।

কোন ব্যক্তি যে কার্য্য অসাধ্য কি অবৈধ জানেন, কিম্বা উপযুক্ত যত্ন করিলে জানিতে পারিতেন, এমত কার্য্য করিতে চুক্তি করিলে এবং চুক্তির অন্য পক্ষ সেই কার্য্য অসাধ্য কি অবৈধ বলিয়া না জানিলে অঙ্গীকারকারীর সেই অঙ্গীকারমতে কার্য্য না হওয়া প্রযুক্ত, যদি অন্য পক্ষের হানি হয়, তবে তাঁহার সেই হানিপূরণ করিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ইন্দ্রজাল বিদ্যাবলে ধন বাহির করিয়া দিব বলিয়া বলরামের নিকট অঙ্গীকার করেন, সেই অঙ্গীকার অসিদ্ধ।

(খ) আনন্দ বামাকে বিবাহ করিতে চুক্তি করেন। বিবাহ করিবার নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে আনন্দ পাগল হইয়া যায়। সেই চুক্তি অসিদ্ধ হইল।

(গ) চন্দ্রমণি নামে আনন্দের এক স্ত্রী থাকাতে, তিনি বামাকে বিবাহ করিবার চুক্তি করেন, অথচ আনন্দ যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন, সেই ব্যবস্থামতে এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এই স্থলে বামার নিকট সেই অঙ্গীকারমতে কার্য্য না করাতে বামার যে হানি হয়, আনন্দের সেই হানিপূরণ করিতে হইবে।

(ঘ) আনন্দ ভিন্নদেশীয় কোন বন্দরে বলরামের নিমিত্ত মাল লইবার চুক্তি করেন। ঐ বন্দর যে দেশগত আছে, সেই দেশের সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধ প্রকাশ হইলেই সেই চুক্তি অসিদ্ধ হয়।

(ঙ) বলরাম আনন্দকে অগ্রিম টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলে, আনন্দ ছয় মাস পর্য্যন্ত তাঁহার নাট্যশালায় ক্রীড়া করিবার চুক্তি করেন। আনন্দ অনেকবার পীড়াপ্রযুক্ত ক্রীড়া করিতে পারিলেন না। সেই সেই সময়ে তাহার ক্রীড়া করিবার চুক্তি অসিদ্ধ হয়।

বৈধ কোন কোন কর্ম্ম ও অবৈধ কোন কোন কর্ম্ম করিবার অঙ্গীকার হইলে বৈধ কর্ম্মের অঙ্গীকার চুক্তি ও অবৈধ কর্ম্মের অঙ্গীকার অসিদ্ধ হওয়ার কথা।

৫৭ ধারা। যে কর্ম্ম বৈধ হয়, প্রথমে তাহা করিতে ও অন্য যে কর্ম্ম অবৈধ নির্দ্দিষ্ট গতিকে যদি সেই কর্ম্ম করিতে কোন ব্যক্তিদের পরস্পর অঙ্গীকার হইয়া থাকে, তবে প্রথমোক্ত অঙ্গীকার চুক্তি হয়, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত অঙ্গীকার অসিদ্ধ।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিকট ১০,০০০ টাকায় এক ঘর বিক্রয় করিবেন, কিন্তু বলরাম জুয়াখেলার ঘরস্বরূপ ঐ ঘরের ব্যবহার করিলে, তাহার ৫০,০০০ টাকা দিতে হইবে, এই করার করেন।

প্রথমে পরস্পর যে অঙ্গীকার করা যায়, অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা পাইলে ঘর বিক্রয় করিবার যে অঙ্গীকার হয়, তাহা চুক্তি।

দ্বিতীয়স্থলে যে অঙ্গীকার হয় অর্থাৎ বলরাম জুয়াখেলার ঘরস্বরূপ ঐ ঘর ব্যবহার করিতে পারেন, অবৈধ উদ্দেশ্যযুক্ত এই অঙ্গীকার অসিদ্ধ।

পরস্পর অনুকল্পমতে যে অঙ্গীকার হয় তাহার মধ্যে একাংশ অবৈধ হইলে, যে
অংশ বৈধ, কেবল তাহা প্রবল করিতে পারিবার কথা।

৫৮ ধারা। অনুকল্পমতে অঙ্গীকার হইলেও তাহার একাংশ বৈধ ও অন্য অংশ অবৈধ হইলে যে অংশটী বৈধ হয়, কেবল তাহাই প্রবল করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ ও বলরামের মধ্যে পরস্পর এই করার হয় যে, আনন্দ বলরামকে ১০০০ টাকা দিলে বলরাম তাঁহাকে পশ্চাৎ চাউল কিম্বা মাশুল চোরা আফীন দিবে।

চাউল দিবার যে করার তাহা সিদ্ধ।

আফীন দিবার করার অসিদ্ধ।

## ঋণশোধার্থ টাকা প্রয়োগের বিধি।

যে ঋণশোধ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইলে টাকা প্রয়োগ করিবার কথা।

৫৯ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অন্যের ভিন্ন ভিন্ন ঋণ ধারেন ও তন্মধ্যে এক ঋণশোধের টাকা দিয়া সেই টাকাতে ঐ ঋণশোধ হইবার স্পষ্ট কথা কহেন, কিম্বা ভাবগতিক বিবেচনায় তাঁহার সেই অভিপ্রায় বোধ হয়, তবে ঐ টাকা গ্রাহ্য করা গেলে সেই ঋণশোধে প্রয়োগ হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নানা কারণে বলরামের নিকট ঋণী আছেন। তন্মধ্যে খতের ১০০০ টাকা জুন মাসের ১ তারিখে দেনা হইবে। কিন্তু বলরামের নিকটে তাহার ১০০০ টাকার অন্য ঋণ নাই। জুন মাসের ১ তারিখে আনন্দ তাঁহাকে ১০০০ টাকা দেন। ঐ টাকা ঐ খতের শোধে প্রয়োগ করিতে হইবে।

(খ) আনন্দ বলরামের অনেক প্রকার ঋণ ধারেন, তন্মধ্যে ৫৬৭ টাকার এক ঋণ। বলরাম আনন্দের নামে পত্র লিখিয়া ঐ টাকা দিতে বলেন, তাহাতে আনন্দ ৫৬৭ টাকা পাঠাইলেন। বলরাম যে ঋণ পরিশোধ করিবার আদেশ করিলেন, উক্ত টাকা সেই ঋণশোধে প্রয়োগ হইবে।

বিশেষ যে ঋণ শোধ করিতে হইবে ইহা নির্দ্দিষ্ট না হইলে টাকা প্রয়োগ
করিবার কথা।

৬০ ধারা। ঋণী টাকা দিয়া কোন ঋণের পরিশোধে তাহা প্রয়োগ হইবে, ইহা জ্ঞাত না করিলে এবং যাহাতে তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুরোধ হয়, এমত কোন ভাবগতিক না থাকিলে উত্তমর্ণ স্বীয় বিবেচনামতে আপনার প্রাপ্য ও ঋণীর দাতব্য বৈধ কোন ঋণপরিশোধে ঐ টাকা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ বিষয়ক যে আইন তৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনমতে ঐ টাকা পাইবার বাধা হইলে বা না হইলেও প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

কোন পক্ষ ঋণের পরিশোধে টাকা প্রয়োগ না করিলে, ঐ টাকা প্রয়োগের কথা।

৬১ ধারা। যে ঋণের পরিশোধে টাকা প্রয়োগ করিতে হইবে, যদি উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ ইহা নির্দ্দেশ না করেন, তবে মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ বিষয়ক আইনমতে তাহা আদায়

হইতে পারিলে বা না পারিলেও যে সময়ে যে ঋণ হইল, তদনুসারে একাধিক্রমে ঐ ঐ ঋণ পরিশোধে ঐ টাকা প্রয়োগ হইবে। যদি সকল ঋণ সমকালীন হয়, তবে নানা ঋণের পরিশোধে ঐ টাকা অংশাংশমতে প্রয়োগ হইবে।

## যে চুক্তি সাধন করিবার প্রয়োজন নাই, তাহার বিধি।

### চুক্তি পরিবর্তন বা মতান্তর করা গেলে, তাহা সাধন করা অপ্রয়োজন হওয়ার কথা।

৬২ ধারা। কোন চুক্তির উভয়পক্ষ যদি একবাক্য হইয়া সেই চুক্তির পরিবর্তে নূতন চুক্তি করেন, কিম্বা সেই চুক্তি রহিত কি পরিবর্তন করেন, তবে প্রথম চুক্তিমতে কার্য্য হইবার প্রয়োজন নাই।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চুক্তিক্রমে বলরামের টাকা ধারেন। পরে বলরাম আনন্দকে ঋণী জ্ঞান না করিয়া চন্দ্রকে ঋণী জ্ঞান করিবেন, আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র এই তিন জনের মধ্যে এমন নিয়ম হইল। এমন স্থলে বলরামের নিকট আনন্দের পুরাতন ঋণ রহিত হইয়াছে এবং বলরামের নিকট চন্দ্রের নূতন ঋণ হইয়াছে।

(খ) আনন্দ বলরামের ১০,০০০ টাকা ধারেন। পরে তাঁহার সঙ্গে করার করিয়া ঐ ১০,০০০ টাকা ঋণের পরিবর্তে তাঁহাকে ৫০০০ টাকার নিমিত্ত আপন মহাল বন্ধক দেন। এই নূতন চুক্তির দ্বারা পুরাতন চুক্তির লোপ হইল।

(গ) আনন্দ চুক্তিক্রমে বলরামের ১০০০ টাকা ধারেন। বলরামও চন্দ্রের ১০০০ টাকা ধারেন। বলরাম আনন্দকে কহেন যে তোমার খাতায় চন্দ্রের নামে ১০০০ টাকা জমা করিয়া লেখ। চন্দ্র তাহাতে সম্মত হন না। এমন স্থলে চন্দ্রের নিকট বলরামের ১০০০ টাকা ঋণ থাকে, নূতন চুক্তি হয় নাই।

### অঙ্গীকারমতে কার্য্য ছাড়িয়া দিতে বা ক্ষমা করিতে, অঙ্গীকারগ্রহীতার ক্ষমার কথা।

৬৩ ধারা। অঙ্গীকারগ্রহীতার নিকটে যে অঙ্গীকার করা যায়, তিনি তদনুযায়ী কার্য্যের সমুদয় কি একাংশ ত্যাগ করিতে বা ক্ষমা করিতে পারিবেন বা তাহা করিবার সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বা তৎপরিবর্তে যে প্রাপ্তব্যতোষিক চাহেন, তাহা লইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিমিত্ত চিত্রপট করিতে অঙ্গীকার করেন। পরে বলরাম তাহা করিতে বারণ করেন। আনন্দ সেই অঙ্গীকারমতে কার্য্য করিতে আর বদ্ধ হন না।

(খ) আনন্দ বলরামের ৫০০০ টাকা ধারেন। সেই ৫০০০ টাকা যে সময়ে ও যে স্থানে দেনা ছিল, আনন্দ সেই সমুদয় টাকার পরিবর্তে সেই সময়ে ও স্থানে বলরামকে ২০০০ টাকা দেন ও বলরাম তাহা গ্রাহ্য করিলেন। তাহা হইলে সমুদয় ঋণ শোধ হইল।

(গ) আনন্দ বলরামের ৫০০০ টাকা ধারেন। আনন্দের উপর তাঁহার সেই দাওয়াব পরিশোধার্থ চন্দ্র বলরামকে ১০০০ টাকা দেন, বলরামও তাহা গ্রাহ্য করিলেন। ইহাতে সম্পূর্ণ দাওয়ার শোধ হইল।

(ঘ) আনন্দ কোন চুক্তিক্রমে বলরামের কয়েক টাকা ধারেন, কিন্তু কত টাকা তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। আনন্দ ঐ টাকা নির্ণয় না করিয়া ঐ ঋণের পরিশোধে বলরামকে ২০০০ টাকা দিলে বলরাম তাহা গ্রাহ্য করেন। যত টাকার ঋণ হউক, এই ব্যাপারে ঐ ঋণ শোধ হইল।

(ঙ) আনন্দ বলরামের ২০০০ টাকা ও অন্য অন্য মহাজনের কয়েক টাকা ধারেন। আনন্দ মহাজনদের সঙ্গে তাঁহাদের দাওয়ার পরিশোধার্থে টাকা প্রতি ।।০ আট আনা হিসাবে দিবার করার করেন সেই মহাজনদের মধ্যে বলরামকেও ধরিলেন। বলরামকে ১০০০ টাকা দিলে তাঁহার দাওয়ার পরিশোধ হইল।

অসিদ্ধের চুক্তি রহিত করিবার ফলের কথা।

৬৪ ধারা। যে ব্যক্তির স্বেচ্ছামতে চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারে, তিনি যদি তাহা রহিত করেন, তবে ঐ চুক্তির অন্য পক্ষ ঐ চুক্তিঘটিত যে কার্য্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন তাঁহার উক্ত কোন কার্য্য করিবার আবশ্যক নাই। যে পক্ষ অসিদ্ধের চুক্তি রহিত করেন, তিনি যদি সেই চুক্তি দ্বারা ঐ চুক্তির অন্য পক্ষ হইতে কোন উপকার পাইয়া থাকেন, তবে যাহার স্থানে উপকার পাইবেন, তাঁহাকে সাধ্যমতে তাহা ফিরিয়া দিবেন।

যে করার অসিদ্ধ কিম্বা যে চুক্তি অসিদ্ধ হয় তদ্দ্বারা লভ্যপ্রাপ্ত
ব্যক্তির দায়ের কথা

৬৫ ধারা। করার অসিদ্ধ প্রকাশ হইলে কিম্বা চুক্তি অসিদ্ধ হইলে যে ব্যক্তি ঐ করার কি চুক্তি দ্বারা কোন লভ্য পাইয়াছেন, তিনি যাহার স্থানে লাভ পাইলেন তাঁহাকে সেই লাভ ফিরিয়া দিতে কিম্বা তাহার বিনিময় করিয়া দিতে আবদ্ধ আছেন।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম আনন্দের কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার করিলে আনন্দ বলরামকে ১০০০ টাকা দিলেন। ঐ অঙ্গীকার করণ সময়ে চন্দ্রমুখী মৃতা ছিল। ঐ করার অসিদ্ধ হইল, কিন্তু আনন্দকে বলরামের ১০০০ ফিরিয়া দিতে হইবে।

(খ) আনন্দ মে মাসের ১লা তারিখের পূর্ব্বে বলরামকে ১৫০ মণ চাউল দিবার চুক্তি করেন। সেই তারিখের পূর্ব্বে আনন্দ কেবল ১০০ মণ দিলেন তাহার পর আর দেন নাই। বলরাম মে মাসের ১লা তারিখের পর ঐ ১০০ মণ রাখিলেন, আনন্দকে বলরামের সেই চাউলের মূল্য দিতে হইবে।

(গ) বলরাম নাট্যশালার সম্পাদক। আনন্দ গায়ক আগামী দুই মাস পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহ দুই রাত্রি তাঁহার নাট্যশালায় গান করিবার চুক্তি করেন ও বলরাম তাঁহাকে উক্ত প্রতি রাত্রি ১০০ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করেন। ষষ্ঠ রাত্রিতে আনন্দ স্বেচ্ছামতে নাট্যশালায় যান নাই, এই প্রযুক্ত বলরাম ঐ চুক্তি অসিদ্ধ করিলেন। আনন্দ যে পাঁচ রাত্রি গান করিয়াছিলেন, বলরাম তাঁহাকে সেই পাঁচ রাত্রির টাকা দিতে আবদ্ধ আছেন।

(ঘ) আনন্দ ১০০০ টাকাতে বলরামের সঙ্গীতশালায় গান করিবার চুক্তি করিয়া সেই টাকা অগ্রিম পাইলেন। পীড়াপ্রযুক্ত আনন্দ গান করিতে পারিলেন না। গান করিতে পারিলে বলরামের যত লাভ হইত, আনন্দ তাহার সেই লাভ পূরণ করিয়া দিতে আবদ্ধ নহেন, কিন্তু যে ১০০০ টাকা অগ্রিম পাইয়াছিলেন তাহা তাহার ফিরিয়া দিতে হইবে।

অসিদ্ধের চুক্তি রহিত হইবার কিম্বা পুনঃপ্রবল রাখিবার কথা জানাইবার নিয়মের কথা।

৬৬ ধারা। প্রস্তাব যেরূপে জ্ঞাত করা বা অন্যথা করা যায় ও প্রস্তাব জ্ঞাত করিবার কি অন্যথা করিবার যে বিধি আছে, অসিদ্ধের চুক্তি রহিত হইবার বা তাহা পুনঃ প্রবল করিবার কথা সেই প্রকারে জ্ঞাত করা যাইতে পারিবে ও তাহার প্রতি সেই বিধি খাটিবে।

যুক্তিমতে অঙ্গীকারকারীর কার্য্যসাধনের সুবিধা করণার্থে অঙ্গীকারগ্রহীতার ত্রুটি হইলে, তাহার ফলের কথা।

৬৭ ধারা। অঙ্গীকারকারী যাহাতে আপনার অঙ্গীকার মতে কার্য্য করিতে পারেন, অঙ্গীকারগ্রহীতার যুক্তিমতে তাঁহার এমত সুবিধা করিতে শৈথিল্য কি অস্বীকার করিলে, তৎপ্রযুক্ত যদি কার্য্য সাধন না হয়, তবে অঙ্গীকারকারীর সেই বিষয়ে ক্ষমা হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের সহিত তাহার ঘর মেরামত করিবার চুক্তি করেন।

ঘরের যে যে স্থান মেরামত করা আবশ্যক, বলরাম তাহা দেখাইতে শৈথিল্য কি অস্বীকার করেন।

যদি সেই শৈথিল্য কি অস্বীকারপ্রযুক্ত ঐ চুক্তিমতে কার্য্য সাধন না হয়, তবে আনন্দের ক্ষমা হইতে পারিবে।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

### চুক্তিদ্বারা যে দায় উৎপন্ন হয়, তদনুরূপ কোন দায়ের বিধি।

চুক্তি করিবার অক্ষম ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেওয়া গেলে, তজ্জন্যে দাবীর কথা।

৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তি চুক্তিকরণাক্ষম হইলে, যদি অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কিম্বা তিনি যাহার ভরণপোষণ করিতে আবদ্ধ আছেন, তাঁহাকে, স্বীয় অবস্থার উপযুক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেন, তবে যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য দিলেন, সেই অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে তাঁহার সেই দ্রব্যের মূল্য পাইবার অধিকার আছে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম ক্ষিপ্তমনা আছেন, আনন্দ তাঁহার উপযুক্ত নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইয়া দেন। বলরামের সম্পত্তি হইতে আনন্দের সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার অধিকার আছে।

(খ) আনন্দের বলরাম নামক ক্ষিপ্তব্যক্তির পুত্রকলত্রাদির অবস্থার উপযুক্ত নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেন। বলরামের সম্পত্তি হইতে আনন্দের সেই দ্রব্যের মূল্য ফিরিয়া পাইবার

কোন ব্যক্তির ঋণশোধে অন্য ব্যক্তির স্বার্থ থাকাতে তিনি সেই
টাকা দিলে তাঁহার ঐ টাকা ফিরিয়া
পাইবার কথা।

৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তির আইনমতে টাকা দিতে আবদ্ধ হইলে এবং সেই টাকার পরিশোধে অন্য যে ব্যক্তি স্বার্থ থাকে, তিনি সেই টাকা দিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির স্থানে তাহার সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার অধিকার আছে।

উদাহরণ।

বলরাম বঙ্গদেশে আনন্দ নামক জমিদারের স্থানে পাট্টা পাইয়া ভূমি ভোগ করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের নিকট আনন্দের রাজস্ব বাকী পড়িলে সে ভূমি বিক্রয় হইবার ইস্তাহার হইল। রাজস্বসংক্রান্ত আইনানুসারে সেই ভূমি বিক্রয় হইলে, বলরামের পাট্টা রহিত হইবে। সেই ভূমি বিক্রয় নিবারণ ও আপনার পাট্টা রক্ষা করিবার জন্য বলরাম গবর্ণমেণ্টকে আনন্দের বাকী রাজস্ব দেন। বলরাম যত টাকা দিলেন, আনন্দের তাঁহাকে তত টাকা ফিরিয়া দিতে হইবে

যে ক্রিয়া অবৈতনিক নয়, কোন ব্যক্তি তজ্জন্য লাভ প্রাপ্ত
হইলে, তাঁহার দায়ের কথা।

৭০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি বৈধমতে অন্যের নিমিত্তে কর্ম্ম করে, কিম্বা অন্যকে কিছু দেন, কিন্তু বিনামূল্যে তাহা করিতে মনস্থ করেন না এবং যদি ঐ অন্য ব্যক্তি তজ্জন্য লাভ প্রাপ্ত হন, তবে যে ক্রিয়া করা গেল, কি যে বস্তু দত্ত হইল, শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে তাহা ফিরিয়া দিতে, কি তাহার মূল্য দিতে, আবদ্ধ আছেন।

উদাহরণ।

*(ক) আনন্দ নামক মহাজন ভুলক্রমে বলরামের ঘরে কতক দ্রব্য রাখিয়া গেলেন। বলরাম* আপন দ্রব্যের ন্যায় তদ্বিষয়ের ব্যবহার করিলেন। তিনি আনন্দকে তাহার মূল্য দিতে আবদ্ধ আছেন।

(খ) বলরামের সম্পত্তি অগ্নিদ্বারা নষ্ট না হইতে হইতে আনন্দ তাহা রক্ষা করিলেন। বিষয় দৃষ্টে আনন্দ পারিশ্রমিক পাইবার আশায় সেই কার্য্য করেন নাই, ইহা দৃষ্ট হইলে বলরামের স্থানে আনন্দের পারিতোষিক পাইবার অধিকার নাই।

দ্রব্য প্রাপকের দায়ের কথা।

৭১ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অন্যের দ্রব্য কুড়িয়া পাইয়া আপনার জিম্মায় রাখেন, তবে নিক্ষেপধারীর মত তাঁহার দায় হয়।

যাহাকে ভুলক্রমে কিম্বা বলদ্বারা টাকা দেওয়া যায়,
তাঁহার দায়ের কথা।

৭২ ধারা। ভুলক্রমে কিম্বা বলপূর্ব্বক যে ব্যক্তিকে টাকা কিম্বা কোন দ্রব্য দেওয়া যায়, তাঁহার সেই টাকা কি সেই দ্রব্য ফিরিয়া দিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম একত্রে চন্দ্রের ১০০৲ টাকা ধারেন। আনন্দ একা চন্দ্রকে ঐ

টাকা দিলেন। বলরাম তাহা না জানিয়া চন্দ্রকে পুনশ্চ সেই টাকা দিলেন। বলরামকে চন্দ্রের সেই টাকা ফিরিয়া দিতে হইবে।

(খ) রেলওয়ে কোম্পানি কোন ব্যক্তির নিমিত্তে মাল আনিয়া অবিধিমতে মাল বহিবার অধিক খরচ চাহিয়া সেই খরচ না পাওন পর্য্যন্ত ঐ মাল ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করেন না। কনসাইনী সেই মাল পাইবার নিমিত্ত ঐ খরচ দিলেন। ঐ খরচের যে অংশ অবিধিমতে অতিরিক্ত ছিল, কনসাইনীর সেই অংশ ফিরিয়া পাইবার অধিকার আছে।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## চুক্তি ভঙ্গকরণের ফলের বিধি।

### চুক্তি ভঙ্গ হওয়াতে ক্ষতি কি হানি হইলে সেই ক্ষতিপূরণের কথা।

৭৩ ধারা। চুক্তিভঙ্গ হইলে সেই চুক্তি ভঙ্গদ্বারা যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, ঐ চুক্তিভঙ্গদ্বারা স্বভাবতঃ কার্য্যকরণ ভাবে তাঁহার যে ক্ষতি কি হানি হয় কিম্বা ঐ চুক্তিকরণ সময়ে উভয় পক্ষ ঐ চুক্তি ভঙ্গ হইলে তাঁহার যে ক্ষতি কি হানি হওয়ার সম্ভাবনা জানিলে চুক্তিভঙ্গকারীর স্থানে তাঁহার সেই হানির কি ক্ষতির প্রতিকার পাইবার অধিকার আছে।

ঐ চুক্তিভঙ্গ দ্বারা গৌণে কি অস্পষ্ট যে হানি কি ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতির পূরণ পাওয়া যাইবে না।

### চুক্তিদ্বারা যে দায় হয়, তদনুরূপ দায় শোধের ত্রুটি হইলে ক্ষতিপূরণ পাইবার কথা।

চুক্তিদ্বারা যদ্রূপ দায় হয়, তদনুরূপ দায় ঘটিলে যদি তদনুযায়ী কার্য্য করা না যায়, তবে ত্রুটিকারী ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার চুক্তি করিয়া সেই চুক্তি ভঙ্গ করিলে যে ব্যক্তির হানি হয়, তাহার যদ্রূপ হানিপূরণ পাইবার অধিকার থাকে, পূর্ব্বোক্ত দায়ঘটিত কার্য্য হইবার ত্রুটি হওয়াতে যে ব্যক্তির হানি হয়, তাহারও তদ্রূপে হানিপূরণ পাইবার অধিকার আছে।

ব্যাখ্যা।—চুক্তিভঙ্গদ্বারা যে ক্ষতি কি হানি হয়, তাহার নিরূপণ করিতে হইলে চুক্তিমতে কার্য্য না করণ দ্বারা যে ক্লেশ হয়, তৎপ্রতিকারের যে উপায় বর্ত্তমান ছিল, তাহাও বিবেচনীয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট অবধারিত মূল্যে ৫০ মণ শোরা বিক্রয় করিবার এবং শোরা দিলেই মূল্য পাইবার চুক্তি করেন। আনন্দ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন। এমন স্থলে শোরা দিবার যে সময়ের নিয়ম হইয়াছিল, সেই সময়ে বলরাম সেই প্রকারের ৫০ মণ শোরা যে মূল্যে পাইতে পারিতেন, চুক্তির নির্দ্দিষ্ট মূল্য কম হইলে, ঐ দুই মূল্যের যত টাকা বিশেষ হয়, বলরাম আনন্দের স্থানে ক্ষতিপূরণস্বরূপে তত টাকা পাইতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ এই নিয়মে বলরামের জাহাজ ভাড়া করেন যে, জাহাজ বোম্বাইয়ে গেলে আনন্দ যে মাল আনাইবেন, তাহা জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখে জাহাজ বোঝাই করিয়া কলিকাতায় আনা যাইবে। দ্রব্য বিক্রয় হইলে জাহাজের ভাড়া দেওয়া যাইবে। পরে

বলরামের জাহাজ বোম্বাইয়ে গেল না, কিন্তু আনন্দ যে নিয়মানুসারে ঐ জাহাজের ভাড়া করিয়াছিলেন, তত্তুল্য লভ্যজনক অন্য উপায়ে মাল পাইবার সুযোগ পাইলেন। আনন্দ সেই সুযোগমতে মাল পাঠাইলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অনেক ক্লেশ ও খরচ হইয়াছে। আনন্দ বলরামের স্থানে সেই খরচ ও ক্লেশ জন্য ক্ষতিপূরণ পাইতে পারিবেন।

(গ) আনন্দ বলরামের স্থানে অবধারিত মূল্যে ৫০ মণ চাউল ক্রয় করিতে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু সেই চাউল আনিয়া দিবার দিন ধার্য্য হইল না। পরে আনন্দ বলরামকে কহেন যে, তুমি চাউল আনিলেও তাহা লইব না, সেই অঙ্গীকার করণ সময়ে বলরাম যে মূল্যে ঐ চাউল বিক্রয় করিতে পারিতেন, যদি চুক্তিতে তাহার অধিক মূল্য ধরা গিয়া থাকে, তবে আনন্দের স্থানে বলরাম ঐ অধিকাংশ ক্ষতিপূরণস্বরূপ পাইতে পারিবেন।

(ঘ) আনন্দ ৬০০০০ টাকা দিয়া বলরামের জাহাজ ক্রয় করিবার চুক্তি করেন, কিন্তু পরে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন। সেই অঙ্গীকার করণ সময়ে বলরাম জাহাজের নিমিত্তে যত টাকা পাইতে পারেন, যদি চুক্তির নির্দ্দিষ্ট মূল্য তাহার অধিক হয়, তবে বলরামের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আনন্দের সেই অধিকাংশ দিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ নামা একজন মাঝি বলরামের সঙ্গে চুক্তি করিয়া কহেন, আমি নৌকায় পাট বোঝাই করিয়া মিরজাপুরে বিক্রয় করিবার জন্য অমুক দিনে নৌকা খুলিয়া যাইব। অনিবার্য্য কোন কারণে সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে নৌকা খুলিলেন না, তাহাতে নৌকা চুক্তিমতে খুলিয়া গেলে যে সময়ে মিরজাপুরে পঁহুছিত, সেই সময়ে না গিয়া মিরজাপুরে মাল পঁহুছিবার বিলম্ব হইল। সেই তারিখের পর ঐ মাল পঁহুছিলে পাটের মূল্য কমিয়া গেল। এমন স্থলে নৌকা নিয়মিত সময়ে খুলিয়া গেলে যৎকালে পঁহুছিত, তৎকালে মিরজাপুরে ঐ মালের দর এবং নৌকা যে সময়ে পঁহুছিল, সেই সময়ে ঐ মালের বাজারদরের যত বিশেষ, বলরাম আনন্দের স্থানে তত টাকা ক্ষতিপূরণ পাইতে পারিবেন।

(চ) আনন্দ বলরামের ঘর বিশেষ প্রকারে সারাইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া টাকা আগাম পাইলেন। আনন্দ ঘর সারাইয়া দিলেন, কিন্তু চুক্তিমতে নয়। সেই চুক্তি অনুসারে ঘর সারাইতে যত খরচ লাগে, আনন্দের স্থানে বলরামের তত টাকা পাইবার অধিকার আছে।

(ছ) আনন্দ আগামী জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখ অবধি এক বৎসর পর্য্যন্ত অবধারিত মূল্যে বলরামকে আপনার জাহাজ-ভাড়া দিবার চুক্তি করিলেন। মাল চালান করিবার মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখে ঐ চুক্তির ভাড়া অপেক্ষা জাহাজের অধিক ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে। এহেতুক আনন্দ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন। এমন স্থলে জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখে যত ভাড়া দিয়া এক বৎসর মিয়াদে সেই প্রকারে জাহাজ পাওয়া যায় তাহার ও চুক্তির ভাড়ার যত বিশেষ, বলরামকে আনন্দের তত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(জ) আনন্দ নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বলরামকে কয়েক মণ লৌহ আনিয়া দিবার চুক্তি করিলেন, কিন্তু যে দরে লৌহ বিক্রয় করিয়া দিতে পারিতেন, সেই মূল্যে তাহার অধিক বলরাম সেই লৌহ গ্রহণ করিতে অন্যায়মতে অসম্মত হইবেন। আনন্দ যে দরে আনাইয়া দিতে পারিতেন, তাহার

ও চুক্তির নির্দ্দিষ্ট মূল্যের যত টাকা বিশেষ, আনন্দের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বলরামের তত টাকা দিতে হইবে।

(ঝ) বলরাম নামা একজন মুটিয়া আনন্দ তাহাকে একটী যন্ত্র দিয়া বলিলেন যে, এই যন্ত্র না থাকাতে আমার কল বন্ধ হইয়াছে, অতএব বিলম্ব না করিয়া কলঘরে এই যন্ত্রটী লইয়া যাও, বলরাম সেই কল সমর্পণ করিতে অযুক্তিমতে বিলম্ব করিল, গবর্ণমেণ্টের সহিত আনন্দের লভ্য জনক যে চুক্তি হইতে পারিত, ঐ বিলম্ব প্রযুক্ত তাহা হইল না। সেই যন্ত্র উপস্থিত করিতে যত কাল বিলম্ব হইয়াছিল, তত কাল সেই যন্ত্রের ব্যবহারে গড়ে যত টাকা লাভ হইত, বলরামের স্থানে আনন্দের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তত টাকা পাইবার অধিকার আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চুক্তি লইতে না পারাতে তাঁহার যত হানি হইল, তাহার তুল্য ক্ষতিপূরণ পাইতে পারিবেন না।

(ঞ) আনন্দ বলরামকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে টন প্রতি ১০০৲ টাকার হিসাবে ১০০ টন লৌহ দিবার চুক্তি করিলেন। পরে চন্দ্রের সহিত করার করিলেন যে, টন প্রতি ৮০ টাকা দরে তোমার স্থানে ১০০০ টন লৌহ লইব, বলরামের নিকট আমার যে চুক্তি হইয়াছে, তাহা পালন করিবার জন্যে তোমার স্থানে তাহা লইতে চাহি। চন্দ্র সেই চুক্তিমতে কর্ম্ম করিলেন না, এবং আনন্দ অন্য স্থানে লৌহ পাইতে না পারিয়া বলরামের নিকট আপনার চুক্তি ভঙ্গ করিলেন, তাহাতে বলরাম ঐ চুক্তি বর্জ্জিত করিলেন। এমত স্থলে আনন্দ বলরামের নিকট সেই চুক্তিমতে কর্ম্ম করিতে পারিলে ২০,০০০ টাকা লাভ করিতেন, আনন্দকে চন্দ্রের সেই টাকা দিতে হইবে।

(ট) আনন্দ নিরূপিত দিবসে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বলরামকে এক প্রকারের যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবার চুক্তি করিলেন। আনন্দ সেই নিরূপিত সময়ে যন্ত্র আনিয়া না দেওয়ায় তাঁহার অন্য যন্ত্র ক্রয় করিতে হইয়াছে। আরও আনন্দের সঙ্গে যে সময়ে ঐ চুক্তি করিয়াছিলেন, বলরাম সেই সময়ে, অন্য ব্যক্তির নিকটে কোন কর্ম্ম সাধনের চুক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু আনন্দকে তাহার কিছুই কহিলেন না। আনন্দের সেই চুক্তিমতে কার্য্য না হওয়াতে বলরামেরও সেই চুক্তিভঙ্গ হইয়া তাঁহার সেই অন্য ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছিল, এমন স্থলে চুক্তিমতে যন্ত্রের যে মূল্য নিরূপণ হইল, এবং বলরাম অন্য যন্ত্রের মূল্য দিয়াছেন, এই উভয়ের যত টাকা বিশেষ, বলরামকে আনন্দের তত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, কিন্তু বলরাম ক্ষতিপূরণস্বরূপ যাহা দিয়াছেন, আনন্দের তাহা ফিরিয়া দিতে হইবে না।

(ঠ) বলরাম জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখ অবধি চন্দ্রমোহনকে ঘর ভাড়া দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহা যেন দিতে পারেন, এই জন্য আনন্দ নামক কোন গৃহনির্ম্মাতা ঐ তারিখের মধ্যে তাহা নির্ম্মাণ করিয়া প্রস্তুত করিবার চুক্তি করিলেন। বলরামের ও চন্দ্রমোহনের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, আনন্দ তাহা জানিতে পারিলেন। আনন্দ ঐ ঘর এমন আলগা করিয়া বাঁধিলেন যে, জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখের পূর্ব্বে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহাতে বলরামের পুনশ্চ সেই ঘর প্রস্তুত করিতে হইল, সুতরাং চন্দ্রমোহনের স্থানে যে ভাড়া পাইতেন, সেই বিলম্বপ্রযুক্ত তাহাও পাইলেন না এবং চুক্তিভঙ্গপ্রযুক্ত চন্দ্রমোহনের ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছে। এমত স্থলে ঘর পুনরায় প্রস্তুত করিবার যত টাকা খরচ লাগে ও বলরাম যত ভাড়াতে

বঞ্চিত হইয়াছেন ও চন্দ্রমোহনের যত টাকা ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন, আনন্দের সেই সমস্ত টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(ড) কোন বাণিজ্যদ্রব্যের বিশেষ কোন গুণ দৃঢ়মতে প্রকাশ করিয়া আনন্দ বলরামকে সেই দ্রব্য বিক্রয় করেন, বলরামও আনন্দের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেইরূপ দৃঢ় কথা কহিয়া চন্দ্রমোহনকে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করেন। সেই দৃঢ় কথা অযথার্থ প্রকাশ হইলে, চন্দ্রমোহনের ক্ষতিপূরণার্থ বলরামের টাকা দিতে হইল। আনন্দের স্থানে বলরামের সেই টাকা পাইবার অধিকার আছে।

(ঢ) আনন্দ অবধারিত দিনে বলরামকে কয়েক টাকা দিবার চুক্তি করিলেন, কিন্তু সেই দিনে দিলেন না। সেই দিনে টাকা না পাওয়াতে বলরাম ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তাঁহার পূর্ব্ব স্বার্থ হইল। আনন্দ যে টাকা দিবার চুক্তি করিয়াছিলেন, বলরামকে তাহার সেই টাকা দিতে হইবে ও সেই টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত তাহার সুদও দিতে হইবে, তদ্ভিন্ন কিছু দিবার দায়ী নহেন।

(ণ) আনন্দ জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বলরামকে ৫০ মণ শোরা আনিয়া দিতে চুক্তি করিলেন। জানুয়ারী মাসের ১ তারিখে বাজারে শোরার যে ভাও ছিল, বলরাম সেই দিনের পূর্ব্বে চন্দ্রমোহনের নিকট কিছু অধিক মূল্যে ঐ শোরা বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন। আনন্দ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন। এমন স্থলে বলরামকে আনন্দের কত টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখে চন্দ্রমোহনকে শোরা বিক্রয় করিলে বলরামের কত লাভ হইত, তাহা ধরিতে হইবে না, বাজারে তাহার যে ভাও ছিল, তাহা ধরিতে হইবে।

(ত) আনন্দ বলরামের নিকট নিরূপিত দিনে ৫০০ বস্তা তুলা বিক্রয় করিয়া দিবার চুক্তি করিলেন। বলরাম যেরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আনন্দ ইহার কিছুমাত্র জানেন না। আনন্দ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন এবং তুলা না থাকাতে বলরামের কল বন্ধ করিতে হইল। কল বন্ধ হওয়াতে তাঁহার যে ক্ষতি হইল, আনন্দ সেই ক্ষতির জন্যে বলরামের নিকট দায়ী নহেন।

(থ) আনন্দ বিশেষ প্রকারের টুপি প্রস্তুত করিবার জন্যে বলরামকে এক প্রকারের কাপড় বিক্রয় করিয়া জানুয়ারী মাসের ১ তারিখে আনিয়া দিবার চুক্তি করিলেন। সেই সময়ে বাজারে সেই প্রকারের টুপির অত্যন্ত আমদানী হইয়া থাকে, অন্য সময়ে নয়। সেই নিরূপিত সময়ের অনেক দিন পরে আনন্দ ঐ কাপড় আনিয়া দিলেন, তখন ঐ টুপি প্রস্তুত করিবার সময় গত হইল। এমন স্থলে বলরাম চুক্তিমতে ঐ কাপড়ের যে মূল্য দিতেন, ও তাহা আনিয়া দিবার সময় বাজারে ঐ কাপড় যে মূল্যে বিক্রয় হইল, ইহার যত টাকা বিশেষ হয়, বলরাম আনন্দের স্থানে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তত টাকা পাইতে পারিবেন। কিন্তু টুপি প্রস্তুত হইলে তাঁহার যে লভ্য পাইবার আশা ছিল, তাহা এবং টুপি প্রস্তুত করিবার জন্যে অন্য যে সকল খরচ হইয়াছে, তাহাও পাইতে পারিবেন না।

(দ) আনন্দ জাহাজের স্বামী, তাঁহার জাহাজ কলিকাতা হইতে সিডনি নগরে যাইবার জন্যে জানুয়ারী মাসের ১ তারিখে যাত্রারম্ভ করিবে। তিনি সেই জাহাজে বলরামকে লইয়া

যাইবার চুক্তি করিলে বলরাম তাঁহার নিকট পথ খরচের অর্দ্ধেক টাকা গচ্ছিত করিয়া দিলেন। জাহাজ সেই তারিখে যাত্রারম্ভ করিল না। তৎপ্রযুক্ত বলরামের অধিককাল কলিকাতায় থাকিতে হইল, তাহাতে তাঁহার অনেক খরচও হইল। এবং অন্য জাহাজের দ্বারা বিলম্বে পঁহুছনপ্রযুক্ত কতক টাকাতেও বঞ্চিত হইলেন, এমন স্থলে বলরাম যে টাকা গচ্ছিত করিয়াছিলেন, আনন্দের সুদ শুদ্ধ সেই টাকা এবং কলিকাতায় বলরামের থাকনকালে যে খরচ হইয়াছিল, সেই টাকা দিবার দায়ী। এবং প্রথমে জাহাজের যত টাকা ভাড়া দিবার করার করিয়াছিলেন শেষে তাহার অধিক দিতে হইলে, সেই অধিকাংশ আনন্দের দিতে হইবে। কিন্তু সিডনি নগরে বিলম্বে পঁহুছিবাতে তাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিবার দায় আনন্দের প্রতি বর্ত্তে না।

চুক্তিভঙ্গ হইলে হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা দিবার নিয়ম থাকিলে তাহা পাইবার অধিকারের কথা।

৭৪ ধারা। চুক্তিভঙ্গ হইলে এত টাকা দেওয়া যাইবে, চুক্তিপত্রে এই মর্ম্মের নিয়ম থাকিলে যদি সেই চুক্তি ভঙ্গ হয়, তবে যে পক্ষ ঐ চুক্তিভঙ্গ হওয়ার নালিশ করেন, সেই চুক্তিভঙ্গ দ্বারা তাঁহার হানির কি ক্ষতির প্রমাণ হইলে বা না হইলেও ঐ চুক্তিভঙ্গকারীর স্থানে তাহার উল্লিখিত টাকার অনধিক যুক্তিমত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকার আছে।

বর্জ্জিত কথা।—কোন ব্যক্তি ফেয়ালজামিনী পত্র কি মুচলকা কিম্বা সেই ভাবের অন্য পত্র লিখিয়া দিলে, কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কি স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের কোন আইনের কি আজ্ঞার বিধানমতে কোন রাজকীয় কর্ম্ম কিম্বা যে কর্ম্মে সাধারণের স্বার্থ থাকে, এমত কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে, যদি ঐ পত্রের নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে তিনি ঐ পত্রলিখিত সমস্ত টাকার দায়ী হন।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নিকট চুক্তি করিলেই যে রাজকীয় কর্ম্ম করিতে কিম্বা যে কর্ম্মে সাধারণের স্বার্থ থাকে, এমত কর্ম্মসম্পাদান করিতে আবশ্যক প্রতিজ্ঞা করেন, এমত নয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের সঙ্গে এই চুক্তি করেন যে, আমি অমুক দিবসে যদি তোমাকে ৫০০৲ টাকা না দি, তবে ১০০০৲ টাকা দিব। আনন্দ সেই দিনে ৫০০ টাকা দিবার ত্রুটি করেন, আদালত ১০০০ টাকার অনধিক যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, আনন্দের স্থানে বলরামের তত টাকা পাইবার অধিকার আছে।

(খ) আনন্দ কলিকাতার মধ্যে চিকিৎসকের কর্ম্ম পাইলে বলরামকে ৫০০০ টাকা দিবেন, আনন্দের ও বলরামের মধ্যে এই চুক্তি হইল। আনন্দ কলিকাতায় চিকিৎসকের কর্ম্ম করিলেন, আদালতে ৫০০০ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত জ্ঞান করেন, বলরামের তত টাকা পাইবার অধিকার আছে।

(গ) আনন্দ অমুক দিনে আদালতে উপস্থিত না হইলে ৫০০ টাকা দণ্ড দিবার মুচলিকা লিখিয়া দেন। আদালতে উপস্থিত না হইলে তিনি দণ্ডের সমুদয় টাকার দায়ী হন।

কোন পক্ষ ন্যায্যমতে চুক্তি রহিত করিলে, তাঁহার ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারের কথা।

৭৫ ধারা। যে পক্ষ ন্যায্যমতে চুক্তি রহিত করেন, চুক্তিমতে কার্য্য না হওয়াতে তাঁহার ক্ষতি হইলে, তিনি সেই ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হন।

উদাহরণ।

বলরাম নাট্যশালার সম্পাদক। আনন্দ গায়ক আগামী দুই মাস পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে দুই রাত্রি তাঁহার নাট্যশালায় গান করিবার চুক্তি করেন ও বলরাম তাঁহাকে গানের নিমিত্ত প্রতি রাত্রি ১০০ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করেন। ষষ্ঠ রাত্রিতে আনন্দ স্বেচ্ছামতে নাট্যশালায় যান নাই, তাহাতে বলরাম ঐ চুক্তি রহিত করিলেন। ঐ চুক্তিমতে কার্য্য না হওয়া প্রযুক্ত বলরামের যে ক্ষতি হয়, তদ্ধেতুক তাহার ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার অধিকার আছে।

---

# সপ্তম অধ্যায়।

## দ্রব্য বিক্রয় করিবার বিধি।

### বিক্রীত দ্রব্যের স্বামিত্ব যৎকালে হস্তান্তর হয়, তাহার বিধি।

দ্রব্য শব্দের অর্থ।

৭৬ ধারা। এই অধ্যায়ে দ্রব্য শব্দে অস্থাবর প্রত্যেক প্রকারের দ্রব্য বুঝাইবে ও গণ্য হইবে।

বিক্রয়ের অর্থ।

৭৭ ধারা। মূল্য লইয়া সম্পত্তি দেওয়াই বিক্রয় হয়। এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রীত দ্রব্যের স্বামিত্ব বিক্রেতা হইতে ক্রেতার প্রতি বর্ত্তে।

বিক্রয় যেরূপে হয়, তাহার কথা।

৭৮ ধারা। মূল্যের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ও নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের নিমিত্তে মূল্য দিবার প্রস্তাব করণ ও তাহা গ্রাহ্যকরণ দ্বারা,

ও তৎসঙ্গ মূল্যদান ও দ্রব্যদান কিংবা মূল্য দিবার প্রস্তাব কি মূল্যের কিয়দংশ কিম্বা বায়না কি দ্রব্যের কিয়দংশ দান দ্বারা অথবা মূল্য কিম্বা দ্রব্য কি ঐ উভয় বিলম্বে দেওয়া যাইবে, স্পষ্ট কি ভাবতঃ এমত চুক্তিদ্বারা বিক্রয় হয়।

যদি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করিবার চুক্তি থাকে, তবে সমুদয় মূল্য কিংবা মূল্যের একাংশ কিম্বা বায়না দেওয়া গেলে, কিংবা সমুদয় দ্রব্য কি দ্রব্যের একাংশ দেওয়া গেলে, ক্রেতার প্রতি ঐ বিক্রীত দ্রব্যের স্বামিত্ব বর্ত্তে।

ঐ মূল্য দেওয়া কি সম্পত্তি দেওয়া কি উভয় কার্য্য গৌণে হইবে, এই বিষয়ে উভয় পক্ষ স্পষ্ট কি ভাবতঃ একবাক্য হইলে, বিক্রয় করিবার প্রস্তাব যৎকালে গ্রাহ্য হয়, স্বামিত্ব তৎকালেই হস্তান্তর হয়।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম ৫০০ টাকা দিয়া আনন্দের ঘোড়া ক্রয় করিতে প্রস্তাব করিলেন। আনন্দ সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রতি ঘোড়া সমর্পণ করিয়া দেন, সমর্পণ করিলেই ঘোড়া বলরামের সম্পত্তি হয়।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট কয়েক দ্রব্য পাঠাইয়া কহেন, যদি আপনকার পছন্দ হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করিবেন, না হয় ফিরিয়া পাঠাইবেন। বলরাম সেই দ্রব্য রাখিয়া আনন্দকে কহেন যে, সেই দ্রব্য আমার পছন্দ হইয়াছে। বলরাম যৎকালে দ্রব্য রাখেন, তৎকালেই ঐ দ্রব্য তাঁহার হয়।

(গ) বলরাম আনন্দকে কহেন, আমি আপনকার ঘোড়ার জন্যে ১০০০ টাকা দিব। অমুক দিনে আমার নিকট ঘোড়া পাঠাইতে হইবে, আমি অন্য অমুক দিনে মূল্য দিব, আনন্দ সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলেই ঘোড়া বলরামের হয়।

(ঘ) বলরাম ঘোড়ার নিমিত্তে আনন্দকে এক মাস পরে ১০০০ টাকা দিতে প্রস্তাব করেন, আনন্দ সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন, প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলেই ঘোড়া বলরামের হয়।

(ঙ) বলরাম জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখে আনন্দকে কহেন, আপনকার এই সকল চাউলের নিমিত্তে আমি আগামী মার্চ্চ মাসের ১লা তারিখে ২০০০ টাকা দিব, টাকা না দিয়া চাউল লইয়া যাইব না। আনন্দ সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন। ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলেই চাউল বলরামের হয়।

বিক্রেতার যে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট কি প্রস্তুত কি সমাপ্ত করিতে বাকী থাকে
সেই দ্রব্যের স্বামিত্ব বর্ত্তিবার কথা।

৭৯ ধারা। যে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট কি প্রস্তুত কি সমাপ্ত হয় নাই, তাহা বিক্রয় করিবার চুক্তি হইলে, যৎকাল তাহা নির্দ্দিষ্ট কি প্রস্তুত কি সমাপ্ত না হয়, ততকাল সেই দ্রব্যের স্বামিত্ব ক্রেতার প্রতি বর্ত্তে না।

উদাহরণ।

আনন্দ নৌকা নির্ম্মাতা। বলরাম তাঁহাকে এক খান নৌকা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন, সেই নৌকার মূল্য কিস্তি করিয়া দিবার কথা হয় নাই। নৌকা যে সময়ে প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময়ে বলরাম নৌকার মূল্যের দরুণ সময়ে সময়ে কিছু কিছু দিতেন। নৌকা যতকাল প্রস্তুত না হয়, ততকাল বলরামের প্রতি তাহার স্বামিত্ব বর্ত্তে না।

দ্রব্য নিরূপিত অবস্থাপন্ন হইলে পর, ক্রেতার তাহা লইবার নিয়ম থাকিলে
বিক্রয় সিদ্ধ হওয়ার কথা।

৮০ ধারা। কোন দ্রব্য বিশেষ প্রকারে প্রস্তুত করা গেলে, ক্রেতা তাহা লইবেন ও তদ্রূপ প্রস্তুত করিবার জন্যে বিক্রেতার তাহা লইয়া কিছু করিতে হইবে। ঐ দ্রব্য বিক্রয়ের এই প্রকারের চুক্তি হইলে, যতকাল সেই কার্য্য না করা যায়, ততকাল বিক্রয় সিদ্ধ হয় না।

উদাহরণ।

আনন্দ জাহাজ-নির্ম্মাতা। তাহার গদিতে এক খান জাহাজ নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বলরামের

নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু প্রথমে জাহাজের গুণাদি রচনা করিয়া তাহা সমুদ্র যাত্রার উপযুক্ত করিতে হইবে। জাহাজ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া গেলে মূল্য পাওয়া যাইবে। সেই চুক্তিমতে জাহাজের গুণাদি রচনা হইয়া তাহা প্রস্তুত ও সমর্পিত না হওন পর্য্যন্ত ঐ জাহাজে বলরামের স্বামিত্ব হয় না।

মূল্য নিরূপণ করিবার জন্যে দ্রব্যেতে বিক্রেতার কিছু করিতে হইলে, ঐ দ্রব্যের বিক্রয় সিদ্ধ হইবার কথা।

৮১ ধারা। যদি মূল্য নিরূপণ করিবার জন্যে দ্রব্যেতে বিক্রেতার কিছু করিতে বাকী থাকে, তবে তাহা যতকাল না করা যায় ততকাল বিক্রয় সিদ্ধ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ টন প্রতি ১০০ টাকার হিসাবে বলরামকে এক কাঁড়ি ছাল বিক্রয় করিয়া তাহা ওজন করিয়া দিবার চুক্তি করিলেন। বলরাম তাহা লইয়া নিরূপিত দিনে মূল্য দিতে অঙ্গীকার করিলেন। তাহার একাংশ ওজন করিয়া বলরামকে দেওয়া গেল। চুক্তিমতে অবশিষ্ট অংশ ওজন না হইলে বলরামের প্রতি তাহার স্বামিত্ব বর্ত্তে না।

(খ) আনন্দ টন প্রতি নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বলরামকে এক ঢিবি মৃত্তিকা বিক্রয় করিতে চুক্তি করিলেন। চুক্তিমতে বলরাম আপন গাড়িতে মাটী বোঝাই করিয়া যে স্থানে মাটি থুইবে আনন্দের বাড়ী হইতে সেই স্থানে যাইবার পথে তৌল করিবার যন্ত্র আছে, বলরাম সেই যন্ত্রে গাড়ীর বোঝাই দ্রব্য তৌল করিবেন। এই স্থলে বিক্রেতার কিছু করিবার বাকী নাই। বিক্রয় সিদ্ধ হইল ও মৃত্তিকার স্বামিত্ব একেবারে অন্যের প্রতি বর্ত্তিল।

চুক্তি করিবার দিনে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট না হইলে, বিক্রয় সিদ্ধ হওয়ার কথা।

৮২ ধারা। যে সময়ে যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার চুক্তি করা যায়, সেই সময়ে যদি দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে, তবে বিক্রয় সিদ্ধ হওনার্থে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক।

উদাহরণ।

আনন্দ আপনার কূপাতে ২০ টন তৈল দিয়া বলরামের নিকট বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করেন। আনন্দের কূপাতে ২০ টনের অধিক ধরে, বলরাম তৈলের কোন অংশের স্বামিত্ব প্রাপ্ত হন নাই।

দ্রব্য পশ্চাৎ প্রয়োগকরণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করণের কথা।

৮৩ ধারা। বিক্রয়ের চুক্তি করিবার সময়ে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু একরারনামায় যে প্রকার দ্রব্যের বর্ণনা হইয়াছে, এক পক্ষ পশ্চাৎ ঐ একরারনামার উপলক্ষে সেই প্রকারের দ্রব্য প্রয়োগ করেন, ও অপর পক্ষ তাহাতে সম্মত হয়। এমত স্থলে দ্রব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে ও তাহার বিক্রয় সিদ্ধ হইল।

উদাহরণ।

আনন্দের নিকট রাশি রাশি চিনি আছে, তাহাতে ২০ পিপার অধিক ধরিতে পারে ও তিনি বলরামের নিকট ২০ পিপা বিক্রয় করিবার চুক্তি করেন। ঐ চুক্তি হইবার পরে আনন্দ ২০ পিপাতে ঐ চিনি পূরিয়া বলরামকে ঐ পিপা প্রস্তুত হইবার সম্বাদ দিয়া তাঁহাকে লইয়া

যাইতে বলেন। বলরাম কহিলেন, আমি সাধ্যমতে স্বয়ং লইয়া যাইব। এই প্রকারে আনন্দ তাহা প্রয়োগ করিলে ও বলরাম সম্মত হইলে, ঐ চিনি বলরামের হয়।

বিক্রেতাকর্তৃক মনোনীতকরণদ্বারা দ্রব্য নির্দ্ধার্য্য হওনের কথা।

৮৪ ধারা। যদি বিক্রয়ের চুক্তি করিবার সময়ে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট না হয় এবং চুক্তির নিয়মানুসারে বিক্রেতার ঐ দ্রব্য সম্পর্কে কোন কার্য্য করা আবশ্যক হইলে ও সেই দ্রব্য যতকাল ক্রেতার পক্ষে প্রয়োগ না হয় ততকাল সেই ক্রিয়া করা যাইতে না পারে, তাহা হইলে বিক্রেতা চুক্তির অনুযায়ী কোন দ্রব্য মনোনীত করিতে পারিবেন ও তাঁহার সেই ক্রিয়াদ্বারা দ্রব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দের গোলাতে অনেক চাউল আছে, বলরাম তাহার সঙ্গে এই মর্ম্মের করার করেন যে, আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে অবধারিত মূল্য দিয়া ৫০ মণ চাউল লইব। আমি ঐ চাউল বন্ধ করিবার বস্তা পাঠাইলে আপনি তাহাতে বন্ধ করিবেন। বলরাম তাহা করিলে আনন্দ ঐ বস্তাতে ৫০ মণ চাউল বন্ধ করিয়া দেন। দ্রব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি একত্রে বিক্রয় হইলে স্বামিত্ব বর্ত্তিবার কথা।

৮৫ ধারা। যদি স্থাবর ও অস্থাবর দুই প্রকারের সম্পত্তি একত্রে বিক্রয় করিবার করার হইয়া থাকে, তবে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরকরণের পূর্ব্বে অস্থাবর সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তে না।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিকট দ্রব্যসামগ্রী সমেত ঘর বিক্রয় করিতে করার করেন। বলরামের নামে যতকাল সেই ঘরের হস্তান্তর করণ পত্র না করা যায়, ততকাল তিনি ঐ দ্রব্যসামগ্রীর স্বামী হন না।

দ্রব্য ক্রেতার সম্পত্তি হইলে পর তাহার ক্ষতি তাঁহার স্বীকার করিবার কথা।

৮৬ ধারা। দ্রব্যের স্বামীত্ব ক্রেতার প্রতি বর্ত্তিলে পর, সেই দ্রব্যের বিনাশ কি হানি জন্য যে ক্ষতি হয়, তাহা তাঁহারই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের বাড়িতে এক গাদি জ্বালানি কাষ্ঠ আছে, বলরাম তাহার জন্যে ১০০ টাকা দিবার প্রস্তাব করিলে, আনন্দও তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু বলরাম কহেন যে, এই কাষ্ঠ অমুক দিন পর্য্যন্ত তোমার বাড়ীর মধ্যে থাকিবে, আমি টাকা দিয়া লইয়া যাইব। টাকা দিবার পূর্ব্বেও কাষ্ঠ আনন্দের বাড়িতে আছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ অগ্নিদ্বারা নষ্ট হইলে বলরামের সেই ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে।

(খ) নীলামে ছবি বিক্রয় হইবে, আনন্দ তাহার নিমিত্ত ১০০০ টাকা ডাকেন, ডাকিলে পর কোন ঘটনাক্রমে ছবির হানি হয়। নীলামদার নীলাম সিদ্ধ হওন সূচক ঘা মারিবার পূর্ব্বে ঐ হানি হইলে, বিক্রেতার তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর হইলে আনন্দের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

দ্রব্য না থাকিতেও তাহা বিক্রয় করিবার করার লইতে তাহার স্বামিত্ব বর্ত্তিবার কথা।

৮৭ ধারা। কোন দ্রব্য না থাকিতেও যদি তাহা বিক্রয় করিবার চুক্তি হইয়া থাকে, তবে ঐ দ্রব্য উৎপন্ন হইলে পর, বিক্রেতা অথবা বিক্রেতার সম্মতিতে ক্রেতা সেই চুক্তির ভাবানুসারে কোন ক্রিয়া করিলে, তদ্দারা ঐ দ্রব্যের স্বামিত্ব বর্ত্তান যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নীলকুঠীতে আগামী বৎসর যত নীল উৎপন্ন হইবে, আনন্দ নিরূপিত মূল্যে তাহা বলরামকে বিক্রয় করিবার অঙ্গীকার করিলেন। নীল প্রস্তুত হইলে পর আনন্দ বলরামকে এই মর্ম্মের এক স্বীকার-পত্র লিখিয়া দেন যে, আমি আপনার আজ্ঞার অপেক্ষায় এই নীল নিকটে রাখিয়াছি। সেই স্বীকার-পত্রের তারিখ অবধি সেই নীলের প্রতি বলরামের স্বামিত্ব বর্ত্তে।

(খ) আনন্দের ক্ষেত্রে যে ফসল আছে, তাহা কাটিয়া লওয়া গেলে পর অন্য যে ফসল হইবে বলরাম নিরূপিত মূল্য দিয়া সেই ফসল লইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন, আনন্দ তাঁহার সঙ্গে এই চুক্তি করিলেন। অতএব সেই চুক্তি করণ সময়ে ক্ষেত্রে যে ফসল আছে, তাহার পর অন্য ফসল হইলে আনন্দের সম্মতিক্রমে বলরাম সেই চুক্তিক্রমে ঐ ফসল অধিকার করিলেন। সেই ফসল গ্রহণ করিলে বলরামের প্রতি তাহার স্বামিত্ব বর্ত্তিল।

(গ) আনন্দের ক্ষেত্রে যে ফসল আছে, তাহা কাটিয়া লওয়া গেলে পর, অন্য যে ফসল হইবে বলরাম নিরূপিত মূল্য দিয়া সেই ফসল লইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন, আনন্দ তাঁহার সঙ্গে এই চুক্তি করিলেন। অতএব সেই চুক্তি করণ কালে ক্ষেত্রে, ফসল ছিল, তাহার পর অন্য ফসল হইলে বলরাম সেই চুক্তিমতে ঐ ফসলের অধিকার পাইবার জন্যে, আনন্দের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। আনন্দ দখল দিতে অসম্মত হইলেন। ঐ ফসলের স্বামিত্ব বলরামের প্রতি বর্ত্তে না, কিন্তু আনন্দ দখল দিতে স্বীকার না করিলে তাহার চুক্তি-ভঙ্গ দোষ হইতে পারিবে।

চুক্তির তারিখে যে দ্রব্য বিক্রেতার অধিকারে ছিল না, অন্য দিনে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিবার ও দিবার চুক্তির কথা।

৮৮ ধারা। যদি কোন পশ্চাৎ কোন দিনে কোন দ্রব্য দিবার অঙ্গীকারে তাহা বিক্রয় করিবার চুক্তি করেন, তবে সেই চুক্তি করিবার সময়ে ঐ দ্রব্য বিক্রেতার অধিকারে না থাকিলেও এবং তৎকালে ক্রয়করণ ভিন্ন তাঁহার ঐ দ্রব্য পাইবার অন্য আশা না থাকিলেও ঐ চুক্তি দৃঢ় হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে বলরামকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ৫০ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ঐ বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাহা দিয়া টাকা লইবার চুক্তি করিলেন। ঐ চুক্তি করণ কালে আনন্দের অধিকারে কোন শেয়ার ছিল না, কিন্তু চুক্তি সিদ্ধ।

চুক্তিদ্বারা মূল্য নিরূপণ না হইলে তন্নিরূপণের কথা।

৮৯ ধারা। বিক্রয় করিবার চুক্তিতে যদি বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ না হয়, তবে আদালত যাহা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করেন, বিক্রেতাকে ক্রেতার সেই মূল্য দিতে হইবে।

উদাহরণ।

বলরাম পাটনায় বাস করিয়া কলিকাতানিবাসী আনন্দ নামক গাড়ী-নির্ম্মাতাকে বিশেষ প্রকারের গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন, উভয় পক্ষের মধ্যে মূল্যের কোন কথা নাই। সেই আদেশমতে কার্য্য সম্পাদন হইলে পর, মূল্য বিষয়ে বিবাদ হইল। এমন স্থলে আদালত যুক্তিযুক্ত মূল্য নিরূপণ করিবেন।

## সমর্পণের বিধি।

সমর্পণ যেরূপে করা যায়, তাহার কথা।

৯০ ধারা। যে কোন কার্য্য দ্বারা বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার কিম্বা তৎপক্ষে ঐ দ্রব্য লইবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তির অধিকারগত হয়, সেই কার্য্য করাই বিক্রীত দ্রব্যের সমর্পণ হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে ঘোড়া বিক্রয় করিয়া আপনার আস্তাবল হইতে বলরামের আস্তাবলে পাঠাইলেন, কি লইয়া যাইতে দিলেন, বলরামের আস্তাবলে ঘোড়া দেওয়াই সমর্পণ হয়।

(খ) ইংলণ্ডবাসী বলরাম বোম্বাইয়ের বণিক আনন্দকে ১০০০ বস্তা তুলা পাঠাইতে আদেশ করেন ও তুলা লইয়া যাইবার জন্যে বোম্বাইয়ে আপনার জাহাজ পাঠান। জাহাজে তুলা দেওয়া গেলেই বলরামকে সমর্পণ করা হইল।

(গ) কোন দ্রব্য গুদামে বন্ধ আছে। আনন্দ বলরামকে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহা লইবার জন্যে তাঁহাকে গুদামের চাবী দিলেন। এই সমর্পণ।

(ঘ) আনন্দ বলরামকে পাঁচ পিপা তৈল বিক্রয় করিলেন। সেই তৈল আনন্দের আড়তে আছে। বলরাম চন্দ্রমোহনকে ঐ পাঁচ পিপা বিক্রয় করেন। আনন্দ তাহার জন্যে চন্দ্রমোহনের স্থানে আড়তের ভাড়া গ্রহণ করিলেন, ইহাই চন্দ্রমোহনকে তৈল সমর্পণ করিবার তুল্য, যে হেতুক আনন্দ আড়তদারস্বরূপ চন্দ্রমোহনের পক্ষে ঐ তৈল রাখিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

(ঙ) আনন্দ বলরামকে ৫০ মণ চাউল বিক্রয় করিলেন। ঐ চাউল চন্দ্রমোহন নামক আড়তদারের অধিকারে আছে। আনন্দ চন্দ্রমোহনের নামে পত্র লিখিয়া বলরামকে ঐ চাউল দিবার আদেশ করিয়া বলরামকে ঐ পত্র দেন। চন্দ্র সেই আদেশ স্বীকার করিয়া আপনার খাতায় ঐ চাউল বলরামের নামে লিখিয়া রাখেন। এই সমর্পণ।

আনন্দ বলরামকে টন প্রতি ১০০০ টাকা হিসাবে ৫ টন তৈল বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করিলেন, তৈল সমর্পণ করা গেলে, মূল্য দেওয়া যাইবে। চন্দ্র নামক ঘাটরক্ষকের গুদামে আনন্দের ২০ টন তৈল আছে, তিনি চন্দ্রকে পত্র লিখিয়া বলরামের নামে পাঁচ টন লিখিয়া দিবার আদেশ করেন। চন্দ্র আপন খাতায় সেই হস্তান্তরকরণের কথা লিখিয়া আনন্দের

কেরাণীকে সেই হস্তান্তর হইবার জ্ঞাপনপত্র দেন। আনন্দের কেরাণী বলরামের নিকট, সেই হস্তান্তর করণের জ্ঞাপনপত্র লইয়া বলেন, আপনি তৈলের মূল্য দিলে আপনাকে এই জ্ঞাপন পত্র দিব, বলরাম সেই টাকা দিলেন না। এই স্থলে বলরামের প্রতি সমর্পণ হয় নাই, যেহেতুক আনন্দ যে পাঁচ টনের কথা বলিলেন, বলরাম তাহা আপনার পক্ষে রাখিবার জন্যে চন্দ্রমোহনকে কর্ম্মকারকস্বরূপ নিযুক্ত করিতে স্বীকার করিলেন না।

ঘাটরক্ষককে কি বাহককে দ্রব্য দিবার ফলের কথা।

৯১ ধারা। বিক্রীত দ্রব্য ঘাটরক্ষককে কি বাহককে দেওয়া গেলে, ক্রেতাকেই দিবার তুল্য হয়, কিন্তু ক্রেতার নিকট না পঁহুছিলে, তিনি ঐ দ্রব্যের মূল্যের দায়ী নহেন। কিন্তু ঐ ঘাটরক্ষক কি বাহক যাহাতে ঐ দ্রব্য নিরাপদে পঁহুছাইবার বিষয়ে ক্রেতার নিকট দায়ী হইতে পারেন, সেই দ্রব্য এমন ভাবে সমর্পণ করা গেলে, ক্রেতা দায়ী হইবেন।

উদাহরণ।

আগ্রানিবাসী বলরাম কলিকাতানিবাসী আনন্দকে রেলপথে আপনার নিকট তিন পিপা তৈল পাঠাইবার পত্র লেখেন। আনন্দ ঐ তিন পিপার উপর বলরামের নামে শিরোনামা লিখিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া যান। কিন্তু দ্রব্য নিরাপদে পঁহুছাইবার বিষয়ে রেলওয়ে কোম্পানীকে দায়ী করিবার জন্যে যে বিধিমতে কার্য্য করিতে হয়, আনন্দ সেই বিধিমতে কর্ম্ম না করিয়া ষ্টেশনে ঐ দ্রব্য রাখিয়া আসিলেন। সেই দ্রব্য ক্রেতার নিকট পঁহুছে নাই। বলরামের নামে মূল্য পাইবার মোকদ্দমায় সেই সমর্পণ উপযুক্ত নহে।

একাংশ সমর্পণের ফলের কথা।

৯২ ধারা। সমুদয় দ্রব্য সমর্পণ করিবার ক্রমানুসারে দ্রব্যের একাংশের যে সমর্পণ হয়, দ্রব্যের স্বামিত্ব প্রদানের পক্ষে তাহার সমুদয় দ্রব্য সমর্পণ করিবার তুল্য ফল হয়। কিন্তু সমুদয় হইতে একাংশ পৃথক করণাভিপ্রায়ে একাংশের যে সমর্পণ, তাহা অবশিষ্টাংশের সমর্পণ করিবার তুল্য কার্য্যবৎ নহে।

উদাহরণ।

(ক) বন্দরে একখান জাহাজ পঁহুছে, আনন্দ তাহার বোঝাই দ্রব্যের ক্রেতা ও সেই বোঝাই দ্রব্য তাহার নামে আইসে, জাহাজের কাপ্তেন ঐ দ্রব্য নামাইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয়ের সমর্পণক্রমে ঐ দ্রব্যের একাংশ আনন্দকে দেন। আনন্দের প্রতি বোঝাই দ্রব্যের স্বামিত্ব প্রদানার্থ সমর্পণ এই।

(খ) আনন্দ বলরামকে এক কাঁডি জ্বালানি কাষ্ঠ বিক্রয় করিলেন। সেই কাষ্ঠ সমর্পণ করা গেলে তাহার মূল্য দিবার কথা হইল। বিক্রয়ের পরে বলরাম আনন্দের স্থানে ঐ কাষ্ঠের একাংশ লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পান, আইনমতে এই কার্য্য সমুদয় সমর্পণ করিবার তুল্য নয়।

(গ) আনন্দ বলরামকে ৫০ মণ চাউল বিক্রয় করেন, চাউল আনন্দের আড়তে থাকে, বিক্রয়ের পর বলরাম চন্দ্রমোহনকে দশ মণ বিক্রয় করেন, তাঁহার আদেশমতে আনন্দ চন্দ্রের নিকটে ১০ মণ পাঠাইয়া দেন। আইনমতে এই কার্য্যসমুদয় সমর্পণ করিবার তুল্য ফলবৎ নহে।

ক্রেতা অধিকার পাইতে প্রার্থনা না করিলে বিক্রেতার সমর্পণ করিবার আবশ্যক না থাকার কথা।

৯৩ ধারা। বিশেষ অঙ্গীকার না থাকিলে, ক্রেতা দ্রব্যের অধিকার পাইতে প্রার্থনা না করিলে বিক্রেতার তাহা সমর্পণ করিবার আবশ্যক নাই।

সমর্পণের স্থানের কথা।

৯৪। যদি সমর্পণ করিবার বিশেষ অঙ্গীকার না হইয়া থাকে, তবে বিক্রয়কালে দ্রব্য যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে বিক্রীত দ্রব্যের সমর্পণ হইবে। এবং দ্রব্য বিক্রয় করিবার চুক্তি করা গেলে বিক্রয়ের সেই চুক্তি করণকালে দ্রব্য যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে তাহা সমর্পণ করা যাইবে। যদি দ্রব্য তৎকালে না থাকে, তবে যে স্থানে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে সমর্পণ করা যাইবে।

## বিক্রেতার দাওয়ার বিধি।

বিক্রেতার দাওয়ার কথা।

৯৫ ধারা। যদি চুক্তিমতে অভিপ্রায়ান্তর দৃষ্ট না হয়, তবে বিক্রীত দ্রব্য যতকাল বিক্রেতার অধিকারে থাকে, ও তাহার মূল্য কি মূল্যের কোন্ অংশ দেওয়া না যায়, ততকাল ঐ দ্রব্যের উপর বিক্রেতার দাওয়া থাকিবে।

অন্য দিনে মূল্য দিবার কথা হইলে, কিন্তু সমর্পণ করিবার সময় নিরূপণ না হইলে ঐ দাওয়ার কথা।

ঋণশোধ করিবার অক্ষমতার অর্থ।

৯৬ ধারা। যদি অন্য দিনে মূল্য দিবার চুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু দ্রব্য সমর্পণ করিবার সময় নির্দিষ্ট না হয়, তবে বিক্রেতার দাওয়া নাই, এবং মূল্য না দিয়াও ক্রেতার অগৌণে ঐ দ্রব্য পাইবার অধিকার আছে। কিন্তু দ্রব্য সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে যদি ক্রেতা ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হন, কিম্বা দ্রব্য সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে যদি মূল্য দিবার নিরূপিত সময় উপস্থিত হয়, তবে বিক্রেতা মূল্যের নিমিত্তে দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি ব্যবসায়ের নিয়মিত ধারামতে ঋণশোধ করিতে নিরস্ত কি অক্ষম হন, তিনি ঋণশোধ করিবার অক্ষম।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে আপন আড়তে অনেক চিনি বিক্রয় করেন। তিন মাস পরে মূল্য দিবার করার হইয়াছে। বলরাম আনন্দের আড়ত হইতে চিনি লইয়া যান না। তিন মাস গত হইতে না হইতে বলরাম ঋণশোধ করিতে নিরস্ত হইলেন। এমন স্থলে আনন্দ মূল্যের নিমিত্ত ঐ দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

অন্য দিনে মূল্য দিবার নিয়ম হইলেও ক্রেতা বিক্রেতার অধিকারে দ্রব্য থাকিতে দিলে, বিক্রেতার দাওয়ার কথা।

৯৭ ধারা। অন্য দিনে মূল্য দিবার চুক্তি হইলে এবং ক্রেতা সেই দিন পর্য্যন্ত বিক্রেতার অধিকারে দ্রব্য থাকিতে দিয়া যদি সেই দিনেও মূল্য না দেন, তবে বিক্রেতা মূল্যের নিমিত্ত দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

আনন্দের আড়তে চিনি আছে, আনন্দ বলরামকে তাহা বিক্রয় করিয়াছেন ও তিন মাস মিয়াদের পরে মূল্য দিবার নিয়ম হইল। বলরাম সেই তিন মাসের মধ্যে আড়ত হইতে চিনি লইয়া যান নাই। তৎকালেও মূল্য দেন নাই। আনন্দ মূল্যের নিমিত্তে দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

পশ্চাৎ ক্রেতার স্থানে বিক্রেতার দাওয়ার কথা।

৯৮ ধারা। বিক্রীত দ্রব্য বিক্রেতার অধিকারে থাকিলে, যদি তিনি পশ্চাৎক্রেতার অধিকার স্বীকার না করিয়া থাকেন, তবে পশ্চাৎ ক্রেতার স্থানে মূল্য পাইবার আশয়ে ঐ দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

## পথিমধ্যে দ্রব্য রোধ করিবার বিধি।

পথিমধ্যে বিক্রেতার রোধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৯ ধারা। দ্রব্যেতে বিক্রেতার যে অধিকার, তিনি তাহা হস্তান্তর করিলেও যদি সমুদয় মূল্য পাইবার পূর্ব্বে ক্রেতা ঋণশোধ করিতে অক্ষম হন, তবে ক্রেতার নিকটে দ্রব্য পথে যাইতেছে, এমত সময়ে বিক্রেতা তাহা রোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন।

যে স্থলে দ্রব্য পথিমধ্যে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে, তাহার কথা।

১০০ ধারা। দ্রব্য যতকাল বাহকের অধিকারে থাকে, কিম্বা ক্রেতার নিকট পঁহুছাইবার পথে কোন স্থানে রাখা যায়, কিন্তু ক্রেতার অধিকারগত না হয়, এবং সেই বাহক ভিন্ন ও উক্ত প্রকারে পথিমধ্যে কোন স্থানে থাকা ভিন্ন ক্রেতার স্বপক্ষ কোন ব্যক্তির অধিকারগত না হয়, ততকাল দ্রব্য পথে আছে, জ্ঞান হইবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম মান্দ্রাজে বাস করিয়া পাটনানিবাসী আনন্দকে মান্দ্রাজে কিছু দ্রব্য পাঠাইতে আজ্ঞা করেন। ঐ দ্রব্য কলিকাতায় প্রেরণ করা যায় ও মান্দ্রাজে চালান করিবার জন্ত চন্দ্র নামক ঘাটরক্ষকের হাতে দেওয়া যায়, যত কাল চন্দ্রের অধিকারে থাকে, ততকাল পথে আছে।

(খ) বলরাম দিল্লীতে বাস করিয়া কলিকাতানিবাসী আনন্দকে আপনার নিকট কোন দ্রব্য পাঠাইতে আজ্ঞা করেন। আনন্দ সেই দ্রব্য বলরামের নামে দিল্লীতে চালান করিলেন। দিল্লীতে পৌঁছিইলে ঐ দ্রব্য বলরামের আড়তে আনীত হইয়া তথায় রাখা গেল। বলরাম তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তৎপরেই দেউলিয়া হইলেন। দ্রব্য পথে আছে।

(গ) বলরাম পুণাতে বাস করিয়া আনন্দকে বোম্বাই হইতে কিছু দ্রব্য পাঠাইতে আদেশ করেন। ও দ্রব্য আনিবার জন্যে চন্দ্র নামা বাহককে নিযুক্ত করেন, আনন্দ তাঁহার দ্বারা পুণাতে দ্রব্য প্রেরণ করেন। পুণাতে দ্রব্য পঁহুছিলে বলরামের আদেশমতে বলরামের পক্ষে চন্দ্র আপন আড়তে ঐ দ্রব্য রাখেন। এমন স্থলে দ্রব্য পথিমধ্যে নয়।

(ঘ)* বলরাম নামক এক জন বণিক লণ্ডন নগরে বাস করিয়া বোম্বাইয়ের আনন্দ নামক

বণিককে ১০০ বস্তা তুলা পাঠাইতে আদেশ করেন এবং তুলা লইয়া যাইবার জন্য আপনার এক খান জাহাজ পাঠান। ঐ তুলা জাহাজে দেওয়া গেলেই, পথে থাকা রক্ষিত হইল।

(ঙ) লণ্ডন নগরে বলরাম নামক সওদাগর বোম্বাইয়ে আনন্দ নামক সওদাগরকে ১০০ বস্তা তুলা পাঠাইতে আদেশ করিয়া সেই তুলা আনিবার জন্যে বোম্বাইয়ে আপন জাহাজ পাঠাইলেন। আনন্দ ঐ জাহাজে তুলা দিয়া জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে বিল-অফ লোডিং লন। তন্মধ্যে আনন্দকে কিম্বা তাঁহার এসাইনীদিগকে তুলা দিবার নিয়ম হয়। তুলা লণ্ডনে পঁহুছে, কিন্তু বলরামের অধিকারগত হইতে না হইতে বলরাম ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলেন। এই স্থলে ঐ তুলার মূল্য দেওয়া যায় নাই বলিয়া আনন্দ তুলা দিতে বারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন।

রোধ করিবার অধিকার যতকাল থাকে, তাহার কথা।

১০১ ধারা। দ্রব্য পথে যাইতেছে এমন সময়ে ক্রেতা তাহা বিক্রয় করিয়া মূল্য গ্রহণ করিলেও নিম্নলিখিত স্থল ভিন্ন বিক্রেতার রোধ করিবার অধিকার রহিত হয় না। সেই দ্রব্য যতকাল দ্বিতীয় ক্রেতাকে কি তাহার সপক্ষ কোন ব্যক্তিকে না দেওয়া যায়, ততকাল ঐ অধিকার প্রবল থাকে।

ক্রেতা অন্যের প্রতি অধিকারসূচক পত্র সমর্পণ করিলে ঐ অধিকার রহিত হইবার কথা।

১০২ ধারা। ক্রেতা বিল অফ লোডিং কিম্বা দ্রব্যের উপর আপন অধিকারের অন্য নিদর্শনপত্র প্রাপ্ত হইলে দ্রব্য পথে চালান হইতেছে, এমন সময়ে যদি সরলমনা কর্মকারী ও দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যদাতা দ্বিতীয় ক্রেতাকে ঐ বিল-অফ লোডিং প্রভৃতি সমর্পণ করেন, তবে রোধ করিবার অধিকার রহিত হইল।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার নামে চালান দিয়া তাঁহার নিকট বিল অফ লোডিং পাঠাইলেন। আনন্দ তাহার মূল্য পান নাই, এমন সময়ে বলরাম ঋণশোধ করিতে না পারিয়া দ্রব্য পথিমধ্যে থাকিতে থাকিতে চন্দ্রমোহনের স্থানে ঐ দ্রব্যের নগদ মূল্য লইয়া তাঁহাকে ঐ বিল সমর্পণ করিলেন, কিন্তু বলরাম ঋণ শোধ করিতে অক্ষম, চন্দ্র তৎকালে এই কথা জানিতেন না। এমন স্থলে আনন্দ পথিমধ্যে দ্রব্য রোধ করিতে পারেন না।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার নামে চালান দেন। আনন্দ মূল্য পান নাই, এমন সময়ে বলরাম ঋণশোধ করিতে না পারিয়া পথিমধ্যে চন্দ্রমোহনের স্থানে নগদ মূল্য লইয়া তাঁহাকে দ্রব্যের চালান সমর্পণ করেন, বলরাম ঋণশোধ করিতে অক্ষম, চন্দ্র তৎকালে এই কথা জানিতেন। এমন স্থলে সেই চালান সরলভাবে সমর্পণ করা যায় নাই। অতএব আনন্দ পথিমধ্যে ঐ দ্রব্য রোধ করিতে পারিবেন।

টাকা আগাম পাইবার আশয়ে অধিকারসূচকপত্র দেওয়া গেলে ক্রেতার রোধ করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৩ ধারা। কোন দ্রব্যের ক্রেতা ঐ দ্রব্যের বিল-অফ লোডিংয়ের কিম্বা অধিকারসূচক

অন্য পত্রের নিমিত্তে টাকা আগাম পাইবার বন্ধকস্বরূপ ঐ বিল অফ লেডিং প্রভৃতি সমর্পণ করিলেও অন্য ব্যক্তি সরলমনে তাহা গ্রহণ করিলে বন্ধকগ্রহীতা যে টাকা আগাম দিলেন বিক্রেতা তাহা ফিরিয়া না দিলে, কি দিবার প্রস্তাব না করিলে পথে ঐ দ্রব্য রোধ করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে ১২০০০ টাকা মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চালান দেন। চন্দ্র মোহন সেই চালানের নিমিত্তে তাঁহাকে ৫০০০ টাকা আগাম দিয়াছিলেন, তাহাতে বলরাম চন্দ্রকে বন্ধকস্বরূপ ঐ দ্রব্যের চালান দিলেন। পরে বলরাম ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলেন। তৎকালে চন্দ্রমোহনের নিকট ৯০০০ টাকা ঋণী ছিলেন। এমন স্থলে আনন্দ চন্দ্রমোহনকে ৫০০০ টাকা না দিলে, কি দিবার প্রস্তাব না করিলে দ্রব্য রোধ করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট ১২০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চালান দেন, চন্দ্রের সহিত বলরামের লেনা দেনা চলিতেছে, তাহাতে তিনি চন্দ্রের নিকট ৫০০০ টাকা ঋণী হইয়া তাঁহাকে ঐ দ্রব্যের চালান দিলেন, পশ্চাৎ ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলেন। এমন স্থলে আনন্দ চন্দ্রমোহনকে ৫০০০ টাকা ফিরিয়া না দিলে, কিম্বা দিবার প্রস্তাব না করিলে ঐ দ্রব্য পথে রোধ করিতে পারিবেন না।

রোধ করা যেরূপে হইবে, তাহার কথা।

১০৪ ধারা। বিক্রেতা স্বীয় অধিকারে দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অথবা বাহককে কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির অধিকারে দ্রব্য থাকে, তাঁহাকে আপনার দাওয়ার কথা জানাইয়া ঐ দ্রব্য পথে রোধ করিতে পারিবেন।

বিক্রেতার দাওয়ার জ্ঞাপনীয় কথা।

১০৫ ধারা। দ্রব্য যাঁহার নিজ অধিকারে আছে, তাঁহাকে অথবা যে ব্যক্তির চাকরের অধিকারে থাকে, সেই মুখ্য ব্যক্তিকে উক্ত কথা জ্ঞাত করা যাইতে পারিবে। যদি মুখ্য ব্যক্তিকে ঐ দাওয়ার কথা জ্ঞাত করা যায়, তবে এমন সময় থাকিতে ও এমন ভাবগতিকে জানাইতে হইবে যে, ঐ মুখ্য ব্যক্তি যুক্তিমত যত্ন করিলেই আপনার চাকরকে সেই কথা জানাইয়া ক্রেতার হাতে সেই দ্রব্য সমর্পণ করিতে বারণ করিবার অবকাশ পান।

দ্রব্য রোধ হইলে, বিক্রেতার অধিকারের কথা।

১০৬ ধারা। বিক্রীত দ্রব্য পথে রোধ হইলে যতকাল দ্রব্যের সম্পূর্ণ মূল্য না দেওয়া যায় বিক্রেতা তত কাল সেই দ্রব্য রুদ্ধ রাখিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে ১০০ বস্তা তুলা বিক্রয় করেন, তাহার মধ্যে ৬০ বস্তা বলরামের অধিকারে গত হইলে ও ৪০ বস্তা পথে থাকিতে বলরাম ঋণশোধে অক্ষম হইলেন। আনন্দ তুলার মূল্য না পাওয়াতে ঐ ৪০ বস্তা পথে রোধ করিলেন। এমন স্থলে আনন্দ যতকাল সেই ১০০ বস্তার মূল্য না পান, ততকাল সেই ৪০ বস্তা রোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন।

## পুনর্বিক্রয়ের বিধি।

ক্রেতার নিয়ম অপালনপ্রযুক্ত পুনর্বিক্রয়ের কথা।

১০৭ ধারা। ক্রেতার নিকট যে দ্রব্য বিক্রয় করা গেল, তিনি যদি তাহা গ্রহণ না করিয়া কি তাহার মূল্য না দিয়া চুক্তিমত আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করেন, তবে ঐ দ্রব্যের উপর বিক্রেতার ক্ষমতা থাকাতে, কিম্বা বিক্রেতা পথিমধ্যে তাহা রোধ করাতে ক্রেতাকে ঐ দ্রব্য পুনরায় বিক্রয় করণের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্তকালের পর তাহা পুনরায় বিক্রয় করিতে পারিবেন। তাহাতে ক্ষতি হইলে ক্রেতার তাহা সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু পুনঃ বিক্রয় করিয়া লাভ হইলে, ক্রেতা সেই লভ্যের কোন অংশের অধিকারী হয় না।

## অধিকারের বিধি।

দ্রব্য বিক্রেতার দ্বারা ক্রেতাকে যে অধিকার দেওয়া যায়, তাহার কথা।

১০৮ ধারা। কোন দ্রব্যে বিক্রেতার যে অধিকার আছে, তিনি নিম্নলিখিত স্থল ভিন্ন ক্রেতাকে তদধিক অধিকার দিতে পারেন না।

১ বর্জ্জিত কথা।—কোন দ্রব্য স্বামীর অনুমতিমতে অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে কিম্বা তাঁহার নিকট বিল-অফ লেডিং কি ডাক ওয়ারণ্ট কি আড়দ্দারের সার্টিফিকেট কি ঘাটরক্ষকের সার্টিফিকেট কিম্বা দ্রব্য পাইবার ওয়ারণ্ট কি আজ্ঞাপত্র কিম্বা ঐ দ্রব্যে অধিকারের কি অন্য নিদর্শনপত্র থাকিলে তদ্রূপে তাঁহার অধিকারে যে দ্রব্য থাকে, কিম্বা উক্ত নিদর্শনপত্র যে দ্রব্য সম্পর্কীয় হয়, তিনি অন্য ব্যক্তির প্রতি সেই দ্রব্যের স্বামিত্ব প্রদান করিতে এবং ঐ দ্রব্যে সেই ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ অধিকার দিতে পারিবেন, স্বামীর তদ্বিপরীত আদেশ থাকিলেও দিতে পারিবেন। কিন্তু এই স্থলে ইহা প্রয়োজন যে, ক্রেতা সরলভাবে কর্ম্ম করেন এবং দ্রব্য কি নিদর্শনপত্র যাহার অধিকারে আছে, তাঁহার সেই দ্রব্য বিক্রয় করিবার অধিকার না থাকার যুক্তিসিদ্ধ অনুভব যাহাতে হয়, এমত কোন ভাব গতিক না থাকিলে ক্রেতা তাহা ক্রয় করেন।

২ বর্জ্জিত কথা।—কোন দ্রব্যের সাধারণ অনেক স্বামীর সম্মতিমতে সেই দ্রব্য তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তির একাধিকারে থাকিলে যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার স্থানে সরলভাবে ঐ দ্রব্য ক্রয় করেন এবং দ্রব্য যাহার অধিকারে আছে, তাহার সেই দ্রব্য বিক্রয় করিবার অধিকার না থাকায় যুক্তিসিদ্ধ অনুভব যাহাতে হয়, এমত ভাবগতিক না থাকিতে ক্রয় করেন, তবে ঐ দ্রব্যের স্বামিত্ব তাঁহার প্রতি বর্ত্তে।

৩ বর্জ্জিত কথা।—কোন ব্যক্তি চুক্তিমতে দ্রব্যের অধিকার পাইলে ও অন্য পক্ষের স্বেচ্ছা-মতে যদি সেই চুক্তি অসিদ্ধ করা যাইতে পারে, তবে অসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে অধিকারপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তির স্থানে তৃতীয় যে ব্যক্তি সরলভাবে ঐ দ্রব্য ক্রয় করেন, তাঁহার প্রতি ঐ দ্রব্যের স্বামিত্ব বর্ত্তে। কিন্তু যে ভাবগতিকে ঐ চুক্তি অসিদ্ধের হয়, তাহা যদি অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কিম্বা তিনি অন্য যে ব্যক্তিদের স্বত্বাভিষিক্ত হন, তাঁহাদের অপরাধের তুল্য কার্য্য হয়, তবে স্বামিত্ব বর্ত্তে না।

এমন স্থলে সেই চুক্তি অসিদ্ধ করিতে না পারাপ্রযুক্ত মূল বিক্রেতার কোন ক্ষতি হইয়া থাকিলে মূল্য ক্রেতার স্থানে তাঁহার সেই ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম চন্দ্রের গোরু চুরি করিলে, আনন্দ সরলভাবে বলরামের স্থানে ঐ গোরু ক্রয় করে। সেই গোরুতে আনন্দের স্বামিত্ব বর্ত্তে না।

(খ) আনন্দ নামক সওদাগর কোন মাল বিষয়ক বিল-অভ-লেডিং বলরাম নামক গোমস্তার হাতে দিয়া তাঁহাকে এই আদেশ করেন যে এত টাকার ন্যূন মূল্যে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিও না ও দীননাথের স্থানে মূল্য না পাইলে সেই দ্রব্য দিও না। বলরাম ন্যূন মূল্যে সেই দ্রব্য দীননাথের নিকট বিক্রয় করিয়া তিন মাস বাদে টাকা লইবার নিয়ম করেন। ঐ দ্রব্যের স্বামিত্ব দীননাথের প্রতি অর্শে।

(গ) আনন্দের নিকট কোন মালের বিল অফ-লেডিং আছে ও চন্দ্রকে সেই মাল দিবার মর্ম্মে ঐ বিল করা যায়। চন্দ্র তাহার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর না করিলেও আনন্দ বলরামকে ঐ মাল বিক্রয় করেন। বলরামের প্রতি স্বামিত্ব অর্শে না।

(ঘ) আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র তিন ভাই হিন্দু, তাহাদের সাধারণ অধিকার আছে, ও গো মেষাদিতে তাহাদের সাধারণ স্বত্ব। বলরাম ও চন্দ্র আনন্দের নিকট একটা গোরু রাখিলে আনন্দ দীননাথকে তাহা বিক্রয় করেন, দীননাথ সরলভাবে ক্রয় করিলেন। ঐ গোরুতে যে স্বামিত্ব, তাহা দীননাথের প্রতি অর্শে।

(ঙ) আনন্দ প্রবঞ্চনার তুল্য নয়, এমত কোন অযথা বর্ণনা দ্বারা আপনার নিকট একটা ঘোড়া বিক্রয় করিয়া দিতে বলরামকে লওয়ান। বলরাম সেই চুক্তি অসিদ্ধ না করিতে করিতে আনন্দ চন্দ্রের নিকট ঐ ঘোড়া বিক্রয় করেন। এই স্থলে ঐ ঘোড়াতে যে স্বামিত্ব তাহা চন্দ্রের প্রতি অর্শিবে। এবং সেই ঘোড়া ফিরিয়া পাইতে না পারাতে বলরামের যে ক্ষতি হইয়াছে, আনন্দের স্থানে তাঁহার সেই ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকার আছে।

(চ) আনন্দ বলরামকে অন্যায়মতে ভয় দর্শাইয়া তাঁহার নিকট হইতে জোর করিয়া কিম্বা প্রবঞ্চনা কিম্বা জাল করণ দ্বারা একটা ঘোড়া ক্রয় করিয়া লন ও বলরাম সেই চুক্তি অন্যথা না করিতে করিতে আনন্দ চন্দ্রের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করেন। চন্দ্রের প্রতি স্বামিত্ব অর্শে না।

## নির্ণয়নের বিধি।

### অধিকারের দোষহেতুক বিক্রেতার দায়ের কথা।

১০৯ ধারা। বিক্রেতার অধিকার অসিদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত যদি ক্রেতা কি তাঁহার অধীন কোন দাওয়াদার ক্রীত দ্রব্যেতে বঞ্চিত হন, তবে চুক্তিদ্বারা বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ না হইলে ক্রেতার যে ক্ষতি হইল, তজ্জন্যে বিক্রেতা তাঁহার নিকটে কিম্বা তাঁহার অধীন অন্য দাওয়াদারের নিকটে দায়ী হন।

ভাবতঃ দ্রব্যের উত্তমতা কি গুণ নির্ণয়ন হইবার কথা।

১১০ ধারা। বিশেষ কোন ব্যবসায়ের রীতিক্রমে দ্রব্যের উত্তমতার কি গুণের নির্ণয়ন ভাবতই ধার্য্য হইতে পারে।

আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় হইলে তাহা উত্তম বলিয়া
নির্ণয় হইবার কথা।

১১১ ধারা। আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় হইলে তাহা উত্তম আছে ভাবতঃ এই নির্ণয়ন হয়।

নমুনা দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিলে সেই সমুদয় দ্রব্যের সমান গুণ ভাবতঃ
নির্ণয়ন হইবার কথা।

১১২ ধারা। নমুনা দিয়া দ্রব্য বিক্রয় হইলে নমুনার যে গুণ সমুদয় দ্রব্যের তত্তুল্য গুণ আছে, ভাবত এমত নির্ণয়ন হয়।

কোন দ্রব্য বিশেষ নামাঙ্কিত হইয়া বিক্রয় হইলে, ভাবতঃ সেই
নামের দ্রব্য নির্ণয়ন হইবার কথা।

১১৩ ধারা। যদি কোন দ্রব্য বিশেষ নামেতে খ্যাত হইয়া বিক্রয় করা যায়, তবে ক্রেতা তাহার নমুনা লইয়া ক্রয় করুন, কি রাশীকৃত ঐ দ্রব্য দেখিয়া ক্রয় করুন, বাণিজ্য ব্যাপারে সেই নামে যে দ্রব্য, প্রসিদ্ধ তাহা সেই দ্রব্য ভাবত ইহাব নির্ণয়ন হয়।

ব্যাখ্যা।—কিন্তু বিশেষ নামে খ্যাত দ্রব্য বলিয়া সেই দ্রব্য বিক্রয় হইলেও তাহা সেই দ্রব্যই ইহা নির্ণয়ন করা যায় না, চুক্তিতে এই কথা স্পষ্ট ব্যক্ত থাকিলে, নির্ণয়নের ভাব বুঝাইবে না।

উদাহরণ।

(ক) মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রেশমের ও চা চালান হইতেছে। আনন্দ কলিকাতায় বলরামের নিকট ১২ বস্তা বিক্রয় করেন। এমত স্থলে বাজারে রেশমের ওচা বলিয়া যে দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে, আনন্দ তাহাই দিবেন, ভাবতই এই নির্ণয়ন।

(খ) আনন্দ নমুনা ও রাশীকৃত দ্রব্য দেখিয়া ফেয়ার বাঙ্গাল, তুলার ১০০ বস্তা ক্রয় করেন। পরে দেখা গেল যে, "ফেয়ার বাঙ্গাল" বলিয়া যে তুলা জানা যায়, সেই তুলা নয়। এই স্থলে নির্ণয়ন ভঙ্গ হইল।

বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে দ্রব্যের আজ্ঞা হইলে নির্ণয়নের কথা।

১১৪ ধারা। বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত রীতিমতে বিশেষ নামের দ্রব্যের ব্যবহার হইয়া থাকিলে, যদি সেই কার্য্যের নিমিত্তে সেই নামের দ্রব্য পাঠাইবার আজ্ঞা হয়, তবে বিক্রেতা যে দ্রব্য দেন, তাহা সেই কার্য্যের উপযুক্ত ভাবতঃ এমত নির্ণয়ন বোধ হয়।

উদাহরণ।

আনিল তামার কারিকর। বলরাম নৌকায় পাত মারিয়া দিবার জন্যে তামা দিতে আজ্ঞা করেন, আনিল সেই আজ্ঞা পাইয়া তামা পাঠাইলেন। ইহাতে নৌকায় পাত মারিবার জন্যে সেই তামা উপযুক্ত, ভাবতঃ তাঁহার এমন নির্ণয়ন করা হইয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় হইবে নির্ণয়নের কথা।

১১৫ ধারা। নির্দ্দিষ্ট প্রকারের সুপ্রসিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় হইলে সেই দ্রব্য যে বিশেষ কোন কার্য্যের উপযুক্ত, ভাবতঃ এমত নির্ণয়ন হয় না।

উদাহরণ।

আনন্দ তূলা পরিষ্কার করিবার এক নূতন যন্ত্রের অধিকারী। বলরাম তাঁহার নিকটে এই মর্ম্মের পত্র পাঠান যে আমার কুঠির তূলা পরিষ্কার করিবার জন্যে আপনকার পেটেণ্ট যন্ত্র আমার নিকটে পাঠাইবেন, আনন্দ সেই আজ্ঞা পাইয়া যন্ত্র পাঠান। সেই যন্ত্র "আনন্দের তূলা পরিষ্কার করিবার যন্ত্র" নামে প্রসিদ্ধ দ্রব্য ভাবতঃ আনন্দের এমন নির্ণয়ন হইল, কিন্তু সেই যন্ত্র বলরামের কুঠির তূলা পরিষ্কার করণ রূপ বিশেষ কার্য্যের উপযুক্ত ইহার নির্ণয়ন হয় নাই।

অপ্রকাশ দোষের জন্যে যে স্থলে বিক্রেতা দায়ী নহেন, তাহার কথা।

১১৬ ধারা। যদি প্রতারণা না থাকে এবং দ্রব্যের গুণের স্পষ্ট নির্ণয়ন না হয়, তবে সেই দ্রব্য যে প্রকারের দ্রব্য বলিয়া বিক্রয় হইল, সেই প্রকারের দ্রব্য হইলে বিক্রেতা তাহার অপ্রকাশ দোষের নিমিত্তে দায়ী হন না।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করেন। কিন্তু ক্রয় করিবার সময়ে আনন্দ ঐ ঘোড়ার যে দোষের কথা জানিতেন না, পরে সেই দোষ দেখা গেল। আনন্দ তাহার দায়ী নহেন।

নির্ণয়ন ভঙ্গ হইলে ক্রেতার অধিকারের কথা।

১১৭ ধারা। যদি নির্ণয়নের সহিত বিশেষ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেওয়া যায় ও গ্রাহ্য হয়, তবে নির্ণয়ন ভঙ্গ হইলেও বিক্রয় তৎপ্রযুক্ত অসিদ্ধ হয় না। কিন্তু নির্ণয়নের ভঙ্গ হেতু, ক্রেতার যে ক্ষতি হয়, তিনি বিক্রেতার স্থানে তাহার পরিশোধ পাইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে নির্ণয়বাক্য সহিত কোন ঘোড়া নির্দ্দোষ বলিয়া বিক্রয় করেন। বিক্রয় কালে ঘোড়া নির্দ্দোষ নহে, ইহা পরে প্রকাশ হইল। ঘোড়ার দোষহেতুক বলরামের যে ক্ষতি হইল, তিনি আনন্দের স্থানে তাহার প্রতিকার পাইতে পারিবেন।

অনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের বিষয়ে নির্ণয়ন ভঙ্গ হইলে ক্রেতার অধিকারের কথা।

১১৮ ধারা। চুক্তি করিবার সময়ে যে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কি নাই ছিল, সেই দ্রব্য বিক্রয় করিবার চুক্তি করা গেলেও তাহার সঙ্গে নির্ণয়ন বাক্য কহা গেলে, যদি সেই নির্ণয়ন ভঙ্গ হয়,

তবে ক্রেতার নিকট দ্রব্য আনা গেলে, তিনি ঐ দ্রব্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিম্বা গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

কিম্বা সেই দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময় রাখিয়া তৎপরে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু এই স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত স্বামিস্বরূপ তাঁহার যে কার্য্য করা আবশ্যক, তিনি ঐ সময়ে ঐ দ্রব্য লইয়া অন্য কার্য্য যেন না করেন।

উক্ত অন্যতর স্থলে নির্ণয়নভঙ্গহেতুক ক্রেতার হানি হইলে, বিক্রেতার স্থানে তাঁহার সেই হানিপূরণ পাইবার অধিকার আছে। কিন্তু ক্রেতা যদি দ্রব্য গ্রাহ্য করিয়া হানিপূরণের দাওয়া করিতে মনস্থ করেন, তবে নির্ণয়ন ভঙ্গ হইবার কথা জানিবার পর উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাঁহার সেই মনস্থ জ্ঞাত করিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম আনন্দের নিকট তুলা পাইবার প্রার্থনা না করিলেও আনন্দ নমুনা দেখাইয়া বলরামের নিকট ২০০ বস্তা অনির্দ্দিষ্ট তুলা বিক্রয় করিয়া সমর্পণ করিবার করার করেন। বলরামকে তুলা দেওয়া গেলে তাহা নমুনার সঙ্গে মিলে না। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যে যুক্তিমতে যত সময় লাগে, বলরাম তাহার অধিক কাল না রাখিলে তাহা ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

(খ) বলরাম ময়দার নমুনা দেখিয়া আনন্দের স্থানে, তাহার ১৫ বস্তা কিনিতে করার করেন। বলরামকে ময়দা দেওয়া গেলে তিনি তাহার মূল্য দিলেন। পরে বলরাম তাহা পরীক্ষা করিয়া ঐ ময়দা নমুনার সঙ্গে মিলে না দেখিয়া আনন্দকে হানিপূরণের দাওয়া করিবার মনস্থ জানাইলেন। পরে বলরাম ২ বস্তা ময়দা কোন কার্য্যে ব্যবহার করেন ও এক বস্তা বিক্রয় করেন। এমন সময়ে তিনি চুক্তি অসিদ্ধ করিয়া মূল্য ফিরিয়া পাইতে পারিবেন না। কিন্তু নির্ণয়ন ভঙ্গহেতু তাঁহার যে হানি হইল, আনন্দের স্থানে তাঁহার সেই হানিপূরণ পাইবার অধিকার আছে।

(গ) আনন্দের আজ্ঞামতে বলরাম তাহার নিমিত্ত দুই যোড়া জুতা প্রস্তুত করে, আনন্দের নিকট আনিয়া দিলে তাহা আনন্দের পায়ে হইল না। আনন্দ দুই যোড়া এক দিন রাখিয়া এক যোড়া পায়ে দিয়া কিঞ্চিৎকাল ঘরে বেড়ায়, আর এক যোড়া পরিয়া অনেক দূরে বেড়াইয়া আইলেন। এমন স্থলে তিনি প্রথম যোড়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় যোড়া তাহার রাখিতে হইবে, কেবল সেই যোড়ার দোষে তাহার যে হানি হইয়া থাকে, সেই হানিপূরণ পাইতে পারিবে।

## বিবিধ বিষয়ের বিধি।

যে দ্রব্যের আদেশ হয় নাই, তাহা আদেশমত দ্রব্যের সঙ্গে পাঠান গেলে, ক্রেতার তাহা গ্রাহ্য করিবার অসম্মতির কথা।

১১৯ ধারা। কোন দ্রব্য পাঠাইবার আদেশ হইলে যদি বিক্রেতা তাহার সহিত অনাদেশমত দ্রব্য পাঠান, তবে আদেশমত ও আদেশ না করা ঐ ঐ দ্রব্য পৃথক্ করিলে ক্ষতির সম্ভাবনা। ক্লেশ হইলে ক্রেতা তদ্রূপ প্রেরিত সমুদয় দ্রব্য গ্রাহ্য করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে বিশেষ প্রকারের কাচের দ্রব্য পাঠাইতে আদেশ করেন। বলরাম খুঁড়িতে করিয়া ঐ কাচের দ্রব্য সহিত অন্য অনেক দ্রব্যও পাঠাইলেন। আনন্দ ঐ প্রেরিত সমস্ত দ্রব্য লইতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

দ্রব্য গ্রহণ করিবার অন্যায়মত অসম্মতির ফলের কথা।

১২০ ধারা। যদি ক্রেতা আপনার নিকটে বিক্রীত কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে অন্যায়মত অস্বীকার করেন, তবে তাহা বিক্রয়ের চুক্তিভঙ্গের তুল্য হয়।

ক্রেতা অবধারিত সময়ে মূল্য না দিলে বিক্রেতার সেই বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার অধিকারের কথা।

১২১ ধারা। বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতাকে দেওয়া গেলে পর, ক্রেতা নিরূপিত সময়ে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য না দিলে বিক্রেতা সেই বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারেন, চুক্তিতে এই প্রকারের করার না থাকিলে ক্রেতার সেই মূল্য না দেওয়া প্রযুক্ত বিক্রেতার ঐ করার অসিদ্ধ করিবার অধিকার নাই।

নীলামের লাট বিক্রয় ও হস্তান্তর করিবার কথা।

১২২ ধারা। নীলামে দ্রব্য বিক্রয় হইলে, প্রত্যেক লাটে যত দ্রব্য ধরা যায়, পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বিক্রয় হইয়া থাকে ও প্রত্যেক লাটে যে ব্যক্তি উচ্চ মূল্যে ডাকে, তাহার নামে ঘা মারা গেলেই ঐ দ্রব্যের স্বামিত্ব তাহার প্রতি অর্পিত হয়।

নীলামের মিথ্যা ডাকের দ্বারা বিক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি করিবার উদ্যোগ করিলে তাহার ফলের কথা।

১২৩ ধারা। নীলামে দ্রব্য বিক্রয় কালে যদি বিক্রেতা ডাকের ছলনা করিয়া দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে, তবে ক্রেতার ইচ্ছা হইলে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারিবে।

---

# অষ্টম অধ্যায়।

## ক্ষতি নিষ্কৃতির ও প্রাতিভাব্যের বিধি।

ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি এই কথার অর্থ।

১২৪ ধারা। কোন ব্যক্তির নিজ কার্য্য কি অন্যের কার্য্যদ্বারা অপর ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, তাঁহাকে ক্ষতি হইতে বাঁচাইব বলিয়া যে চুক্তি করা যায়, তাহা ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) চন্দ্র বলরামের নামে ২০০ শত টাকা মূল্যের মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য করিলে তাহার ফলে যদি বলরামের সেই ক্ষতি হয়, তবে সেই ক্ষতিপূরণ করিব বলিয়া আনন্দ চুক্তি করেন। ইহা ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি।

যে ব্যক্তির নিকট ক্ষতিনিষ্কৃতির অঙ্গীকার করা যায়, তাঁহার নামে নালিশ হইলে তাঁহার অধিকারের ও দায়ের কথা।

১২৫ ধারা। ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিক্রমে যে ব্যক্তির নিকট অঙ্গীকার করা যায়, তিনি আপনার ক্ষমতার মধ্যে কর্ম্ম করিলে অঙ্গীকারকারীর স্থানে এই এই ক্ষতির শোধ পাইতে পারিবেন অর্থাৎ

(১) ক্ষতিনিষ্কৃতির অঙ্গীকার যে বিষয়ে খাটে, এমত বিষয়ের কোন মোকদ্দমায় তাঁহারা যে হানিপূরণ করিতে হইল, তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

(২) উক্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করণে কিম্বা তাহার উত্তর দেওনে যদি অঙ্গীকারকারীর আজ্ঞার বিপক্ষ কার্য্য না করিয়া থাকেন ও ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি না থাকিলে পরিণামদর্শিতাপূর্ব্বক তাঁহার যদ্রূপে কর্ম্ম করা উচিত হইত, যদি তদ্রূপে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কিম্বা যদি অঙ্গীকারকারী তাঁহাকে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কি তাহার উত্তর দিবার অনুমতি দিয়া থাকেন, তবে সেই মোকদ্দমায় তাহার যত খরচা দিতে হয়, তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

(৩) উক্ত মোকদ্দমার রাজীনামা হইলে যদি সেই রাজীনামা অঙ্গীকারকারীর আজ্ঞার বিপক্ষ না হয়, এবং ক্ষতিনিষ্কৃতির কোন চুক্তি না থাকিলে যদি পরিণামদর্শিতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, তাঁহার সেই রাজীনামা করা উচিত হইত, কিম্বা যদি অঙ্গীকারকারী তাঁহাকে মোকদ্দমার রাজীনামা করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন, তবে সেই রাজীনামার নিয়মমতে তিনি যত টাকা দিলেন, তত টাকা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

প্রাতিভাব্য, প্রতিভূ, মুখ্য ঋণী, ও উত্তমর্ণ এই সকল শব্দের অর্থ।

১২৬ ধারা। অন্যের অঙ্গীকারমতে কর্ম্ম করিবার কিম্বা তাঁহার স্বীকৃত দায় শোধ করিবার ত্রুটি হইলে, আমি সেই কর্ম্ম করিব, কি সেই দায় শোধ করিব বলিয়া তৃতীয় ব্যক্তি যে চুক্তি করেন তাহা প্রাতিভাব্যের চুক্তি। যে ব্যক্তি প্রাতিভাব্য দেন তিনি প্রতিভূ। যে ব্যক্তির ত্রুটির সম্ভাবন হেতু প্রাতিভাব্য দেওয়া যায়, তাঁহাকে মুখ্যঋণী ও যাহাকে প্রাতিভাব্য দেওয়া যায়, তাঁহাকে উত্তমর্ণ বলা যায়। প্রাতিভাব্য বাচনিক কিম্বা লিখিত হইতে পারিবে।

প্রাতিভাব্যের প্রবৃত্তির কথা।

১২৭ ধারা। মুখ্যঋণীর উপকারার্থে যে কার্য্য করা যায়, কিম্বা যে অঙ্গীকার করা যায়, তাহা প্রতিভূর প্রাতিভাব্য দানের বিশিষ্টরূপ প্রবৃত্তি হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম আনন্দের স্থানে হাওলাতে কয়েক দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইতে চাহেন, আনন্দ কহেন যে, চন্দ্র সেই দ্রব্যের মূল্যের প্রতিভূ হইলে দিব। চন্দ্র কহেন যে, আনন্দ সেই দ্রব্য দিতে অঙ্গীকার করিলে, আমি প্রতিভূ হইব। ইহাই চন্দ্রের অঙ্গীকারের বিশিষ্টরূপ প্রবৃত্তি।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট কয়েক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেন। পরে চন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন যে, আপনি সেই ঋণের জন্যে বলরামের নামে এক বৎসর পর্য্যন্ত নালিশ করিতে ক্ষান্ত থাকুন। ইহার মধ্যে বলরাম ঐ টাকা না দিলে আমি দিব। আনন্দ সেই আদেশমতে নালিশ করিলেন না। ইহারা চন্দ্রের অঙ্গীকারের বিশিষ্ট প্রবৃত্তি।

(গ) আনন্দ বলরামের নিকট কয়েক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দিলেন। পরে চন্দ্র বিনা প্রবৃত্তিতে বলেন যে, বলরাম ঐ টাকা না দিলে আমি দিব। ঐ কথার অসিদ্ধ।

প্রতিভূর দায়ের কথা।

১২৮ ধারা। চুক্তিপত্রের প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে প্রতিভূর দায় মুখ্যঋণীর দায়ের সমতুল্য।

উদাহরণ।

চন্দ্র হুণ্ডী সাকরাইয়া দিলেন এবং আনন্দ বলরামের নিকট সেই হুণ্ডীর টাকা পাইবার প্রতিভূ হন। পরে চন্দ্র সেই হুণ্ডী অগ্রাহ্য করিলেন। এমন স্থলে আনন্দ সেই হুণ্ডীর টাকার দায়ী এবং তাহার উপর যে সুদ ও খরচা পাওনা হয় তাহারও দায়ী হন।

চিরপ্রাতিভাব্যের কথা।

১২৯ ধারা। প্রাতিভাব্য ক্রমিক ব্যাপার শ্রেণীর প্রতি বর্ত্তিলে, তাহা চিরপ্রাতিভাব্য বলা যায়।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম আপন জমিদারীর খাজানা আদায়ের জন্যে চন্দ্রকে নিযুক্ত করেন, আনন্দ এই প্রার্থনা করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, চন্দ্র ঐ খাজনা উপযুক্তরূপে আদায় করিয়া দিবেন, এই বিষয়ে আমি পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দায়ী থাকিলাম। এই প্রাতিভাব্য চিরপ্রাতিভাব্য।

(খ) বলরাম চা-ব্যবসায়ী। আনন্দ তাঁহাকে কহেন আপনি চন্দ্রকে যে চা দিবেন আমি ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্যের দায়ী। বলরাম চন্দ্রকে সহস্র টাকার অধিক মূল্যের চা দিলে চন্দ্র বলরামকে তাহার মূল্য দিলেন। তাহার পর বলরাম চন্দ্রকে দুই হাজার টাকা মূল্যের চা দেন, কিন্তু চন্দ্র সেই টাকা দিলেন না। আনন্দ যে প্রাতিভাব্য দিয়াছিলেন, তাহা চিরপ্রাতিভাব্য, অতএব তিনি বলরামের নিকট সহস্র টাকা পর্য্যন্ত দায়ী আছেন।

(গ) আনন্দ বলরামের নিকট এই অঙ্গীকার করেন যে, আপনি চন্দ্রকে পাঁচ বস্তা ময়দা দিলে আমি একমাসের মধ্যে তাহার মূল্য দিবার প্রতিভূ হইলাম, বলরাম চন্দ্রকে সেই পাঁচ বস্তা দিলে, চন্দ্র তাহার মূল্য দিলেন, তাহার পর বলরাম চন্দ্রকে আর চারি বস্তা দেন, কিন্তু চন্দ্র তাহার মূল্য দিলেন না। উক্ত স্থলে আনন্দ যে প্রাতিভাব্য দিয়াছিলেন, তাহা চিরপ্রাতিভাব্য নয়, অতএব তিনি ঐ চারি বস্তার মূল্যের দায়ী নহেন।

চিরপ্রাতিভাব্য রহিত করিবার কথা।

১৩০ ধারা। প্রতিভূ কোন সময়ে উত্তমর্ণকে সংবাদ দিয়া ভাবী ব্যাপার বিষয়ে চির-প্রাতিভাব্য রহিত করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট কহেন, আপনি যদি চন্দ্রের নিমিত্তে হুণ্ডীর উপর ডিস্-কৌণ্ট লইয়া তাহার টাকা দেন, তবে আমি সেই সকল হুণ্ডীর টাকা দিবার বিষয়ে বারমাস পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার টাকার জাইনে প্রতিভূ হইব। তদনুসারে বলরাম চন্দ্রের দুই হাজার টাকার হুণ্ডীর উপর ডিস্কৌণ্ট লইয়া তাহার টাকা দেন। তিন মাস গত হইলে আনন্দ সেই প্রাতিভাব্য রহিত করিলেন, তৎপরে বলরাম চন্দ্রের যে কোন হুণ্ডীর ডিস্কৌণ্ট করেন, আনন্দ তাহার দায়ী হইবেন না, কিন্তু যদি চন্দ্র উক্ত দুই হাজার টাকা না দেন, তবে আনন্দ তাহার জন্য বলরামের নিকটে দায়ী।

(খ) বলরাম চন্দ্রের উপর যত হুণ্ডী দেন, চন্দ্র তাহার টাকা দিবেন, আনন্দ এই বিষয়ে বলরামের নিকট দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রতিভূ হইলেন। বলরাম চন্দ্রের নামে হুণ্ডী দেন।

চন্দ্র সেই হুণ্ডী সাকরাইয়া দিলেন। তৎপরে আনন্দ ঐ প্রাতিভাব্য রহিত হওয়ার সংবাদ দেন। হুণ্ডীর মিয়াদ পূর্ণ হইলে চন্দ্র টাকা দেন না। এই স্থলে আনন্দ প্রাতিভাব্যক্রমে দায়ী আছেন।

প্রতিভূর মৃত্যুর দ্বারা চিরপ্রাতিভাব্য রহিত হইবার কথা।

১৩১ ধারা। যদি প্রকারান্তরের চুক্তি না হইয়া থাকে, তবে প্রতিভূর মৃত্যুর দ্বারা ভাবী ব্যাপার সম্পর্কে চির প্রাতিভাব্য রহিত হয়।

দুই ব্যক্তি প্রধানরূপে দায়ী হইলে, প্রাতিভাব্য বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কোন নিয়ম থাকিলেও দায়ের ব্যতিক্রম না হইবার কথা।

১৩২ ধারা। দুই ব্যক্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট দায় স্বীকার করিবার চুক্তি করেন এবং সেই দুই ব্যক্তি পরস্পর এই চুক্তি করেন যে, তাঁহাদের মধ্যে একের ত্রুটি না হইলে অন্য ব্যক্তি দায়ী হইবেন না। উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি সেই চুক্তির ভাগী নহেন, কিন্তু সেই চুক্তি হইয়াছে, ইহা জানেন। এইস্থলে ঐ দ্বিতীয় চুক্তি থাকিলেও প্রথম চুক্তিমতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ঐ দুই ব্যক্তির দায়ের ব্যতিক্রম হয় না।

উদাহরণ।

আনন্দ ও বলরাম একত্রে ও স্বতন্ত্রে চন্দ্রের নিকট খত লিখিয়া দেন। বস্তুতঃ আনন্দ বলরামের প্রতিভূ হইয়া তাহা করিলেন এবং সেই পত্র করণ সময়ে চন্দ্র ইহা জানিতেন। পরে চন্দ্র ঐ খতের উপর আনন্দের নামে নালিশ করিলে, আনন্দ এই উত্তর দেন যে,আমি বলরামের প্রতিভূ হইয়া তাহা করিলাম, চন্দ্রও তাহা জানিতেন। এই কথা গ্রাহ্য নহে।

চুক্তির নিয়ম মতান্তর হইলে প্রতিভূর মুক্তির কথা।

১৩৩ ধারা। মুখ্য ঋণীর ও উত্তমর্ণের মধ্যে যে চুক্তি ছিল প্রতিভূর সম্মতি ভিন্ন, সেই চুক্তির নিয়মের কোন অংশের পরিবর্ত্তন হইলে, সেই পরিবর্ত্তনের পর যে ব্যাপার হয়, প্রতিভূ তাহা হইতে মুক্ত হন।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম চন্দ্রের ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হইলে সদাচরণ করিবেন, আনন্দ এই বিষয়ে চন্দ্রের নিকট প্রতিভূ হইলেন। পরে আনন্দের সম্মতি ভিন্ন বলরামের ও চন্দ্রের মধ্যে এই নিয়ম হইল যে, বলরামের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাইবে এবং কোন ব্যক্তির খাতামতে ব্যাঙ্কে তাঁহার যত টাকা থাকে, তিনি তদধিক টাকার চ্যাক দিলে যদি টাকার হানি হয়, তবে বলরাম তাহার চতুর্থাংশের দায়ী হইবেন। ঐ ব্যাঙ্কে কোন ব্যক্তির যত টাকা থাকে বলরাম তাঁহাকে তদধিক লইতে অনুমতি দিলে, ব্যাঙ্কের অনেক ক্ষতি হইল, এমন স্থলে আনন্দের অনুমতি ভিন্ন নিয়মের পরিবর্ত্তন হওয়াতে তিনি প্রতিভূ পদ হইতে মুক্ত হন ও ঐ ক্ষতিপূরণ করিবার দায়ী নহেন।

(খ) ব্যবস্থাপ্রণেতাদের আইনে কোন পদসংক্রান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইলে, চন্দ্র বলরামকে সেই পদে নিযুক্ত করিলে, বলরাম সদাচরণ করিবেন, আনন্দ চন্দ্রের নিকট এই বিষয়ের প্রতিভূ হইলেন। পশ্চাৎ কোন আইন দ্বারা ঐ পদসংক্রান্ত কর্ম্মের গুরুতর পরিবর্ত্তন হইল। পরে বলরাম অসদাচার করেন। এমন স্থলে আনন্দের প্রাতিভাব্যক্রমে যে দায় ছিল, আইন

পরিবর্ত্ত হওয়াতে তিনি উত্তরকালীন সেই দায় হইতে মুক্ত হইবেন। কর্ত্তব্য যে কর্ম্মের বিষয়ে বলরামের অসদাচার হইল, যদিও শেষোক্ত আইনের সহিত তাহার সম্পর্ক না থাকে, তথাপি আনন্দ মুক্ত হইবে।

(গ) চন্দ্র বলরামকে বার্ষিক বেতন দিয়া মাল বিক্রয় করিবার জন্যে কেরাণীর পদে নিযুক্ত করিলে, তাঁহার হাতে যত টাকা আইসে, বলরাম তাহার হিসাব নিয়মিতরূপে দিবেন, আনন্দ চন্দ্রের নিকট ইহার প্রতিভূ হন। পরে আনন্দের অজ্ঞাতসারে ও সম্মতি ভিন্ন চন্দ্রের ও বলরামের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছিল যে, বলরামের নির্দ্ধারিত বেতন রহিত হইবে ও তৎপরিবর্ত্তে তিনি যত মাল বিক্রয় করেন, তাহার উপর কমিশ্যন পাইবেন। তৎপরে যদি বলরাম অসদাচরণ করেন, তবে আনন্দ তাহার দায়ী হইবেন না।

(ঘ) চন্দ্র বলরামকে হাওলাতে যত তৈল দেন, আনন্দ তাহার মূল্যের জন্যে চন্দ্রের নিকট তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত চিরপ্রতিভূ হইলেন। তৎপরে বলরামের অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে বলরামের ও চন্দ্রের মধ্যে এই নিয়ম হইল যে, চন্দ্র নগদ টাকা লইয়া বলরামকে তৈল দিতে থাকিবেন, এইরূপে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহা হইতে চন্দ্রের নিকট তাঁহার ঋণ শোধ হইবে। কিন্তু আনন্দ তাহা জানিতেন না। এই নূতন নিয়ম হইলে পর, বলরামকে যে কোন দ্রব্য দেওয়া যায়, আনন্দ স্বীয় প্রাতিভাব্যপ্রযুক্ত দায়ী হইবেন না।

(ঙ) চন্দ্র মার্চ্চ মাসের ১লা তারিখে বলরামকে ৫০০০ টাকা কর্জ্জ দিতে চুক্তি করেন। আনন্দ ঐ টাকা ফিরিয়া দিবার প্রতিভূ হইলেন। চন্দ্র জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখে বলরামকে ঐ ৫০০০ টাকা দেন, এই স্থলে চুক্তি পরিবর্ত্তন হওয়াতে চন্দ্র মার্চ্চ মাসের ১লা তারিখের পূর্ব্বে বলরামের নামে ঐ টাকার নিমিত্ত নালিশ করিতেও পারিবেন। অতএব আনন্দ সেই দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

ক্ষমাকরণ দ্বারা কিম্বা মুখ্য ঋণীর মুক্ত হওন দ্বারা প্রতিভূর মুক্তির কথা।

১৩৪ ধারা। উত্তমর্ণের ও মুখ্য ঋণীর মধ্যে কোন চুক্তি হইয়া যদি তদ্দ্বারা মুখ্য ঋণী ক্ষমা পান, কিম্বা যদি উত্তমর্ণের কোন ক্রিয়ার কি ক্রটির আইন-অনুযায়ী ফলস্বরূপে মুখ্য ঋণী মুক্ত হন, তবে সেই চুক্তির কি ক্রিয়ার কি ক্রটির দ্বারা প্রতিভূ মুক্ত হন।

উদাহরণ।

(ক) চন্দ্র বলরামকে যে যে দ্রব্য দিবেন, আনন্দ তজ্জন্য চন্দ্রকে প্রাতিভাব্য দেন। চন্দ্র বলরামকে সেই সেই দ্রব্য দিলেন। পরে বলরামের অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে তিনি চন্দ্রকেও লইয়া সকল উত্তমর্ণের সহিত এই নিয়ম করিলেন যে, আমি নিজের সমুদয় সম্পত্তি তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব, আমার স্থানে তোমাদের যাহা পাওনা থাকে, তাহা হইতে আমাকে মুক্তি দেও। এমন স্থলে চন্দ্রের সহিত উক্ত চুক্তি হইয়া বলরামের যে ঋণ হয়, তিনি সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন। আনন্দ প্রতিভূ পদ হইতে মুক্ত হইলেন।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট এই অঙ্গীকার করিলেন যে, আপন জমীতে নীল উৎপন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে আপনাকে দিব ও সেই কার্য্য নিষ্পাদন হওন বিষয়ে চন্দ্র আনন্দের প্রতিভূ

হইলেন। যে জলস্রোত হইতে আনন্দের ভূমিতে জল সেচাইয়া দেওয়া যায়, বলরাম সেই স্রোত অন্য দিকে ফিরাইলে, আনন্দের ঐ নীল উৎপন্ন করিবার বাধা হইল। চন্দ্র স্বীয় প্রাতিভাব্য হেতুক আর দায়ী নহেন।

(গ) আনন্দ বলরামের নিকট এই অঙ্গীকার করিলেন যে, আমি অবধারিত এত টাকা লইয়া নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে আপনার ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিব, কিন্তু কড়িকাষ্ঠ আপনার দিতে হইবে। আনন্দের সেই চুক্তি সাধন করিবার বিষয়ে চন্দ্র তাঁহার প্রতিভূ হইলেন। বলরাম কড়িকাষ্ঠ দিলেন, চন্দ্র প্রাতিভাব্য হইতে মুক্ত হইলেন।

উত্তমর্ণ মুখ্য ঋণীর সঙ্গে রফা করিলে, কিম্বা তাঁহাকে সময় দিলে, কি তাঁহার নামে নালিশ না করিতে অঙ্গীকার করিলে প্রতিভূর মুক্তির কথা।

১৩৫ ধারা। উত্তমর্ণের ও মুখ্যঋণীর মধ্যে চুক্তি হইয়া যদি তদ্দ্বারা উত্তমর্ণ ঐ মুখ্যঋণীর সহিত রফা করেন, কিম্বা তাঁহাকে সময় দিতে কি তাঁহার নামে নালিশ না করিতে অঙ্গীকার করেন, এমন স্থলে প্রতিভূর সম্মতিতে ঐ চুক্তি না হইলে প্রতিভূ সেই চুক্তি দ্বারা মুক্ত হন।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে মুখ্যঋণীকে সময় দিবার প্রতিজ্ঞা করা গেলে প্রতিভূর মুক্ত না হওয়ার কথা।

১৩৬ ধারা। যদি উত্তমর্ণ মুখ্যঋণীর নিকটে সময় দিবার চুক্তি না করিয়া অপর ব্যক্তির নিকটে চুক্তি করেন, তবে প্রতিভূ মুক্ত হন না।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের প্রতিভূ হইয়া চন্দ্রকে বলরামের নামে হুণ্ডী দেন, বলরাম তাহা সাকরিয়া দিলেন। সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইলেও চন্দ্র তাহার টাকা আদায় না করিয়া মনোমোহনের নিকট বলরামকে সময় দিবার জন্য অঙ্গীকার করিলেন। আনন্দ মুক্ত হইলেন না।

উত্তমর্ণ নালিশ করিতে নিরস্ত হইলেও প্রতিভূর মুক্ত না হওয়ার কথা।

১৩৭ ধারা। যদি উত্তমর্ণ কেবল ক্ষমাগুণে মুখ্যঋণীর নামে নালিশ করিতে কিম্বা অন্য উপায় প্রবল করিতে ক্ষান্ত হন, তবে প্রতিভূপত্রে তদ্বিপক্ষ নিয়ম না থাকিলে প্রতিভূ তাহার সেই ক্ষতি হেতুক মুক্ত হন না।

উদাহরণ।

বলরাম চন্দ্রের টাকা ধারেন। আনন্দ তাহার প্রতিভূ। ঐ ঋণ পরিশোধ করিবার সময় গত হইলেও চন্দ্র এক বৎসর পর্য্যন্ত বলরামের নামে নালিশ করিলেন না। আনন্দ প্রতিভূ পদ হইতে মুক্ত হইলেন।

অনেক প্রতিভূর মধ্যে এক জন মুক্ত হইলেও, অন্যদের মুক্ত না হওয়ার কথা।

১৩৮ ধারা। যদি দুই কি তদধিক জন একত্রে প্রতিভূ হন, তবে উত্তমর্ণ এক জনকে মুক্ত করিলে অন্যেরা মুক্ত হন না এবং সহপ্রতিভূর নিকটে সেই ব্যক্তির যে দায় আছে, তিনি তদ্দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত হন না।

উত্তমর্ণের ক্রিয়া কি ক্রটিদ্বারা প্রতিভূর ভাবী প্রতিকার পাইবার উপায়ের হানি হইলে, ঐ প্রতিভূর মুক্তির কথা।

১৩৯ ধারা। উত্তমর্ণ প্রতিভূর অধিকারের অসঙ্গত কোন ক্রিয়া করাতে কিম্বা প্রতিভূর

পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার যে কার্য্য করা উচিত, তাহা না করাতে যদি মুখ্যঋণীর স্থানে প্রতিভূর প্রতিকার পাইবার উপায়ের হানি হয়, তবে প্রতিভূ মুক্ত হন।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম চন্দ্রের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে এক খান জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং জাহাজের কোন কোন অংশ প্রস্তুত হইতে হইতে ঐ মূল্য কিস্তি করিয়া ক্রমে ক্রমে দেওয়া যাইবে। বলরাম ঐ প্রতিজ্ঞামতে উপযুক্তরূপে কার্য্য সাধন করিবেন, এই বিষয়ে আনন্দ তাঁহার প্রতিভূ হইলেন। আনন্দের অজ্ঞাতসারে চন্দ্র বলরামকে শেষ দুই কিস্তির টাকা অগ্রিম দেন। তাঁহার সেই টাকা দেওন দ্বারা আনন্দ মুক্ত হইলেন।

(খ) বলরাম ও তাহার প্রতিভূ আনন্দ একত্রে ও স্বতন্ত্রে চন্দ্রের নামে টাকা দিবার খত ও বলরামের দ্রব্য সামগ্রীর বিক্রয়পত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে, চন্দ্র সেই প্রতিভূ পাইয়া বলরামকে ঋণ দিলেন। সেই বিক্রয়পত্রের মর্ম্ম এই, চন্দ্র ঐ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া ঐ খতের টাকা লইতে পারিবেন। পরে চন্দ্র ঐ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিলেন, কিন্তু তাঁহার অসদাচরণ ও ইচ্ছাপূর্ব্বক শৈথিল্য দ্বারা ঐ দ্রব্যের অতি অল্প মূল্য পাওয়া গেল। ইহাতে ঐ খতক্রমে যে দায় থাকে, আনন্দ তাহা হইতে মুক্ত হইলেন।

(গ) বলরামের স্থানে কর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্যে আনন্দ তাঁহার নিকট মদনকে রাখিয়া মদনের বিশ্বস্ততা জন্য বলরামকে প্রাতিভাব্য দিলেন। বলরামও আপনি অঙ্গীকার করিলেন যে মদন ন্যূনকল্পে এক মাসের মধ্যে সমুদয় টাকা গণিয়া দেন, আমিই এই বিষয় দেখিব। বলরাম অঙ্গীকারমতে তাহা করিলেন না ও মদন তহবিল ভঙ্গ করিলেন। আনন্দ স্বীয় প্রাতিভাব্যক্রমে বলরামের নিকট দায়ী নহেন।

ঋণ শোধ হইলে, কি কর্ম্ম সাধন হইলে, প্রতিভূর অধিকারের কথা।

১৪০ ধারা। যে ঋণের প্রাতিভাব্য দেওয়া গেল, সেই ঋণ পাওয়া হইলে, কিম্বা যে কর্ম্ম সাধনের জন্যে প্রাতিভাব্য দেওয়া গেল, মুখ্যঋণীর সেই কর্ম্ম সাধন করিবার ত্রুটি হইলে, প্রতিভূ যে ঋণের জন্যে ও যে সকল কর্ম্ম সম্পাদনের জন্যে দায়ী ছিলেন, যদি আপনি সেই ঋণ শোধ কি সেই কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তবে মুখ্যঋণীর বিপক্ষে উত্তমর্ণের যে অধিকার ছিল, প্রতিভূর সেই সমুদয় অধিকার বর্ত্তিবে।

উত্তমর্ণের প্রাতিভাব্য দ্বারা প্রতিভূর লভ্য প্রাপণের অধিকারের কথা।

১৪১ ধারা। যে সময়ে চুক্তি করা যায়, সেই সময়ে মুখ্যঋণীর দ্বারা ক্ষতি না হইবার জন্যে উত্তমর্ণ যে যে প্রাতিভাব্য পাইয়াছেন, প্রতিভূ সেই সকলের কথা জ্ঞাত হউন বা না হউন, সেই প্রাতিভাব্যদ্বারা উপকার সম্ভাবনা হইলে প্রতিভূর তাহা পাইবার অধিকার আছে। যদি উত্তমর্ণ ঐ প্রাতিভাব্য হারাইয়া ফেলেন, কিম্বা প্রতিভূর অনুমতি বিনা ত্যাগ করেন, তবে ঐ প্রাতিভাব্যের যত টাকা মূল্য হয়, প্রতিভূ তত টাকা পর্য্যন্ত মুক্ত হইবেন।

উদাহরণ।

(ক) চন্দ্রমোহন আনন্দকে প্রতিভূ লইয়া আপন প্রজা বলরামকে ২,০০০ টাকা দিলেন, তদ্ভিন্ন সেই ২,০০০ টাকার জন্যে বলরাম নিজ দ্রব্য সামগ্রী বন্ধক রাখিয়াছেন। পরে চন্দ্র

সেই বন্ধক ত্যাগ করিলেন, বলরামও ঋণশোধে অক্ষম হইলেন। তাহাতে আনন্দ প্রতিভূ আছেন বলিয়া চন্দ্র তাঁহার নামে নালিশ করিলেন। ঐ দ্রব্য সামগ্রীর যত মূল্য হয়, আনন্দ তত টাকার দায় হইতে মুক্ত হইবেন।

(খ) চন্দ্র নামক উত্তমর্ণ বলরামকে অগ্রিম টাকা দিয়া তাহার প্রতিভূস্বরূপ ডিক্রী প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন আনন্দও ঐ টাকার প্রতিভূ হইলেন। তৎপরে ডিক্রীমতে যে দ্রব্য লওয়া যাইতে পারে, চন্দ্র বলরামের সেই দ্রব্য লইয়া আনন্দের অজ্ঞাতসারে ডিক্রীজারী রহিত করিলেন। তাহা হইলে আনন্দ মুক্ত হইবেন।

(গ) বলরাম চন্দ্রের স্থানে ঋণ চাহিলে, আনন্দ বলরামের প্রতিভূ হইয়া তাঁহার সহিত একত্রে চন্দ্রকে খত লিখিয়া দেন। পরে চন্দ্র বলরামের স্থানে সেই ঋণের জন্যে অন্য প্রাতিভাব্য লন। তৎপরে চন্দ্র সেই অন্য প্রাতিভাব্য পরিত্যাগ করিলেন। এই স্থলে আনন্দ মুক্ত হইলেন না।

অযথাবর্ণনাদ্বারা যে প্রাতিভাব্য পাওয়া যায়, তাহা অসিদ্ধ হওয়ার কথা।

১৪২ ধারা। উত্তমর্ণের দ্বারা কিম্বা তাঁহার জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে ব্যাপারে গুরুতর অংশের অযথাবর্ণনা হইয়া যে প্রাতিভাব্য লওয়া যায়, তাহা অসিদ্ধ।

গোপনে রাখনদ্বারা যে প্রাতিভাব্য পাওয়া যায়, তাহা
অসিদ্ধ হওয়ার কথা।

১৪৩ ধারা। উত্তমর্ণ গুরুতর বিষয়ে মৌনী হইয়া যে প্রাতিভাব্য লন, তাহা অসিদ্ধ।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ টাকা আদায় করিবার জন্যে বলরামকে নিযুক্ত করেন। বলরাম কতক টাকা পাইয়া তাহার হিসাব না দেওয়াতে আনন্দ তাঁহার স্থানে নিয়মিতরূপে হিসাব পাইবার প্রতিভূ চাহেন। তাহাতে চন্দ্র বলরামের সেই কার্য্য পক্ষে প্রতিভূ হইলেন। কিন্তু বলরামের পূর্ব্ব আচারের বিষয়ে আনন্দ চন্দ্রকে কিছুই জানাইলেন না। পরে বলরাম সেই দোষ করিলে চন্দ্রের প্রাতিভাব্য অসিদ্ধ।

(খ) চন্দ্র বলরামকে ২০০০ হাজার টন লৌহ দিলে, আনন্দ তাঁহার মূল্যের জন্যে প্রতিভূ হন। কিন্তু বলরাম পূর্ব্বে চন্দ্রের যে টাকা ধারিতেন, তাঁহার শোধ হইবার জন্যে বলরাম বাজার ভাও অপেক্ষা ঐ লৌহের টন প্রতি আর পাঁচ টাকা দিবেন, বলরামের ও চন্দ্রের মধ্যে গোপনে এই করার হয়। আনন্দ তাহা জানিতে পারিলেন না। আনন্দ প্রতিভূস্বরূপ দায়ী নহেন।

অন্য ব্যক্তি সহ প্রতিভূ না হইলে উত্তমর্ণ প্রাতিভাব্যের বলে কার্য্য করিবেন না এই
নিয়মে যে প্রাতিভাব্য দেওয়া যায়, তাহার কথা।

১৪৪ ধারা। অন্য ব্যক্তি সহ প্রতিভূ না হইলে, উত্তমর্ণ সেই প্রাতিভাব্যক্রমে কার্য্য করিবেন না, যদি কোন ব্যক্তি এই নিয়ম করিয়া প্রাতিভাব্য দেন, তবে সেই অন্য ব্যক্তি সংযুক্ত না হইলে, প্রাতিভাব্য সিদ্ধ হইবে না।

ভাবতঃ প্রতিভূর ক্ষতিনিষ্কৃতির অঙ্গীকার হইলে, তাহার কথা।

১৪৫ ধারা। মুখ্যঋণী প্রতিভূর ক্ষতি নিষ্কৃতি করিবেন, প্রাতিভাব্যঘটিত প্রত্যেক চুক্তিতে ভাবতঃ এই অঙ্গীকার থাকে, এবং প্রতিভূ প্রাতিভাব্যক্রমে যে টাকা ন্যায়মতে দেন, মুখ্যঋণীর স্থানে তাঁহার তাহা পুনঃ পাইবার অধিকার আছে, কিন্তু অন্যায়রূপে যাহা দিয়াছেন, তাহা পুনবায় পাইতে পারিবেন না।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম চন্দ্রের টাকা ধারেন। আনন্দ ঐ ঋণের প্রতিভূ। চন্দ্র আনন্দের স্থানে টাকা চাহিলেন, না দিলে তাঁহার নামে নালিশ করিলেন, মোকদ্দমার উত্তর দিবার উপযুক্ত হেতু থাকাতে আনন্দ প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাঁহার খরচা সমেত ঐ ঋণের টাকা দিতে হইল। এমন স্থলে আনন্দ মূল ঋণের টাকা ও খরচার জন্যে যাহা দিয়াছেন, তাহা সুদ্ধ বলরামের স্থানে ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

(খ) চন্দ্র বলরামকে ঋণ দান করে। সেই টাকার প্রাতিভাব্যস্বরূপে বলরাম আনন্দের উপর হুণ্ডী দেন ও বলরামের প্রার্থনামতে আনন্দ তাহা গ্রাহ্য করিলেন। ঐ হুণ্ডী চন্দ্রের হাতে থাকিতে তিনি আনন্দের স্থানে তাহার টাকা চাহিলেন, আনন্দ তাহা না দিলে চন্দ্র ঐ হুণ্ডীর উপর তাঁহার নামে নালিশ করিলেন, আনন্দের সেই মোকদ্দমার উত্তর দিবার যুক্তিসিদ্ধ হেতু না থাকিলেও সেই মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিলেও খরচা সমেত তাঁহার সেই হুণ্ডীর টাকা দিতে হইল। পরে তিনি বলরামের স্থানে ঐ হুণ্ডীর টাকা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন, কিন্তু অভিযোগের উত্তর দিবার প্রকৃত কোন হেতু না থাকাতে, তিনি খরচার টাকা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন না।

(গ) চন্দ্র বলরামকে চাউল দিলে আনন্দ ২০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের প্রতিভূ হইলেন। চন্দ্র বলরামকে ২০০০ টাকা মূল্যের ন্যূন চাউল দিয়া সেই চাউলের নিমিত্ত আনন্দের স্থানে ২০০০ টাকা পান, বলরাম যত চাউল পাইয়াছেন, আনন্দ তাহার স্থানে তত চাউলের মূল্য পাইতে পারিবেন, অধিক নয়।

সহ প্রতিভূগণের সমান সমান অংশের দায়ী হইবার কথা।

১৪৬ ধারা। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি একত্রে কি স্বতন্ত্রে একই কি ভিন্ন ভিন্ন চুক্তিপত্রক্রমে পরস্পরের জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে একই ঋণের কি কর্ম্মসাধনের সহ-প্রতিভূ হন, তবে প্রকারান্তরের চুক্তি না থাকিলে, ঐ প্রতিভূগণের প্রত্যেক জন আপনাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঋণের সমান সমান অংশের কিম্বা মুখ্য ঋণীর যত টাকা দিবার অবশিষ্ট থাকে, তাহার সমান সমান অংশের দায়ী আছেন।

উদাহরণ।

(ক) দীননাথ ঈশ্বরচন্দ্রকে ৩০০০ টাকা ঋণ দিলে, আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র তাহার পক্ষে প্রতিভূ হইলেন। ঈশ্বর ঋণ শোধ না করিলে আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্র প্রত্যেক জন ১০০০ টাকার দায়ী।

(খ) দীননাথ ঈশ্বরচন্দ্রকে ১০০০ টাকা ঋণ দিলে, আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্র তাহার পক্ষে

প্রতিভূ হইলেন। ঐ আনন্দের ও বলরামের ও চন্দ্রের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছে যে, আনন্দ চতুর্থাংশের ও বলরাম চতুর্থাংশের ও চন্দ্র অর্দ্ধেকের দায়ী হইবেন। ঈশ্বর ঋণ শোধ করিলেন না। ঐ প্রতিভূগণের মধ্যে যে নিয়ম হইয়াছে, তদনুসারে আনন্দ ২৫০ টাকার ও বলরাম ২৫০ টাকার ও ও চন্দ্র ৫০০ টাকার দায়ী।

সহ-প্রতিভূগণ ন্যূনাধিক টাকার নিমিত্ত বদ্ধ হইলে, তাহাদের দায়ের কথা।

১৪৭ ধারা। সহ-প্রতিভূগণ কেহ ঋণের ন্যূনাংশের, কেহ অধিকাংশের জন্যে আবদ্ধ হইলে তাঁহারা আপন আপন প্রতিজ্ঞার সীমা বুঝিয়া সমানাংশের দায়ী।

উদাহরণ।

(ক) দীননাথ ঈশ্বরচন্দ্রকে যথার্থ হিসাব দিবেন, আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র এই বিষয়ের প্রতিভূ হইয়া প্রত্যেক জন ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের দায়ের ভিন্ন ভিন্ন তিনখানি খত করিয়া দেন অর্থাৎ আনন্দ ১০,০০০ টাকা, বলরাম ২০,০০০ টাকা ও চন্দ্র ৪০,০০০ টাকা দণ্ড দিতে স্বীকার করিলেন। দীননাথ ৩০,০০০ টাকার হিসাব দিতে পারিলেন না। আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র প্রত্যেক জন ১০,০০ টাকার দায়ী।

(খ) দীননাথ ঈশ্বরচন্দ্রকে যথার্থ হিসাব দিবেন, আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র এই বিষয়ে তাহার প্রতিভূ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের দায়ে ভিন্ন ভিন্ন খত লিখিয়া দিলেন। অর্থাৎ আনন্দ ১০,০০০ টাকা, বলরাম ২০,০০০ টাকা ও চন্দ্র ৪০,০০০ টাকা দণ্ডের দায়ী হইলেন। দীননাথ ৪০,০০০ টাকার হিসাব দিতে পারিলেন না। এই স্থলে আনন্দ ১০,০০০ এবং বলরাম ও চন্দ্র প্রত্যেকে ১৫,০০০ টাকার দায়ী আছেন।

(গ) দীননাথ ঈশ্বরচন্দ্রকে যথার্থ হিসাব দিবেন, আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র এই বিষয়ে তাঁহার প্রতিভূ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের দায়ের ভিন্ন ভিন্ন তিনখানি খত লিখিয়া দিলেন অর্থাৎ আনন্দ ১০,০০০ টাকা ও বলরাম ২০,০০০ টাকা ও চন্দ্র ৪০,০০০ টাকা দণ্ডের দায়ী। দীননাথ ৭০,০০০ টাকার হিসাব দিতে পারিলেন না, এমন স্থলে প্রত্যেক জনের প্রতিশ্রুত সমুদয় দণ্ড দিতে হইবে।

## নবম অধ্যায়।

### নিক্ষেপণের কথা।

নিক্ষেপণ, নিক্ষেপক, নিক্ষেপধারী, এই এই শব্দের অর্থ।

১৪৮ ধারা। যখন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যের নিমিত্তে দ্রব্য দেন এবং ঐ কার্য্য সমাপ্ত হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে ঐ দ্রব্য ফিরিয়া দিবেন, কিম্বা তাহার আদেশানুসারে ঐ দ্রব্য লইয়া অন্য কার্য্য করিবেন, এই নিয়মে দ্রব্যের যে সমর্পণ, তাহা নিক্ষেপণ বলা যায়। যে ব্যক্তি দ্রব্য দেন, তিনি নিক্ষেপক, যাহাকে দ্রব্য দেওয়া যায়, তিনি নিক্ষেপধারী নামে খ্যাত।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির দ্রব্য অন্য ব্যক্তির নিকট থাকিলে, যদি তিনি নিক্ষেপধারিস্বরূপ

তাহা রাখিবার চুক্তি করেন, তবে সেই দ্রব্য নিক্ষেপস্বরূপ দেওয়া না গেলেও, তিনি সেই চুক্তিক্রমে নিক্ষেপধারী ও সেই দ্রব্যের স্বামী নিক্ষেপক হন।

নিক্ষেপধারীকে দ্রব্য যে রূপে দেওয়া যাইবে, তাহার কথা।

১৪৯ ধারা। যে কার্য্যদ্বারা কোন দ্রব্য লক্ষিত, নিক্ষেপধারীর কিম্বা তাঁহার পক্ষে দ্রব্য রাখিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অধিকারগত করা যায়, এমত কোন কার্য্যদ্বারা নিক্ষেপধারীর হাতে দ্রব্য দেওয়া যায়।

নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের দোষ থাকিলে, নিক্ষেপকের তাহা জ্ঞাত করার কর্ত্তব্যতার কথা।

১৫০ ধারা। নিক্ষেপক নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের কোন দোষ জানিলে, এবং সেই দোষ প্রযুক্ত গুরুতরভাবে ঐ দ্রব্য ব্যবহারের বাধা কিম্বা নিক্ষেপধারীর সাধারণাতীত ক্ষতির আশঙ্কা হইতে পারিলে, নিক্ষেপধারীকে নিক্ষেপকের সেই দোষ জানাইতেই হইবে, না জানাইলে ঐ দোষ-প্রযুক্ত নিক্ষেপধারীর হানি হইলে নিক্ষেপক দায়ী হইবেন।

যদি দ্রব্য ভাড়ার নিমিত্ত নিক্ষেপ করা যায়, তবে নিক্ষেপক সেই নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের দোষ পূর্ব্বে জানিলে বা না জানিলেও নিক্ষেপক সেই হানির দায়ী আছেন।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম কোন ঘোড়া অত্যন্ত দুষ্ট জানিয়া আনন্দের চড়িবার জন্যে দেন, কিন্তু ঘোড়া যে দুষ্ট, এই কথা তাঁহাকে জানাইলেন না। ঘোড়া তাহাকে লইয়া ছুটিয়া গেলে, বলরাম পতিত হইয়া আহত হইলেন। বলরামের সেই হানির জন্যে আনন্দ দায়ী আছেন।

(খ) আনন্দ বলরামের স্থানে গাড়ী ভাড়া করিয়া লন। সেই গাড়ীতে চড়িলে আপদের সম্ভাবনা, বলরাম ইহা জানিতেন না, আনন্দের হানি হইলে বলরাম সেই হানির দায়ী আছেন।

নিক্ষেপধারীর সতর্ক থাকিতে হইবার কথা।

১৫১ ধারা। নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের যে পরিমাণ ও গুণ ও মূল্য হয়, যাহার সাধারণ কার্য্যচিন্তা থাকে, তিনি তত্তুল্য অবস্থায়, আপনার সেই পরিমাণের ও গুণের ও মূল্যের দ্রব্য যেমন সতর্কভাবে রাখিতেন, নিক্ষেপণ হইলে নিক্ষেপধারী তেমনি সতর্কভাবে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য রক্ষা করিতে আবদ্ধ আছেন।

যে স্থলে নিক্ষেপধারী নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের ক্ষতি প্রভৃতির জন্যে দায়ী না হন, সেই স্থলের কথা।

১৫২ ধারা। নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের হানি কি ক্ষতি কি অপচয় হইলেও যদি স্পষ্ট চুক্তি না হইয়া থাকে এবং নিক্ষেপধারী ১৫১ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তাহা সতর্কভাবে রাখিয়া থাকেন, তবে তিনি তজ্জন্যে দায়ী হন না।

নিক্ষেপধারীর নিয়মের অসঙ্গত ক্রিয়া হইলে, নিক্ষেপণ রহিত হইবার কথা।

১৫৩ ধারা। যদি নিক্ষেপধারী নিক্ষিপ্ত দ্রব্য সম্পর্কে নিক্ষেপের নিয়মের অসঙ্গত কোন কার্য্য করেন, তবে নিক্ষেপকের ইচ্ছা হইলে, সেই নিক্ষেপণের চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের চড়িবার জন্যে তাঁহাকে ঘোড়া ভাড়া দেন। বলরাম আপন গাড়ীতে ঘোড়া যুড়িয়া চালান। আনন্দের ইচ্ছা হইলে তাহাতেই নিক্ষেপণ রহিত হইতে পারিবে।

নিক্ষেপধারী নিক্ষিপ্তদ্রব্যের অবিহিত ব্যবহার করিলে তাঁহার দায়ের কথা।

১৫৪ ধারা। নিক্ষেপণের নিয়মমত দ্রব্যের যদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, যদি নিক্ষেপধারী ঐ নিয়মের অসঙ্গতভাবে নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের ব্যবহার করেন, তবে তদ্রূপ ব্যবহার করণদ্বারা কিম্বা করণকালে ঐ দ্রব্যের কোন হানি হইলে, তিনি তজ্জন্য নিক্ষেপকের নিকট দায়ী হইবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কেবল বলরামের চড়িবার নিমিত্তে তাঁহাকে ঘোড়া দিলেন। বলরাম আপন পরিবারস্থ চন্দ্রকে ঘোড়ায় চড়িতে দিলেন। চন্দ্র সতর্কভাবে চড়িয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ঘোড়া অকস্মাৎ পড়িয়া আহত হইল। ঘোড়ার যে হানি হইয়াছে, বলরাম আনন্দের নিকট সেই ক্ষতিপূরণের দায়ী।

(খ) আনন্দ বারাণসী পর্য্যন্ত চড়িয়া যাইবার নিমিত্তে কলিকাতায় বলরামের স্থানে ঘোড়া ভাড়া করিয়া লন। আনন্দ উপযুক্তমতে সতর্ক হইয়া গেলেন, কিন্তু বারাণসীতে না গিয়া কটকে গেলেন। ঘোড়া অকস্মাৎ পড়িয়া আহত হইল। ঘোড়ার যে হানি হইয়াছে, আনন্দ বলরামের নিকট সেই হানিপূরণের দায়ী।

নিক্ষেপকের সম্মতিক্রমে নিক্ষেপধারীর দ্রব্যের সঙ্গে আপন দ্রব্য মিশ্রিত করিবার কথা।

১৫৫ ধারা। যদি নিক্ষেপধারী নিক্ষেপকের সম্মতিক্রমে আপন দ্রব্যের সহিত নিক্ষেপকের দ্রব্য মিশ্রিত করেন, তবে সেই মিশ্রিত দ্রব্যেতে নিক্ষেপধারীর ও নিক্ষেপকের যাঁহার যে অংশ থাকে, তাঁহার তদনুসারে স্বার্থ থাকিবে।

নিক্ষেপকের অসম্মতিতে মিশ্রিত হইলে ও দ্রব্য পৃথক করা যাইতে পারিলে, সেই স্থলের কথা।

১৫৬ ধারা। নিক্ষেপক সম্মত না হইলেও যদি নিক্ষেপধারীর আপন দ্রব্যের সঙ্গে তাঁহার দ্রব্য মিশ্রিত করেন ও সেই দ্রব্য পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন করা যাইতে পারে, তবে ঐ ঐ দ্রব্যেতে যাঁহার যে স্বামিত্ব ছিল, তাহা থাকিবে। কিন্তু পৃথক্ বা ভিন্ন করিবার যে খরচ হয়, সেই খরচ এবং মিশ্রিত করণদ্বারা হানি হইলে, সেই হানি পূরণের টাকা নিক্ষেপধারীর দিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ আপন তুলার ১০০ বস্তায় বিশেষ চিহ্ন দিয়া নিক্ষেপস্বরূপ বলরামকে দেন। বলরাম আনন্দের অনুমতি না লইয়া আপনার অন্য চিহ্নের কয়েক বস্তার সঙ্গে আনন্দের সেই ১০০ বস্তা মিশ্রিত করিয়া রাখেন। আনন্দের সেই ১০০ বস্তা ফিরিয়া পাইবার অধিকার আছে এবং বস্তা পৃথক্ করণের যে খরচ হয় ও অন্যান্য নৈমিত্তিক যে হানি হয়, তাহার জন্যে বলরামের দায়ী হইতে হইবে।

নিক্ষেপকের অসম্মতিতে মিশ্রিত হইলে যে স্থলে দ্রব্য পৃথক্ করা যাইতে না পারে, তাহার কথা।

১৫৭ ধারা। যদি নিক্ষেপধারী নিক্ষেপকের অসম্মতিতে আপন দ্রব্যের সহিত তাঁহার দ্রব্য এমত মিশ্রিত করেন যে, ঐ নিক্ষিপ্ত দ্রব্য অন্য দ্রব্য হইতে পৃথক্ করিয়া ফিরিয়া দেওয়া অসাধ্য হয়, তবে নিক্ষেপধারীর স্থানে নিক্ষেপকের ঐ দ্রব্যের হানিপূরণ পাইবার অধিকার আছে।

উদাহরণ।

আনন্দ কেপ হইতে ৪৫ টাকা মূল্যের ময়দার এক পিপা আনাইয়া বলরামের নিকট নিক্ষেপ করিয়া রাখেন। বলরাম আনন্দের অনুমতি না লইয়া সেই ময়দা আপনার ময়দার সঙ্গে মিশাল করিয়া দেয়, কিন্তু তাহার ময়দার মূল্য ২৫ টাকা পিপা, আনন্দের ময়দার যে হানি হয়, বলরামের তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।

আবশ্যক খরচ নিক্ষেপকের ফিরিয়া দিবার কথা।

১৫৮ ধারা। নিক্ষেপণের নিয়মানুসারে যদি নিক্ষেপকের জন্যে নিক্ষেপধারীর ঐ দ্রব্য রাখিতে, কি স্থানান্তরে লইয়া যাইতে, কিম্বা তৎসম্পর্কে কোন কার্য্য করিতে হয়, এবং তাঁহার কোন পারিশ্রমিক পাইবার নিয়ম না থাকে, তবে সেই নিক্ষেপণপ্রযুক্ত নিক্ষেপধারীর যে আবশ্যক খরচ হয় নিক্ষেপকের তাহা দিতে হইবে।

দ্রব্য পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

১৫৯ ধারা। যদি ব্যবহারের নিমিত্ত দ্রব্য ধার দেওয়া যায়, কিন্তু সেই ধার দেওন সম্বন্ধে পারিশ্রমিকের নিয়ম না হইয়া থাকে, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কি কার্য্যের নিমিত্ত তাহা ধার দেওয়া গেলেও, যে ব্যক্তি ধার দিলেন, তিনি কোন সময়ে ঐ দ্রব্য ফিরিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই দ্রব্য ধার পাইবার বিশ্বাসপ্রযুক্ত যদি সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া এমত কোন কর্ম্ম করেন যে, নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে তাহা ফিরিয়া দিলে, ঐ দ্রব্য ধার করিয়া লওনের দ্বারা তাহার প্রকৃতই যত লাভ হইত, তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইতে পারে, তবে যে ব্যক্তি দ্রব্য ধার দিলেন, তিনি বলপূর্ব্বক তাহা ফিরিয়া লইলে, তাহা যে ব্যক্তি ধার লন, তাঁহার লাভ হইতে অধিক যত ক্ষতি হইয়াছে, ধারদাতার সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।

মিয়াদ ফুরাইলে কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে দ্রব্য ফিরিয়া দিবার কথা।

১৬০ ধারা। দ্রব্য যত কালের নিমিত্তে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া যায়, সেই কাল অতীত হইলে কিম্বা যে অভিপ্রায়ে দেওয়া গেল, তাহা সম্পন্ন হইলে, নিক্ষেপক না চাহিলেও নিক্ষেপধারীর তাহা ফিরিয়া দিতে কিম্বা নিক্ষেপকের আদেশমতে তাহা দিতে হইবে।

দ্রব্য নিয়মিতরূপে সমর্পণ করা কি ফিরিয়া দেওয়া না গেলে, নিক্ষেপধারীর দায়ের কথা।

১৬১ ধারা। যদি নিক্ষেপধারীর দোষে দ্রব্য উপযুক্ত সময়ে ফিরিয়া, কি সমর্পণ করিয়া

দেওয়া না যায়, কিম্বা দিবার প্রস্তাব না হয়, তবে সেই সময়াবধি ঐ দ্রব্যের যে হানি কি ক্ষতি কি অপচয় হয়, তজ্জন্যে তিনি নিক্ষেপকের নিকটে দায়ী হইবেন।

মৃত্যুদ্বারা ভাড়া ভিন্ন নিক্ষেপণের অবশেষ হওয়ার কথা।

১৬২ ধারা। যদি নিক্ষেপণ সম্বন্ধে ভাড়া প্রভৃতির নিয়ম না হইয়া থাকে, তবে নিক্ষেপকের কি নিক্ষেপধারীর মৃত্যু হইলে নিক্ষেপণের অবশেষ হয়।

নিক্ষিপ্ত দ্রব্য দ্বারা নিক্ষেপকের বৃদ্ধি কি লাভ পাইবার অধিকারের কথা।

১৬৩ ধারা। প্রকারান্তরের কোন নিয়ম না থাকিলে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য হইতে যে বৃদ্ধি কি লভ্য হয়, নিক্ষেপকের কি তাহার আদেশানুসারে নিক্ষেপধারীর তাহাও দিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে গরু রাখিতে দেন, পরে ঐ গরুর বাছুর হয়। আনন্দকে গরুর সহিত সেই বাছুরও বলরামের দিতে হইবে।

নিক্ষেপধারীর নিকট নিক্ষেপকের দায়ের কথা।

১৬৪ ধারা। নিক্ষেপকের ঐ দ্রব্য নিক্ষেপ করিবার কিম্বা ফিরিয়া লইবার কিম্বা তদ্বিষয়ের আদেশ করিবার অধিকার না থাকাতে, যদি নিক্ষেপধারীর ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে ঐ ক্ষতির নিমিত্ত নিক্ষেপক তাঁহার নিকটে দায়ী হইয়াছেন।

সাধারণ স্বামিকর্তৃক নিক্ষেপণের কথা।

১৬৫ ধারা। যদি দ্রব্যের সাধারণ স্বামিগণ তাহা নিক্ষেপ করেন, তবে প্রকারান্তরের নিয়ম না থাকিলে, সকল নিক্ষেপধারীর সম্মতি ভিন্ন নিক্ষেপক একতর স্বামীর প্রতি কিম্বা তিনি যদ্রূপ আজ্ঞা করেন, তদ্রূপে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

যে নিক্ষেপকের অধিকার নাই, তাঁহাকে দ্রব্য ফিরিয়া দিলে, নিক্ষেপধারীর দায় না হইবার কথা।

১৬৬ ধারা। দ্রব্যেতে যদি নিক্ষেপকের অধিকার না থাকে, এবং নিক্ষেপধারী সরলভাবে ঐ নিক্ষেপককে কি তাঁহার আদেশানুসারে দ্রব্য ফিরিয়া দেন, তবে নিক্ষেপধারী সেই প্রতিদান বিষয়ে স্বামীর নিকটে দায়ী নহেন।

তৃতীয় ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত দ্রব্য দাওয়া করিলে তাঁহার অধিকারের কথা।

১৬৭ ধারা। নিক্ষেপক ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের দাওয়া করিলে, নিক্ষেপককে সেই দ্রব্য ফিরিয়া দিবার বারণ করিতে এবং দ্রব্যেতে কাহার অধিকার থাকে, এই বিষয় নিষ্পত্তি করিতে তিনি আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি দ্রব্য কুড়িয়া পাইলে, তাঁহার অধিকারের কথা।

১৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তি দ্রব্য কুড়িয়া পাইয়া তাহা রক্ষা করিবার এবং স্বামীর সন্ধান লইবার জন্যে যে পরিশ্রম করেন ও স্বেচ্ছাক্রমে যে খরচ করেন, তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্যে স্বামীর নামে তাঁহার নালিশ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু যতকাল সেই ক্ষতিপূরণ না পান, তত কাল স্বামীকে দ্রব্য না দিয়া আপনি রাখিতে পারিবেন।

নির্দ্দিষ্ট পুরস্কারের নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবার কথা।

যদি স্বামী অনুদ্দেশ্য দ্রব্য ফিরিয়া পাইবার জন্যে বিশেষ পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করেন, তবে প্রাপক সেই পুরস্কার পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবেন ও যতকাল সেই পুরস্কার না পান, ততকাল ঐ দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

যে দ্রব্য সামান্যতঃ বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই দ্রব্য প্রাপক যে স্থলে বিক্রয় করিতে পারিবেন, তাহার কথা।

১৬৯ ধারা। যে প্রকারের দ্রব্য সামান্যতঃ বিক্রয় হইয়া থাকে, এমত দ্রব্য হারাণ গেলে যুক্তিমতে যত্ন করিলেও, যদি ঐ দ্রব্যের স্বামীর সন্ধান পাওয়া না যায়, কিম্বা ঐ দ্রব্য-প্রাপকের ন্যায়মতে যত খরচ হইয়াছে, স্বামীর নিকট দাওয়া হইলেও, তিনি যদি সেই খরচ দিতে অস্বীকার করেন, তবে ঐ দ্রব্য-প্রাপক নিম্নলিখিত স্থলে তাহা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

(১) যদি সেই দ্রব্যের ক্ষয় পাইবার কিম্বা মূল্যের অনেক কম হইবার আশঙ্কা থাকে।

(২) ঐ প্রাপ্ত দ্রব্য সম্পর্কে দ্রব্য প্রাপকের ন্যায্যমতে যত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা যদি ঐ দ্রব্যের মূল্যের তিন অংশের দুই অংশ পর্য্যন্ত হয়।

নিক্ষেপধারীর বিশেষ অধিকারের কথা।

১৭০ ধারা। যদি নিক্ষেপধারীর নিক্ষেপের অভিপ্রায়ানুসারে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য বিষয়ে যত্ন কিম্বা কৌশলঘটিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তবে ভাবান্তরের নিয়ম না থাকিলে, যতকাল তদ্বিষয়ের উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পান, ততকাল তাঁহার ঐ দ্রব্য রাখিবার অধিকার থাকে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরাম নামক রত্নকারকে হীরক কাটিতে ও পরিস্কার করিতে দেন। তদনুসারে কার্য্য হইলে বলরাম যতকাল ঐ কর্ম্মের বেতন না পান, ততকাল তাঁহার ঐ হীরক রাখিবার অধিকার থাকে।

(খ) আনন্দ বলরাম নামক দরজীকে কুর্ত্তি করিবার কাপড় দিয়া কুর্ত্তি প্রস্তুত হইলেই বলরাম তাহা দিয়া তিন মাস পরে মূল্য গ্রহণ করিবেন, এই মর্ম্মের নিয়ম করিলেন, এমন স্থলে মূল্য না পাওয়া পর্য্যন্ত বলরামের কুর্ত্তি রাখিবার অধিকার নাই।

বণিকদের ও কর্ম্মকারকদের ও ঘাটরক্ষকদের ও উকীলদের ও বিমাপত্রের দালালদের সাধারণ অধিকারের কথা।

১৭১ ধারা। হিসাব খাতার সাধারণ জমা খরচ সমান রাখিবার জামিনীস্বরূপ যে দ্রব্য নিক্ষেপ করা যায়, ভাবান্তরের কোন নিয়ম না থাকিলে, বণিকেরা কিম্বা কর্ম্মকারকেরা কিম্বা ঘাট রক্ষকেরা কিম্বা হাইকোর্টের উকীলেরা কিম্বা বিমাপত্রের দালালেরা তাহা রাখিতে পারিবেন, কিন্তু তদ্রূপ বাকীর জন্যে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া গেলে সেই মর্ম্মের স্পষ্ট চুক্তি না থাকিলে, তাঁহাদের সেই দ্রব্য জামীনস্বরূপ রাখিবার অধিকার নাই।

## বন্ধকের বিধি।

**বন্ধক, বন্ধকদাতা, বন্ধকগ্রহীতা, এই এই শব্দের অর্থ।**

১৭২ ধারা। ঋণশোধ কিম্বা অঙ্গীকারমত কর্ম্ম হইবার প্রতিভাব্যস্বরূপ যে নিক্ষেপণ হয়

তাহাকে বন্ধক বলা যায়। এই স্থলে নিক্ষেপকর্ত্তাকে বন্ধকদাতা ও নিক্ষেপধারীকে বন্ধকগ্রহীতা বলা যায়।

বন্ধকগ্রহীতার দ্রব্য রাখিবার অধিকারের কথা।

১৭৩ ধারা। বন্ধকগ্রহীতা ঋণ শোধ কিম্বা অঙ্গীকারমত কর্ম্ম হইবার জন্যে যেমন বন্ধকী দ্রব্য রাখিতে পারেন, তেমনি ঋণের সুদ এবং বন্ধকী দ্রব্য সতর্কতায় রাখিবার ও রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক খরচও পাইবার জন্যে ঐ দ্রব্য রাখিতে পারিবেন।

ঋণের কি প্রতিজ্ঞাপালনের জন্যে যে দ্রব্য রাখা যায়, তদ্ভিন্ন দ্রব্য বন্ধক-গ্রহীতার রাখিতে না পারিবার কথা।

১৭৪ ধারা। যে ঋণের কি অঙ্গীকারের উদ্দেশে যে দ্রব্য দেওয়া যায়, তদ্ভিন্ন বন্ধকগ্রহীতা অন্য ঋণের কি অঙ্গীকারের নিমিত্তে ঐ বন্ধকী বস্তু রাখিতে পারেন, এই মর্ম্মের চুক্তি না থাকিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না।

পরে টাকা অগ্রিম দেওয়া গেলে যে অনুমান হয় তাহার কথা।

পরন্তু যদি বন্ধকগ্রহীতার পরে অন্য টাকা অগ্রিম দেন, তবে তাবান্তর স্পষ্ট প্রকাশ না হইলে, পূর্ব্বোক্ত চুক্তি থাকা অনুমান হইবে।

অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে বন্ধকগ্রহীতার অধিকারের কথা।

১৭৫ ধারা। বন্ধকী দ্রব্য রক্ষা করিবার জন্যে বন্ধকগ্রহীতার সাধারণাতীত ব্যয় হইলে, বন্ধকদাতার স্থানে তাঁহার সেই খরচ পাইবার অধিকার আছে।

বন্ধকদাতার ত্রুটি হইলে, বন্ধকগ্রহীতার অধিকারের কথা।

১৭৬ ধারা। যে ঋণ শোধের কিম্বা যে অঙ্গীকারপালনের উপলক্ষে দ্রব্য বন্ধক দেওয়া যায়, যদি বন্ধকদাতা অবধারিত সময়ে সেই ঋণ শোধ কিম্বা সেই অঙ্গীকারমত কর্ম্ম না করেন, তবে বন্ধকগ্রহীতা ঐ ঋণের কি অঙ্গীকারের নিমিত্তে বন্ধকদাতার নামে নালিশ করিয়া আনুসঙ্গিক প্রতিভূস্বরূপে বন্ধকীদ্রব্য রাখিতে পারিবেন, অথবা উপযুক্ত সময় থাকিতে বন্ধকদাতাকে তাঁহার দ্রব্য বিক্রয়ের সংবাদ দিয়া বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবেন।

বিক্রয় হইয়া যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা যদি ঋণের কি অঙ্গীকারের উপলক্ষে আপন পাওনার কম হয়, তবে বন্ধকদাতা অবশিষ্ট টাকার দায়ী থাকিবেন। যদি বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্ত টাকা তাঁহার পাওনার অধিক হয়, তবে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে সেই উদ্বৃত্ত টাকা দিবেন।

বন্ধকদাতার ত্রুটি হইলে দ্রব্য মুক্ত করিবার অধিকারের কথা।

১৭৭ ধারা। যে ঋণের কি যে অঙ্গীকারমতে কর্ম্ম হইবার উপলক্ষে বন্ধক দেওয়া যায়, যদি সেই ঋণের শোধ করিবার কি অঙ্গীকার সাধন করিবার সময় অবধারিত হইয়া থাকে, এবং বন্ধকদাতা সেই অবধারিত সময়ে ঋণ শোধ কিম্বা অঙ্গীকার সাধন না করেন, তবে বন্ধকী দ্রব্য এবাস্ত বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তিনি ঐ দ্রব্য মুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু এমত স্থলে তাঁহার ত্রুটিপ্রযুক্ত অধিক যে খরচ হইয়া থাকে, ঋণের অতিরিক্ত তাঁহার সেই খরচও দিতে হইবে।

অধিকারির দ্বারা দ্রব্য বা দ্রব্যের অধিকারপত্র বন্ধক রাখা গেল তাহার কথা।

১৭৮ ধারা। কোন মাল কি বিল-অফলেডিং কি ডাকওয়ারেণ্ট কিম্বা আড়তদারের সার্টিফিকেট কিম্বা ঘাটরক্ষকের সার্টিফিকেট কিম্বা দ্রব্য-প্রদানের ওয়ারেণ্ট কি আজ্ঞাপত্র কিম্বা দ্রব্যের অধিকারসূচক অন্য কোন দলীল যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে, তিনি ঐ মাল কি দলীল বন্ধক রাখিলে, তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এই স্থলে ইহা প্রয়োজন যে, বন্ধকগ্রহীতা সরল মনে কর্ম্ম করেন এবং বন্ধকদাতা অনুচিতমতে কর্ম্ম করিতেছেন যুক্তিসিদ্ধ এমত অনুমান যাহাতে হইতে পারে, এমত ভাবগতিক না থাকিতে কর্ম্ম করেন।

আরও যে ব্যক্তি বিধিমতে সেই দ্রব্যের কি দলীলের স্বামী হন, কিম্বা তাহা ন্যায়মতে যে ব্যক্তির জিম্মায় ছিল, তাঁহার স্থানে কোন অপরাধ কি প্রতারণা দ্বারা ঐ দ্রব্য কি দলীল পাওয়া না যায়।

যে স্থলে বন্ধকদাতার কেবল আংশিক স্বার্থ থাকে, সেই স্থলে বন্ধকের কথা।

১৭৯ ধারা। যে দ্রব্যেতে কোন ব্যক্তির আংশিক স্বার্থ থাকে, তিনি তাহা বন্ধক দিলে, তাঁহার যে পর্য্যন্ত স্বার্থ, বন্ধক সেই পর্য্যন্ত সিদ্ধ।

## অন্যায়কারীদের নামে নিক্ষেপধারীদের বা নিক্ষেপকদের মোকদ্দমার বিধি।

অন্যায়কারীদের নামে নিক্ষেপকের কিম্বা নিক্ষেপধারীর নালিশ করিবার কথা।

১৮০ ধারা। যদি তৃতীয় ব্যক্তি অন্যায়মতে নিক্ষেপধারীর ব্যবহার কি অধিকার হইতে নিক্ষিপ্ত বস্তু লন, কিম্বা ঐ দ্রব্যের কোন হানি করেন, তবে নিক্ষেপ না করা গেলে, দ্রব্যের স্বামীর সেই অবস্থায় প্রতিকারের যে উপায় থাকিত, নিক্ষেপধারীর সেই উপায়ক্রমে প্রতিকার পাইবার অধিকার আছে, এবং তদ্রূপে লওনের কি হানির উপলক্ষে নিক্ষেপক কিম্বা নিক্ষেপধারী ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ মোকদ্দমাক্রমে যে উপকার কি হানিপূরণ পাওয়া যায়, তাহা বণ্টন করিবার কথা।

১৮১ ধারা। তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা দ্বারা প্রতিকার কিম্বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ যাহা পাওয়া যায়, নিক্ষেপকের ও নিক্ষেপকধারীর মধ্যে যাঁহার যে স্বার্থ থাকে, তদনুসারে তাহার প্রয়োগ হইবে।

---

# দশম অধ্যায়।

## কর্ম্মকারিতার বিধি।

কর্ম্মচারী ও কর্ত্তা এই এই কথার অর্থ।

১৮২ ধারা। যে ব্যক্তি অন্যের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে, কিম্বা অন্যের প্রতিনিধি স্বরূপ অপর ব্যক্তিদের সহিত কারবার করিতে নিযুক্ত হন, তাঁহাকে কর্ম্মচারী বলা যায়। তিনি যাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করেন কিম্বা উক্ত প্রকারে যাঁহার প্রতিনিধি হন তাঁহাকে কর্ত্তা বলা যায়।

কিরূপ ব্যক্তি কর্ত্তা হইতে পারেন, তাহার কথা।

১৮৩ ধারা। যে ব্যক্তি যে ব্যবস্থা মান্য করেন, তিনি সেই ব্যবস্থামতে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ও প্রকৃতিস্থ থাকিলে, কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন;

কিরূপ ব্যক্তি কর্ম্মচারী হইতে পারেন, তাহার কথা।

১৮৪ ধারা। কর্ত্তা ও অপর ব্যক্তিদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন। কিন্তু এই আইনের লিখিত বিধানানুসারে কর্ত্তার নিকটে উত্তর দিতে না পারেন, অপ্রাপ্ত ব্যবহার বা অপ্রকৃতিস্থ এমন কোন ব্যক্তি কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন না।

প্রবৃত্তি অনাবশ্যক হওয়ার কথা।

১৮৫ ধারা। কর্ম্মচারীর পদসৃষ্টির জন্য প্রবৃত্তির আবশ্যক নাই।

কর্ম্মচারীর ক্ষমতা স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ ব্যক্ত হইতে পারিবার কথা।

১৮৬ ধারা। কর্ম্মচারীর ক্ষমতা স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ প্রকাশ হইতে পারিবে।

স্পষ্ট ও ভাবতঃ ক্ষমতার অর্থ।

১৮৭ ধারা। যখন বাচনিক কি লিখিত কথা দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া যায়, তখন তাহা স্পষ্ট বলা যায়। যখন ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা দ্বারা ক্ষমতার অনুভব হয়, সেই ক্ষমতা ভাবতঃ বলিয়া জানা যায়। বাচনিক কিম্বা লিখিত কথা অথবা কারবারের সাধারণ রীতি, ঐ ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনার মধ্যে গণ্য।

উদাহরণ।

আনন্দ কলিকাতায় বাস করেন; শ্রীরামপুরে তাহার দোকান আছে। কখন কখন তথায় গিয়া থাকেন। বলরাম সেই দোকানের অধ্যক্ষ ও সেই দোকানের নিমিত্তে আনন্দের নাম করিয়া চন্দ্রমোহনের স্থানে দ্রব্য আনাইয়া থাকেন এবং আনন্দের জ্ঞাতসারে টাকা হইতে ঐ দ্রব্যের মূল্য দিয়া থাকেন। চন্দ্রমোহনের স্থানে আনন্দের নাম করিয়া দোকানের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনাইতে বলরামের ভাবতঃ ক্ষমতা আছে।

কর্ম্মচারীর ক্ষমতা কতদূর বর্ত্তে, তাহার কথা।

১৮৮ ধারা। কর্ম্মচারীর কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকিলে, সেই কর্ম্ম করিবার জন্য বৈধ অন্য যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, তাহাও তাঁহার করিবার ক্ষমতা আছে।

কর্ম্মচারীর কোন ব্যবসায় চালাইবার ক্ষমতা থাকিলে, সেই ব্যবসায় চালাইবার জন্যে বৈধ যে কর্ম্মের আবশ্যক হয়, কিম্বা ঐ ব্যবসায়ে রীতিমতে যে কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহাও তাঁহার করিবার ক্ষমতা আছে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম লণ্ডন নগরে বাস করেন, বোম্বাইয়ে তাঁহার পাওনা টাকা আদায় করণার্থে আনন্দকে নিযুক্ত করেন। আনন্দ ঐ ঋণ আদায় করিবার জন্যে আদালতসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিতে পারিবেন এবং তিনি ঋণের মুক্তি-পত্র দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

(খ) আনন্দ জাহাজ-নির্ম্মাতা হইয়া সেই কর্ম্ম চালাইবার জন্যে বলরামকে নিযুক্ত

করেন। বলরাম সেই কার্য্য চালাইবার জন্যে বাহাদুরীকাঠ ও অন্য সামগ্রী ক্রয় করিতে ও বেতন দিয়া লোক রাখিতে পারিবেন।

স্থলবিশেষের কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা।

১৮৯ ধারা। সাধারণ কার্য্যচিন্তক ব্যক্তি স্থলবিশেষে ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে যে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন, কর্ম্মচারীও সেই স্থলে কর্ত্তার ক্ষতি নিবারণের জন্যে সেই কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) দ্রব্য বিক্রয়ের জন্যে যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তিনি প্রয়োজনমতে সেই দ্রব্য মেরামত করতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ কলিকাতানিবাসী বলরামকে দ্রব্য সমর্পণ করিয়া কটক নিবাসী চন্দ্রের নিকট অগৌণে পাঠাইতে আজ্ঞা করেন। কটকে পাঠাইলে পথে দ্রব্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইলে, বলরাম তাহা কলিকাতায় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

## অধীন কর্ম্মচারীর বিধি।

কর্ম্মচারী যে স্থলে আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম অন্যের প্রতি অর্পণ করিতে না পারেন, তাহার কথা।

১৯০ ধারা। যদি কর্ম্মচারী স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যে তিনি বৈধমতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু বাণিজ্য ব্যাপারের সাধারণ রীত্যনুসারে অধীন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে পারিলে, কিম্বা মন্মের ভাব বিবেচনায় অধীন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা আবশ্যক হইলে, অধীন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

অধীন কর্ম্মচারী শব্দের অর্থ নির্ণায়ক কথা।

১৯১ ধারা। কর্ম্মচারীর পদসংক্রান্ত কর্ম্মে যিনি প্রধান কর্ম্মচারী হন, যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তাঁহার তত্ত্বাধীন কর্ম্ম করেন, তাঁহাকে অধীন কর্ম্মচারী বলা যায়।

অধীন কর্ম্মচারী উপযুক্তমতে নিযুক্ত হইলে কর্ত্তার প্রতিনিধি হওয়ার কথা।

১৯২ ধারা। যদি অধীন কর্ম্মচারী উপযুক্তমতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে অপর ব্যক্তিদের নিকট তিনি কর্ত্তার প্রতিনিধিস্বরূপ হন, এবং প্রথমেই কর্ত্তার দ্বারা নিযুক্ত হওয়ার ন্যায় কর্ত্তা তাঁহার ক্রিয়াতে বদ্ধ ও তাঁহার ক্রিয়ার নিমিত্ত দায়ী হইবেন।

অধীন কর্ম্মচারীর পক্ষে কর্ম্মচারীর দায়ের কথা।

অধীন কর্ম্মচারীর ক্রিয়ার নিমিত্তে কর্ত্তার নিকটে কর্ম্মচারী দায়ী।

অধীন কর্ম্মচারীর দায়ের কথা।

প্রতারণার ও ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় ক্রিয়ার স্থল ভিন্ন, অধীন কর্ম্মচারী আপন ক্রিয়ার জন্যে কর্ম্মচারীর নিকটে দায়ী, কর্ত্তার নিকটে নয়।

কর্ম্মচারী অনুমতি না পাইয়া অধীন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে তজ্জন্যে
তাহার দায়ের কথা।

১৯৩ ধারা। যদি কর্ম্মচারী অনুমতি না লইয়া কোন ব্যক্তিকে অধীন কর্ম্মচারীর কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করেন, তবে সেই কর্ম্মচারী ঐ ব্যক্তির নিকট কর্ত্তার স্থলে দায়ী হন, এবং তাঁহার ক্রিয়ার জন্য তিনি আপনার কর্ত্তার ও তৃতীয় ব্যক্তিদের নিকট দায়ী হন। তদ্রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তার প্রতিনিধি নহেন ও কর্ত্তা তাহার কার্য্যের নিমিত্তে দায়ী নহেন, এ ব্যক্তিও কর্ত্তার নিকটে দায়ী নহেন।

কর্ত্তার ও যাহার প্রতি নিয়মমতরূপে কর্ম্মকারিতার ভার অর্পণ করা যায়
তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধের কথা।

১৯৪ ধারা। যদি কর্ম্মচারী কর্ত্তার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে অন্য কর্ম্মচারীকে মনোনীত করিবার স্পষ্ট কি ভাবতঃ ক্ষমতা পাইয়া অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তবে সেই ব্যক্তি অধীন কর্ম্মচারী নহেন, বরং তৎপদসংক্রান্ত কার্য্যের যে অংশ তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়, সেই অংশ সম্পর্কে কর্ত্তার কর্ম্মচারী হন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ আপন উকীল বলরামকে নীলামে আপন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ও নীলাম করিবার জন্যে লোক নিযুক্ত করিতে আদেশ করেন। বলরাম চন্দ্রমোহন নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। ঐ চন্দ্রমোহন অধীন কর্ম্মচারী নহেন। নীলাম করিবার জন্যে আনন্দের কর্ম্মচারী হন।

(খ) চট্ট কোম্পানির স্থানে আনন্দের টাকা পাওনা থাকাতে, তিনি সেই টাকা আদায় করিবার জন্যে কলিকাতার বলরাম নামক এক জন সওদাগরকে নিযুক্ত করেন। বলরাম দীননাথ নামক উকীলকে চট্ট কোম্পানির নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে আদেশ করেন। দীননাথ অধীন কর্ম্মচারী নহেন, কিন্তু আনন্দের পক্ষে উকীল।

ঐ ব্যক্তিকে মনোনীত করণ সম্পর্কে কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা।

১৯৫ ধারা। কর্ত্তার নিমিত্তে কর্ম্মচারির তদ্রূপ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইলে সাধারণ কার্য্যচিন্তক ব্যক্তি যদ্রূপ সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক আপনার নিমিত্তে লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, ঐ কর্ম্মচারীর তদ্রূপ সদ্বিবেচনামতে কর্ম্ম করিতেই হইবে। তাহা করিলে পর তিনি স্বমনোনীত কর্ম্মচারীর ক্রিয়ার কি ত্রুটির জন্যে কর্ত্তার নিকটে দায়ী হইবেন না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরাম নামক সওদাগরকে আপনার নিমিত্ত জাহাজ ক্রয় করিতে বলেন। বলরাম আনন্দের নিমিত্ত কোন জাহাজ বাছিয়া লইবার জন্যে জাহাজের সুখ্যাতাপন্ন সরবেয়রকে নিযুক্ত করেন, ঐ সরবেয়র মনোযোগ করিতে শৈথিল্য করিয়া একখান জাহাজ বাছিয়া লন, কিন্তু সেই জাহাজ সমুদ্রে যাইবার অনুপযুক্ত ও ভাঙ্গিয়া নষ্ট হয়। সেই বিষয়ে বলরাম আনন্দের নিকট দায়ী নহেন, সরবেয়র দায়ী হন।

(খ) আনন্দ বলরাম নামক সওদাগরকে কএক দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্পণ করেন।

বলরাম আনন্দের জন্যে দ্রব্য বিক্রয় করণার্থ সুখ্যাত নীলামকর্ত্তাকে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত করেন এবং তাহাকে নীলামের উৎপন্ন টাকা আদায় করিতে অনুমতি দেন। তৎপরে সেই ব্যক্তি নীলামের ঐ উৎপন্ন টাকার হিসাব না দিয়া দেউলিয়া হন। এই স্থলে বলরাম আনন্দের নিকট ঐ উৎপন্ন টাকার দায়ী নহেন।

## স্থিরীকরণের বিধি।

কোন ব্যক্তির অনুমতি ভিন্ন তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করা গেলে,
তাঁহার অধিকারের কথা।

১৯৬ ধারা। কোন ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে, কি তাঁহার অনুমতি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি তাঁহার নিমিত্তে কোন কর্ম্ম করিলে, তিনি আপন ইচ্ছামতে ঐ কর্ম্ম স্থির কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

স্থিরীকরণের ফলের কথা।

যদি স্থির করেন, তবে তাঁহার অনুমতিমতে হওয়ার ন্যায় সেই ক্রিয়ার ফল হইবে।

স্থিরীকরণ স্পষ্ট কি ভাবতঃ হইতে পারিবার কথা।

১৯৭ ধারা। যাঁহার নিমিত্তে কার্য্য করা যায়, তাঁহারই আচরণদ্বারা ঐ কার্য্য স্থিরীকরণ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতে, কি ভাবতঃ জানা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ অনুমতি না পাইয়া বলরামের নিমিত্তে কোন দ্রব্য ক্রয় করিলেন, পরে বলরাম আপনি লাভার্থে তাহা চন্দ্রের নিকট বিক্রয় করেন। বলরামের এই কর্ম্মের দ্বারা জানা গেল যে, তাঁহার জন্যে আনন্দের ক্রয় করণরূপ যে ক্রিয়া হইয়াছে, তিনি তাহা স্থির করিয়াছেন।

(খ) আনন্দ বলরামের অনুমতি না লইয়া চন্দ্রকে বলরামের টাকা কর্জ্জ দেন। পরে বলরাম চন্দ্রের স্থানে ঐ টাকার সুদ গ্রহণ করেন। বলরামের সেই কর্ম্ম দ্বারা তিনি সেই ঋণ দান স্থির করিয়াছেন, জানা যায়।

স্থিরীকরণ কার্য্য সিদ্ধি হইবার জন্যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজনের কথা।

১৯৮ ধারা। কোন ব্যাপারের বৃত্তান্ত বিষয়ের গুরুতর অংশে যে ব্যক্তির জ্ঞানের ত্রুটি থাকে, তিনি স্থিরীকরণ করিলেও তাহা সিদ্ধ হইবে না।

বিনানুমতির ক্রিয়া কোন ব্যাপারের একাংশ হইলে, তাহা
স্থিরীকরণের ফলের কথা।

১৯৯ ধারা। কোন ব্যক্তির অনুমতি বিনা তাঁহার পক্ষে যে কার্য্য করা গেল, যদি তিনি সেই কার্য্য স্থির করেন, তবে সেই কার্য্য যে ব্যাপারের একাংশ হয়, সেই সম্পূর্ণ ব্যাপারও স্থির করিলেন।

বিনানুমতির কার্য্য স্থিরীকরণ দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির হানি না হইবার কথা।

২০০ ধারা। কোন ক্রিয়াবিশেষে অনুমতিক্রমে করা গেলে, যদি তদ্দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির হানি কিম্বা তৃতীয় ব্যক্তির কোন অধিকারের কি স্বার্থের অংশের করা গিয়া থাকে, তবে

কোন ব্যক্তি অন্যের অনুমতি ভিন্ন সেই ক্রিয়া করিলে, সেই অন্য ব্যক্তির স্বীকারকরণ দ্বারা ঐ ক্রিয়ার উক্ত ফল হইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের কোন দ্রব্য চন্দ্রের নিকট থাকে, আনন্দ বলরামের অনুমতি না পাইয়া তাঁহার পক্ষ হইয়া চন্দ্রের স্থানে সেই দ্রব্য দাওয়া করিয়া লইতে চাহেন। চন্দ্র তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন বলিয়া যাহাতে তাঁহার হানিপূরণের দায় ঘটিতে পারে, বলরাম ঐ দাওয়া এমন স্থির করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ বলরামের স্থানে পাট্টা লইয়া তাহার মধ্যে এই নিয়ম যে তিন মাস থাকিতে সম্বাদ দিলে, ঐ পাট্টার মিয়াদ রহিত হইতে পারিবে। চন্দ্র অনুমতি না পাইয়া আনন্দকে ঐ পাট্টার মিয়াদ শেষ হইবার সম্বাদ দেন। আনন্দ যাহাতে সেই সম্বাদ দ্বারা আবদ্ধ হন, বলরাম এমতে ঐ সম্বাদ স্থির করিতে পারিবেন না।

## ক্ষমতা রহিত করণের বিধি।

### কর্ম্মচারীর পদের অবশেষ হইবার কথা।

২০১ ধারা। কর্ত্তা ক্ষমতা রহিত করিলে, কিম্বা কর্ম্মচারী ঐ পদসংক্রান্ত কার্য্য ত্যাগ করিলে, কিম্বা কর্ম্মচারীর পদসংক্রান্ত ঐ কার্য্য সমাপ্ত হইলে, কিম্বা কর্ত্তা কি কর্ম্মচারী মরিলে কি বিকৃতমনা হইলে, কিম্বা ঋণশোধ করিবার অক্ষম ঋণীদের উপকারার্থে যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানমতে কর্ত্তা আদালতের বিচারানুসারে ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলে, ইহার মধ্যে কোন কার্য্য হইলেই কর্ম্মচারীর পদ রহিত হইয়া যায়।

### কর্ম্মচারী যে কার্য্যে নিযুক্ত হন, তৎসহিত তাঁহার স্বার্থের সম্পর্ক থাকিলে, ঐ পদ রহিত হইবার কথা।

২০২ ধারা। যে সম্পত্তি সম্পর্কে কর্ম্মচারীর পদ সৃষ্ট হয়, যদি সেই সম্পত্তিতে তাঁহার নিজ স্বার্থ থাকে, তবে স্পষ্ট চুক্তি না হইলে, সেই স্বার্থের হানিজনকরূপে ঐ কর্ম্মচারীর পদ রহিত করা যাইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে এই অনুমতি দেন যে, আমার নিকট আপনার যে টাকা পাওনা আছে, আমার ভূমি বিক্রয় করিয়া মূল্য হইতে কাটিয়া লইবেন, তাহাতে আনন্দ সেই অনুমতি রহিত করিতে পারিবেন না এবং উন্মত্ত কি মৃত হইলেও তাহার নিবৃত্তি হইতে পারিবে না।

(খ) বলরাম তুলার নিমিত্তে আনন্দকে অগ্রিম টাকা দিয়াছেন, এবং আনন্দ তাহাকে ১০০০ বস্তা তুলা দিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য হইতে ঐ অগ্রিম টাকা লইতে আদেশ করেন। আনন্দ ঐ ক্ষমতা রহিত করিতে পারিবেন না এবং তিনি উন্মত্ত হইলে কি মরিলেও তাহা নিবৃত্তি হইতে পারিবে না।

### কর্ত্তা যে সময়ে কর্ম্মচারীর ক্ষমতা রহিত করিতে পারেন, তাহার কথা।

২০৩ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারায় নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন, কর্ম্মচারী যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন,

তিনি সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া যতকাল কর্ত্তাকে আবদ্ধ না করেন, ততকালের মধ্যে কোন সময়ে কর্ত্তা কর্ম্মচারীর প্রতি দত্ত ঐ ক্ষমতা রহিত করিতে পারিবেন।

ঐ ক্ষমতাক্রমে অংশতঃ কার্য্য হইলে পর নিবৃত্তির কথা।

২০৪ ধারা। কর্ম্মচারীকে যে ক্ষমতা দেওয়া যায়, তদনুসারে অংশতঃ কার্য্য করা গেলে পর, কর্ম্মকারিতা পদ সম্পর্কে কৃত সেই কার্য্য হইতে যে ক্রিয়া ও যে নিবন্ধন উৎপন্ন হয়, তৎসম্পর্কে কর্ত্তা ঐ ক্ষমতা নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে কহেন, তোমার হাতে আমার যে টাকা আছে, তাহা হইতে আমার জন্যে ১০০০ বস্তা তূলা ক্রয় কর। বলরাম আপনার নামে ১০০০ বস্তা তূলা এইরূপে ক্রয় করেন যে, আপনি তাহার মূল্যের দায়ী হন। তূলার মূল্য দিবার বিষয়ে আনন্দ যে ক্ষমতা দিলেন, তাহা নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ বলরামকে কহেন, তোমার হাতে আমার যে টাকা আছে, তাহা হইতে আমার জন্যে ১০০০ বস্তা তূলা ক্রয় কর। বলরাম আনন্দের নামে ১০০০ বস্তা এইরূপে ক্রয় করেন যে, আপনি তাহার মূল্যের জন্যে দায়ী না হন। আনন্দ বলরামকে তূলার মূল্য দিবার যে ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তাহা নিবৃত্ত করিতে পারিবেন।

কর্ত্তার দ্বারা নিবৃত্ত কিম্বা কর্ম্মচারির দ্বারা কর্ম্ম পরিত্যাগ হইয়া যে ক্ষতি হয় তৎপূরণের কথা।

২০৫ ধারা। কর্ম্মচারীর পদ নিরূপিত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে, স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ এমত চুক্তি থাকিলে, এবং বিশেষ কারণ না থাকিলেও যদি কর্ত্তা সেই কালের পূর্ব্বে ঐ পদের কর্ম্ম রহিত করেন, তবে তদ্দ্বারা কর্ম্মচারীর যে ক্ষতি হয়, তিনি তাহা পূরণ করিয়া দিবেন, কিম্বা কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা কর্ত্তার যে ক্ষতি হয়, তিনি তাহা পূরণ করিয়া দিবেন।

নিবৃত্তি কি পরিত্যাগ করিবার সম্বাদ দিবার কথা।

২০৬ ধারা। উপযুক্ত সময় থাকিতে উক্ত প্রকারে কর্ম্ম রহিত কি পরিত্যাগ করিবার সম্বাদ দিতে হইবে। নতুবা তদ্দ্বারা কর্ত্তার কিম্বা বিষয়বিশেষে কর্ম্মচারীর যে ক্ষতি হয়, কর্ম্মচারীর কি কর্ত্তার পরস্পর সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

## নিবৃত্তি ও পরিত্যাগ করণের বিধি।

স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ ব্যক্ত হইবার কথা।

২০৭ ধারা। কর্ম্ম নিবৃত্ত কি পরিত্যাগ করিবার কথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতে পারিবে, অথবা কর্ত্তার কি কর্ম্মচারীর কর্ম্মের ভাবদ্বারা জানা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে আপন ঘর ভাড়া দিবার ক্ষমতা দেন। পরে আনন্দ আপনি ঘর ভাড়া দেন। এই কর্ম্মের ভাবেতেই বলরামের ক্ষমতার নিবৃত্তি বোধ হয়।

কর্ম্মচারীর ও অপর ব্যক্তিদের পক্ষে কর্ম্মচারীর ক্ষমতার নিবৃত্তি যে সময়ে সফল হয়, তাহার কথা।

২০৮ ধারা। কর্ম্মচারী যতকাল স্বীয় ক্ষমতার নিবৃত্তির কথা অবগত না হন, ততকাল তাঁহার পক্ষে সেই নিবৃত্তি সফল হয় না, ও তৃতীয় ব্যক্তিরা যত কাল তাহা অবগত না হন, ততকাল তাঁহাদের পক্ষে তাহা সফল হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে মাল বিক্রয় করিতে অনুমতি দিয়া তিনি যত মূল্যের বিক্রয় করিতে পারেন, তাহার উপর তাঁহাকে শতকরা ৫ টাকা কমিশ্যন দিতে অঙ্গীকার করেন। পরে আনন্দ পত্রদ্বারা বলরামের ক্ষমতা নিবৃত্ত করেন। সেই পত্র প্রেরণ হইবার পরে, কিন্তু বলরামের নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বে বলরাম ১০০০ টাকাতে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিলেন। আনন্দ সেই বিক্রয়ে আবদ্ধ আছেন ও বলরামের ৫ টাকা কমিশ্যন পাইবার অধিকার আছে।

(খ) আনন্দ মান্দ্রাজে বাস করেন, বোম্বাইয়ের কোন আড়তে তাহার তূলা আছে, তিনি বলরামের নিকট পত্র লিখিয়া তূলা বিক্রয় করিতে বলেন, পরে অন্য পত্র লিখিয়া তাঁহাকে বিক্রয় করিবার যে ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তাহা নিবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে মান্দ্রাজে তূলা পাঠাইতে বলেন। বলরাম দ্বিতীয় পত্র পাইলে পর, চন্দ্রের নিকট ঐ তূলা বিক্রয় করিবার চুক্তি করেন। চন্দ্র প্রথমোক্ত পত্রের কথা জানিতেন, কিন্তু দ্বিতীয় পত্রের কথা না জানিয়া তূলা লইয়া বলরামকে টাকা দেন, বলরাম সেই টাকা লইয়া পলায়ন করেন। এমন স্থলে আনন্দের বিপক্ষে চন্দ্রের সেই টাকা দেওয়া সিদ্ধ হইল।

(গ) আনন্দ আপনার কর্ম্মচারী বলরামের প্রতি চন্দ্রের টাকা দিতে আজ্ঞা করেন। পরে আনন্দ মরিলে দীননাথ তাহার উইলের প্রোবেট বাহির করিয়া লন। আনন্দের মৃত্যুর পরে বলরাম তাঁহার মৃত্যুর সম্বাদ না শুনিয়া চন্দ্রকে ঐ টাকা দেন। উইলের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধক দীননাথের বিপক্ষে ঐ টাকা দেওয়া সিদ্ধ হইল।

কর্ত্তার মৃত্যু কি উন্মত্ততার দ্বারা কর্ম্মচারীর পদ রহিত হইলে, তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২০৯ ধারা। যদি কর্ত্তার মৃত্যু কি মনের বৈকৃতি প্রযুক্ত কর্ম্মচারীর পদ রহিত হয়, তবে কর্ম্মচারীর প্রতি যে স্বার্থ ন্যস্ত হইয়াছে, আপনার মৃত কর্ত্তার স্থলাভিষিক্তদের পক্ষে তাঁহার সেই স্বার্থরক্ষার ও সংরক্ষণ করিবার যুক্তিমত সমস্ত কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অধীন কর্ম্মচারীর ক্ষমতানিবৃত্তির কথা।

২১০ ধারা। এই আইনমতে কর্ম্মচারীর ক্ষমতানিবৃত্তির বিষয়ে যে সকল বিধি বর্ত্তে, সেই বিধি প্রবল মানিয়া কর্ম্মচারীর ক্ষমতা নিবৃত্তি হইলে, তাঁহার নিযুক্ত সকল অধীন কর্ম্মচারীরও ক্ষমতা রহিত হয়।

## কর্ত্তার পক্ষে কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি।

### কর্ত্তার কার্য্য চালাইবাতে কর্ম্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২১১ ধারা। কর্ত্তা যেরূপ আদেশ করেন, কর্ম্মচারীর সেই আদেশানুসারে ঐ কর্ত্তার কার্য্য চালাইতে হইবে। তদ্রূপ কোন আদেশ না থাকিলে, কর্ম্মচারী যে স্থানে কার্য্য চালাইতেছেন, সেই স্থানে সেই প্রকারের কার্য্য চালাইবার যে রীতি চলিতেছে, সেই রীতি মতে তাঁহার সেই কার্য্য চালাইতে হইবে। অন্য প্রকারে কর্ম্ম করিয়া ক্ষতি হইলে, কর্ত্তার নিকট তাঁহার সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। লাভ হইলে তাঁহার হিসাব দিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যবসায় চালানমতে যে টাকা হাতে থাকে, তাহা সময়ে সময়ে সুদের নিমিত্তে গচ্ছিত করিবার রীতি চলিতেছে। আনন্দ বলরামের কর্ম্মচারী হইয়া সেই প্রকারের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া টাকা সেইরূপে গচ্ছিত করেন না। গচ্ছিত করিলে নিয়মমতে যে সুদ পাওয়া যাইতে পারিত, কর্ত্তাকে আনন্দের সেই সুদ দিতে হইবে।

(খ) বলরাম দালালী করেন, ধারে দ্রব্য বিক্রয় করা তাঁহার ব্যবসায়ের রীতি নয়। কিন্তু চন্দ্র অতি সুখ্যাতাপন্ন, বলরাম তাহাকে ধারে আনন্দের দ্রব্য বিক্রয় করেন। চন্দ্র দ্রব্যের মূল্য না দিয়া ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলেন। আনন্দের যে ক্ষতি হইল, বলরামের সেই ক্ষতি-পূরণ করিতে হইবে।

### কর্ম্মচারীর চতুরতার ও যত্নের প্রয়োজন থাকার কথা।

২১২ ধারা। কর্ম্মচারী তাদৃশ চতুর নহেন, কর্ত্তাকে পূর্ব্বে এই কথা জ্ঞাত করা না গেলে, কোন ব্যবসায়ীদের সাধারণমতে যদ্রূপ চতুরতা থাকে, কর্ম্মচারী তদ্রূপ চতুরতার সহিত সেই ব্যবসায়সংক্রান্ত স্বীয় পদের কর্ম্ম চালাইতে হইবে। কর্ম্মচারীর যুক্তিমতে যত্নপূর্ব্বক ও তাহার যত কর্ম্মদক্ষতা থাকে, তদনুসারে সর্ব্বদাই কার্য্য করিতে হইবে এবং আপনার শৈথিল্য কি অপটুতা কি অসদাচরণ দ্বারা কর্ত্তার হানি হইলে, তাঁহার সেই হানি পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি ঐ শৈথিল্য কি অপটুতা কি অসদাচরণ দ্বারা অস্পষ্টরূপে কি গৌণে হানি কি ক্ষতি হয়, তবে তাঁহার সেই ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কলিকাতার এক জন বণিক। বলরাম নামক তাহার এক কর্ম্মচারী লণ্ডনে থাকেন। আনন্দের জন্যে তাহাকে অনেক টাকা দেওয়া গিয়াছে ও আনন্দের নিকট তাহা পাঠাইবার আদেশ হইল। বলরাম সেই টাকা অনেক দিন রাখেন। আনন্দ তাহা না পাইয়া ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলেন। বলরাম সেই টাকার দায়ী এবং যে দিবসে তাহার সেই টাকা দেওয়া উচিত ছিল, সেই দিবসাবধি নিয়মিত হারানুসারে ঐ টাকার উপর সুদেরও দায়ী এবং ইংলণ্ডের মুদ্রার পরিবর্ত্তে এই দেশের চলিত মুদ্রা লইতে গেলে যত ডিসকৌণ্ট লাগিয়া থাকে, ইত্যাদি স্পষ্ট হানির দায়ী আছেন, তদ্ভিন্ন নয়।

(খ) আনন্দ দ্রব্য বিক্রয়ার্থে কর্ম্মচারী হইয়া ধারে দ্রব্য বিক্রয় করিবার অনুমতি পান।

এবং বলরাম দ্রব্যের মূল্য দিতে পারেন কি না, এই বিষয়ের রীতিমত ও উপযুক্ত সন্ধান না লইয়া তাহার নিকট ধারে দ্রব্য বিক্রয় করেন। ঐ বিক্রয় কালেই বলরাম ঋণশোধ করিতে অক্ষম ছিলেন। তদ্দ্বারা কর্তার যে ক্ষতি হয়, আনন্দের সেই ক্ষতি পূরণ করিতেই হইবে।

(গ) আনন্দ বিমাপত্রের দালাল। বলরাম তাঁহাকে কোন জাহাজের উপর বিমাপত্র করাইয়া লইলে নিযুক্ত করেন। বিমাপত্রে যে যে দফা নিয়মিতরূপে লেখা গিয়া থাকে, তাহা লেখা গেল কি না, আনন্দ সেই বিষয়ে মনোযোগ করিলেন না। পরে জাহাজ নষ্ট হইল। ঐ দফা না থাকাতে বিমাকারিকদের স্থানে কিছু আদায় হইতে পারিল না। আনন্দ বলরামের ক্ষতি পূরণ করিতে আবদ্ধ আছেন।

(ঘ) ইংলণ্ডবাসী আনন্দ নামক সওদাগর বোম্বাইয়ে বলরাম নামক এক ব্যক্তিকে কর্ম্মচারিস্বরূপ নিযুক্ত করিলে বলরাম ঐ পদ গ্রহণ করেন। আনন্দ তাঁহাকে কোন বিশেষ জাহাজে ১০০ বস্তা তুলা পাঠাইতে আদেশ করিলেন। বলরাম সেই তুলা পাঠাইতে পারিলেও পাঠাইলেন না। জাহাজ নিরাপদে ইংলণ্ডে পঁহুছে। তাহার কিঞ্চিৎ পরে তুলার মূল্য বৃদ্ধি হইল। জাহাজ যে সময়ে পঁহুছিল, সেই সময়ে ঐ ১০০ বস্তার উপর আনন্দের যে লভ্য হইতে পারিত, বলরাম তাহাকে সেই লভ্য দিতে বদ্ধ আছেন, কিন্তু পশ্চাৎ মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে যে লাভ পাইতে পারিতেন, তাহা দিতে বদ্ধ নহেন।

কর্ম্মচারির হিসাবের কথা।

২১৩ ধারা। কর্ত্তা হিসাব চাহিবামাত্র কর্ম্মচারীর উপযুক্ত হিসাব দিতেই হইবে।

কর্ত্তার সঙ্গে কর্ম্মচারীর লিখন পঠনাদি করিবার কর্ত্তব্যতার কথা।

২১৪ ধারা। কর্ম্মের কষ্ট হইলে কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য যে যত্নপূর্ব্বক কর্ত্তার সঙ্গে লিখন পঠনাদি করিয়া তাঁহার নিকট আদেশ পাইতে চেষ্টা করেন।

কর্ম্মচারী যে ব্যবসায় করিতে নিযুক্ত হন, কর্ত্তার অনুমতি বিনা আপনার পক্ষে সেই কর্ম্ম করিতে কর্ত্তার অধিকারের কথা।

২১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কর্ম্মচারী হইয়া যদি কর্ত্তার অনুমতি না লইয়া এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় যে সকল ব্যাপার অবগত হইয়াছেন, কর্ত্তাকে তাহা না জানাইয়া আপনার নিমিত্তে ঐ কর্ম্মচারীর পদ সংক্রান্ত ব্যবসা করেন, তবে ব্যাপার দৃষ্টে কর্ম্মচারী কুটিলভাবে কর্ত্তার নিকটে গুরুতর কোন কথা গুপ্ত রাখিয়াছেন, কিম্বা কর্ম্মচারীর কার্য্যদ্বারা কর্ত্তার হানি হইল, কর্ত্তার এমত জ্ঞান থাকিলে, ঐ ব্যাপার অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে আপন মহাল বিক্রয় করিতে আজ্ঞা করেন, বলরাম চন্দ্রের নাম করিয়া আপনি ঐ মহাল ক্রয় করেন। আনন্দ সেই কথা জানিতে পাইয়া বলরাম কুটিলভাবে কোন গুরুতর কথা গুপ্ত রাখিয়াছেন, কিম্বা ঐ বিক্রয় দ্বারা আমার হানি হইয়াছে, আনন্দ ইহা দেখাইতে পারিলে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ বলরামকে আপন মহাল বিক্রয় করিতে আজ্ঞা করেন। বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে বলরাম সেই মহালে বেড়াইয়া ধাতুর আকরের সন্ধান পাইলেন। আনন্দ তাহা

জানিতেন না। বলরামও সেই আকর থাকার কথা গুপ্ত রাখিয়া আনন্দকে বলেন যে আমিই ঐ মহাল ক্রয় করিতে চাহি। আনন্দ সেই আকরের কথা না জানিয়া বলরামকে তাহা ক্রয় করিতে দিলেন। বলরাম ঐ মহাল ক্রয় করিবার সময়ে আকরের কথা জানিতেন। আনন্দ পশ্চাৎ ইহা জানিতে পাইলে ইচ্ছামতে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ কিম্বা স্বীকার করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী যে ব্যবসায় সম্পর্কে নিযুক্ত হন, তাহাতে আপনার নিমিত্তে কারবার করিলে, কর্ত্তার লভ্য প্রাপণের অধিকারের কথা।

২১৬ ধারা। কর্ম্মচারী যে ব্যবসায় সম্পর্কে নিযুক্ত হন, যদি কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিমিত্তে কারবার না করিয়া সেই ব্যবসায়ে আপনার নিমিত্তে কারবার করেন, তবে ঐ ব্যাপার-দ্বারা কর্ম্মচারী যে লভ্য পান, তাঁহার স্থানে কর্ত্তার সেই লভ্য দাওয়া করিবার অধিকার আছে।

উদাহরণ।

আনন্দ আপন কর্ম্মচারী বলরামকে আপনার নিমিত্তে ঘর ক্রয় করিতে বলেন। বলরাম আনন্দকে বলেন যে, তাহা পাওয়া যাইতে পারে না, তথাচ আপনি তাহা ক্রয় করেন। আনন্দ তাহা অবগত হইলে, সেই মূল্য দিয়া বলরামের স্থানে বলপূর্ব্বক সেই ঘর লইতে পারিবেন।

কর্ত্তার নিমিত্তে কর্ম্মচারী যে টাকা পান, তাহা হইতে তাহার কিয়দংশ বাদ দিয়া রাখিবার অধিকারের কথা।

২১৭ ধারা। যে কর্ম্ম সম্পর্কে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, সেই কর্ম্মেতে তিনি কর্ত্তার নিমিত্ত যে টাকা পান, ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে তিনি যত টাকা অগ্রিম দিয়াছেন ও উচিতমতে যত টাকা খরচ করিলেন এবং আপনি কর্ম্মচারী হইয়া যত পারিশ্রমিক পাইতে পারেন, তাহা সমুদয় সেই টাকা হইতে বাদ দিয়া রাখিতে পারিবেন।

কর্ত্তার নিমিত্তে কর্ম্মচারী যে টাকা পান, তাহা তাঁহাকে দিতে হইবার কথা।

২১৮ ধারা। কর্ম্মচারী কর্ত্তার নিমিত্তে যত টাকা পান, পূর্ব্বোক্ত টাকা বাদ দিয়া সমুদয় টাকা তাঁহার দিতেই হইবে।

কর্ম্মচারীর পারিশ্রমিক যে সময়ে পাওনা হয়, তাহার কথা।

২১৯ ধারা। প্রকারান্তরের কোন বিশেষ চুক্তি না থাকিলে, কর্ম্মচারী কোন কর্ম্মের নিমিত্তে যে পারিশ্রমিক পাইবেন, সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিলে পর, তাঁহার সেই পারিশ্রমিক পাওনা হইবে, কিন্তু কর্ম্মচারী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে টাকা পান, বিক্রয়ার্থে তাহার নিকট সমর্পিত সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় না হইলেও এবং বিক্রয় কার্য্য সমাধা না হইলেও তিনি সেই টাকা রাখিতে পারিবেন।

অনুচিতমতে কর্ম্ম হইলে, কর্ম্মচারীর পারিশ্রমিক পাইবার কথা।

২২০ ধারা। যদি কর্ম্মচারী আপন পদসংক্রান্ত কার্য্য অনুচিতমতে করিবার অপরাধী হন, তবে কর্ম্মের যে অংশ সম্পর্কে অবিহিত আচার হইয়াছে, তজ্জন্যে তাঁহার পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার নাই।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে নিযুক্ত করিয়া চন্দ্রমোহনের স্থানে ১০,০০০ টাকা আদায়

করিয়া উপযুক্ত জামিন লইয়া তাহা কর্জ্জ দিতে আদেশ করেন, বলরাম ১০০,০০ টাকা আদায় করিয়া উপযুক্ত জামিন লইয়া ৯০,০০০ টাকা কর্জ্জ দিলেন বাকী ১০,০০০ টাকার উপর যে জামিন লইলেন, তাহা বিশিষ্ট নহে, বলরামের ইহা জানা অবশ্য সম্ভব। এই ব্যাপারে আনন্দের ২০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই স্থলে বলরাম সেই ১০০০০ টাকা আদায় করিবার ও ৯০,০০০ টাকা কর্জ্জ দিবার পারিশ্রমিক পাইতে পারেন। বাকী ১০,০০০ টাকার উপর পারিশ্রমিক পাইবার যোগ্য নহেন ও বলরামকে তাঁহার ঐ ২০০০ টাকা দিতে হইবে।

(খ) আনন্দ চন্দ্রের স্থানে ১০০০ টাকা আদায় করিবার জন্যে বলরামকে নিযুক্ত করেন। বলরামের অসদাচরণদ্বারা ঐ টাকা আদায় হইল না। বলরামের পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার নাই ও আনন্দের যে ক্ষতি হইল, তাঁহার সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে।

কর্ত্তার দ্রব্যের ও কাগজপত্রের উপর কর্ম্মচারীর দাওয়ার কথা।

২২১ ধারা। প্রকারান্তরে কোন চুক্তি না থাকিলে, কর্ম্মচারী যত কমিশ্যন পাইবেন ও যত টাকা খরচ করিলেন ও তৎসম্পর্কে যে কর্ম্ম করেন, এই সকলের জন্যে তাঁহার যত পাওনা থাকে, তিনি ঐ টাকা কিম্বা তাহা না দেওয়ার বিবরণ যত কাল না পান, কর্ত্তার যে দ্রব্য ও কাগজপত্র ও অন্য স্থাবরাস্থাবর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা ততকাল স্বহস্তে রাখিতে পারিবেন।

## কর্ম্মচারীর প্রতি কর্ত্তার কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি।

ন্যায়মতে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মচারীর ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কথা।

২২২ ধারা। কর্ম্মচারীর প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা যায়, তদনুসারে তিনি ন্যায়মতে যে সকল কর্ম্ম করেন, কর্ম্ম দ্বারা তাহার হানি হইলে তাঁহাকে সেই হানি হইতে কর্ত্তার নিষ্কৃতি দিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম সিংহপুরে থাকিয়া কলিকাতানিবাসী আনন্দের আদেশ পাইয়া আপনার নিকট কোন দ্রব্য আনাইয়া দিবার জন্যে চন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি করেন। আনন্দ বলরামের নিকট ঐ দ্রব্য পাঠাইলেন না, এবং চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া চন্দ্র বলরামের নামে নালিশ করেন। বলরাম আনন্দকে সেই মোকদ্দমা হইবার কথা জানাইলে আনন্দ তাহাকে উত্তর দিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। বলরাম মোকদ্দমার উত্তর দিলে তাহার ক্ষতি ও খরচা দিতে হইল, তদ্ভিন্ন কএক টাকা খরচও হইল। আনন্দের সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে ও সেই খরচ খরচা দিতে হইবে।

(খ) বলরাম নামক কলিকাতার একজন দালাল তথাকার সওদাগর আনন্দের আজ্ঞা পাইয়া আনন্দের নিমিত্ত ১২ পিপা তৈল ক্রয় করিবার নিমিত্ত চন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি করিলেন। পরে আনন্দ সেই তৈল লইতে অস্বীকার করিলে চন্দ্র বলরামের নামে নালিশ করেন। বলরাম আনন্দকে ঐ কথা জানাইলে, আনন্দ ঐ চুক্তি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিলেন। বলরাম মোকদ্দমার উত্তর দিয়া পরাজিত হন ও তাঁহার ক্ষতি ও খরচা দিতে হইল, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য খরচও হইল। সেই ক্ষতিপূরণের ও খরচ খরচা শোধের নিমিত্ত বলরামের নিকট আনন্দ দায়ী আছেন।

কর্ম্মচারী সরলভাবে কর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্ম জন্য ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কথা।

২২৩ ধারা। এক ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করণার্থে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও কর্ম্মচারী সরলভাবে ঐ কর্ম্ম করিলে, যদিও ঐ কার্য্য দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্বের হানি হয়, তথাপি ঐ কার্য্যের ফলে কর্ম্মচারীর ক্ষতি হইলে, কর্ত্তা সেই ক্ষতি নিষ্কৃতি করিবার দায়ী হন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ডিক্রীদার বলরামের সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বলরামের দ্রব্য বলিয়া কএক দ্রব্য আদালতের আমলাকে দেখাইয়া সেই দ্রব্য ক্রোক করিতে আদেশ করেন। আমলা সেই দ্রব্য ক্রোক করিলে, ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামী চন্দ্র তাঁহার নামে নালিশ করেন। আনন্দের আদেশমতে কর্ম্ম করা প্রযুক্ত চন্দ্রকে আমলার যত টাকা দিতে হইল, আনন্দ সেই টাকা শোধ করিবার দায়ী।

(খ) আনন্দের দখলে কএক দ্রব্য থাকাতে তাঁহার আদেশমতে বলরাম সেই দ্রব্য বিক্রয় করিলেন। আনন্দের সেই দ্রব্য হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু বলরাম তাহা না জানিয়া ঐ দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা যে টাকা পান, তাহা আনন্দকে দিলেন, পরে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত স্বামী চন্দ্র বলরামের নামে নালিশ করিয়া ঐ দ্রব্যের মূল্য ও মোকদ্দমার খরচা পান। চন্দ্রকে বলরামের যত টাকা দিতে হইল ও বলরামের নিজের যত টাকা খরচ হইল, আনন্দ তাঁহার তত টাকা হানিপূরণ করিবার দায়ী আছেন।

অপরাধ করণার্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর কর্ত্তার দায় না থাকার কথা।

২২৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিবার জন্যে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ঐ কার্য্যদ্বারা যে হানি হয়, কর্ত্তা স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ সেই হানি পূরণ করিবার অঙ্গীকার করিলেও কর্ম্মচারীর ক্ষতি নিষ্কৃতি করিবার দায়ী নহেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চন্দ্রকে প্রহার করিবার জন্যে বলরামকে নিযুক্ত করিয়া ঐ কার্য্যদ্বারা তাঁহার যত হানি হয়, তাহা পূরণ করিবার অঙ্গীকার করেন। বলরাম চন্দ্রকে প্রহার করিলে বলরামকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইল। আনন্দ বলরামকে সেই ক্ষতির নিষ্কৃতি দিবার দায়ী নহেন।

(খ) বলরাম কোন সংবাদপত্রের অধিকারী। আনন্দের প্রার্থনামতে তিনি চন্দ্রের নামে অপবাদ প্রকাশ করিলেও তোমার ক্ষতির নিষ্কৃতি দিব এবং নালিশ হইলে তাহার সকল ক্ষতি ও খরচা দিব। চন্দ্র বলরামের নামে নালিশ করিলে, তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইল, তদ্ভিন্ন খরচাও দিতে হইল। আনন্দ সেই ক্ষতি পূরণার্থে বলরামের নিকট দায়ী নহেন।

কর্ত্তার অমনোযোগে কর্ম্মচারীর হানি হইলে, তাঁহার হানিপূরণের কথা।

২২৫ ধারা। কর্ত্তার অমনোযোগে কি অপটুতাপ্রযুক্ত কর্ম্মচারীর হানি হইলে, সেই কর্ম্মচারীর হানি পূরণ করিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ ঘর নির্ম্মাণ করিতে বলরামকে রাজ নিযুক্ত করিয়া আপনি ভারা বাঁধিয়া দেন। ঐ ভারা অপটুভাবে বাঁধা যাওয়াতে বলরামের হানি হইল; আনন্দের সেই হানিপূরণ করিতে হইবে।

## তৃতীয় ব্যক্তিদের সহিত চুক্তির পক্ষে কর্ম্মকারিতার ফলের বিধি।

কর্ম্মচারীর চুক্তি প্রবল করণের ও তাহার ফলের কথা।

২২৬ ধারা। কর্ত্তা নিজে কোন চুক্তি করিলে বা কোন কর্ম্ম করিলে, তাহা যে রূপে প্রবল করা যাইতে পারে ও তাহার আইনঘটিত যে ফল হইতে পারে, কর্ম্মচারীর দ্বারা যে চুক্তি করা যায় ও কর্ম্মচারীর কার্য্যদ্বারা যে দায় উত্থিত হয়, তাহাও সেইরূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে, ও তাহার আইনঘটিত সেই ফল হইবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম কোন দ্রব্য বিক্রয় করণার্থে কোন ব্যক্তির কর্ম্মচারী আছেন, কিন্তু কাহার কর্ম্মচারী আনন্দ ইহা না জানিয়া বলরামের নিকট ঐ দ্রব্য ক্রয় করিলেন। বলরামের কর্ত্তা আনন্দের স্থানে সেই দ্রব্যের মূল্য পাইবার অধিকারী আছেন, কর্ত্তা তাঁহার নামে নালিশ করিলে বলরামের নিকট আমার এত টাকা পাওনা আছে বলিয়া ঐ টাকা বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না।

(খ) বলরামের কর্ম্মচারী আনন্দ তাঁহার পক্ষে টাকা আদায় করিবার ক্ষমতা পাইয়া চন্দ্রের স্থানে বলরামের পাওনা টাকা আদায় করেন। বলরামকে চন্দ্রের সেই টাকা দিবার দায় রহিত হইল।

কর্ম্মচারী ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্য করিলে, কর্ত্তার উপর যে দায় থাকে, তাহার কথা।

২২৭ ধারা। যদি কর্ম্মচারী আপনার ক্ষমতাতিরিক্ত কর্ম্ম করেন ও কর্ম্মের যে অংশ ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়, তাহা যদি ক্ষমতার মধ্যগত কর্ম্মের অংশ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে, তবে সেই কর্ম্মের যে অংশ তাঁহার ক্ষমতার মধ্যগত থাকে, কেবল সেই অংশ তাঁহার ও কর্ত্তার মধ্যে প্রবল থাকিবে।

উদাহরণ।

আনন্দ জাহাজের ও তদন্তর্গত মালের স্বামী হইয়া বলরামকে সেই জাহাজের উপর ৪০০০ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেন।

বলরাম জাহাজের উপর ৪০০০ টাকার ও মালের উপর আর ৪০০০ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। জাহাজের বিমার নিমিত্ত যত টাকা দেনা হয়, আনন্দ তাহা দিবেন। কিন্তু মালের বিমার নিমিত্ত যত টাকা দেনা হয়, তাহার দায়ী নহেন।

কর্ম্মচারীর ক্ষমতাতিরিক্ত কর্ম্মাংশ পৃথক্ করা যাইতে না
পারিলে, তাহার কথা।

২২৮ ধারা। কর্ম্মচারী আপনার ক্ষমতাতিরিক্ত কর্ম্ম করিলেও ক্ষমতাতিরিক্ত কর্ম্মের অংশ ক্ষমতার মধ্যগত কর্ম্মের অংশ হইতে পৃথক্ করা যাইতে না পারিলে, কর্ত্তা সেই ব্যাপার স্বীকার করিতে আবদ্ধ নহেন।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে ৫০০ মেষ ক্রয় করিতে বলেন। বলরাম মোটে ৬০০০ টাকা দিয়া ৫০০ মেষ ও ২০০ মেষশাবক ক্রয় করেন। আনন্দ সেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিবার ফলের কথা।

২২৯ ধারা। কর্ম্মচারী কর্ত্তার পক্ষে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাকে সেই ব্যাপার সম্বন্ধীয় কোন কথা জ্ঞাত করা গেলে, কিম্বা তিনি কোন সংবাদ পাইলে, কর্ত্তাকেই ঐ কথা কি সমাচার জ্ঞাত করণের যে ফল হয়, ঐ কর্ত্তার ও অপর ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পর আইনসিদ্ধ সেই ফল হইবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন দ্রব্য চন্দ্রমোহনের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান হইলে, বলরাম চন্দ্রমোহনের স্থানে সেই দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য আনন্দকে নিযুক্ত করেন। আনন্দ তদনুসারে ঐ দ্রব্য ক্রয় করেন। ক্রয় করিবার কথাবার্ত্তা হওনকালে আনন্দ জানিতে পাইলেন যে, সেই দ্রব্য বাস্তবিক দীননাথের। কিন্তু বলরাম তাহা জানিতেন না। চন্দ্রের স্থানে বলরামের টাকা পাওনা আছে, কিন্তু তিনি ঐ দ্রব্যের মূল্য হইতে তাহা কাটিয়া লইতে পারিবেন না।

(খ) কোন দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান হইলে, বলরাম চন্দ্রমোহনের স্থানে সেই দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য আনন্দকে নিযুক্ত করেন। সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আনন্দ চন্দ্রের টাকা ধারা প্রযুক্ত সেই দ্রব্য দীননাথেরই জানিত। বলরাম তাহা জানিলেন না। আনন্দ তাহা জ্ঞাত হইলেও চন্দ্রের স্থানে বলরামের যে টাকা পাওনা আছে, তাহা তিনি ঐ দ্রব্যের মূল্য হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

কর্ত্তার পক্ষে কর্ম্মচারীর চুক্তি প্রবল করিতে, তাঁহার চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ
থাকিতে না পারিবার কথা।

২৩০ ধারা। যদি প্রকারান্তরের চুক্তি না থাকে, তবে কর্ম্মচারী কর্ত্তার নিমিত্তে যে যে চুক্তি করেন, তাহা আপনি প্রবল করিতে পারিবেন না ও আপনি তাহাতে বদ্ধ হন না।

প্রকারান্তরে চুক্তি ভাবতঃ অনুমান করিবার কথা।

নিম্নলিখিত স্থলে সেই চুক্তি প্রকারান্তরের থাকার অনুমান করিতে হইবে, যথা—

১। যদি কর্ম্মচারীর ঐ চুক্তি ভিন্নদেশনিবাসী বণিকের নিমিত্তে দ্রব্য ক্রয় কি বিক্রয় করিবার চুক্তি হয়।

২। যদি কর্ম্মচারী আপন কর্ত্তার নাম প্রকাশ না করিয়া থাকেন।

৩। কর্ত্তার নাম প্রকাশ হইলেও যদি তাঁহার নামে নালিশ হইতে না পারে।

কর্ম্মচারী অপ্রকাশ হইয়া যে চুক্তি করেন, তাহাতে উভয় পক্ষের অধিকারের কথা।

২৩১ ধারা। অমুক ব্যক্তি অন্যের কারকারক, ইহা না জানিয়া কিম্বা এমত অনুভব করিবার কারণ না পাইয়া কোন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে চুক্তি করিলে, তাঁহার কর্ত্তা সেই চুক্তিমতে কর্ম্ম সাধন হইবার আদেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই কর্ম্মচারী নিজে কর্ত্তা হইলে, তাঁহার বিপক্ষে চুক্তিকারী অন্য ব্যক্তির যে অধিকার থাকিত, ঐ কর্ম্মচারীর কর্ত্তার বিপক্ষেও তাঁহার সেই অধিকার থাকিবে॥

চুক্তির অবশেষ না হইতে হইতে যদি কর্ত্তা আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞাত করেন, তবে চুক্তিকারীর অন্য পক্ষ তাঁহাকেই চুক্তির কর্ত্তা জানিলে কিম্বা কর্ম্মচারী কর্ত্তা নয় ইহা জানিলে, ঐ চুক্তি করিতেন না, ইহা দেখাইতে পারিলে, সেই চুক্তিকারী চুক্তিমতে কার্য্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারীকে কর্ত্তা জানিয়া তাহার সহিত চুক্তি করিলে তৎসাধনের কথা।

২৩২ ধারা। যদি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কর্ম্মচারী না জানিয়া কিম্বা এমত বোধ করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ না পাইয়াও তাহার সঙ্গে চুক্তি করেন, তবে সেই চুক্তিমতে কার্য্য সম্পন্ন হয়, কর্ত্তার এমত ইচ্ছা থাকিলে, সেই কর্ম্মচারীর এবং চুক্তিসংক্রান্ত অপর ব্যক্তির মধ্যে যে অধিকার ও নিবন্ধন থাকে, তিনি তাহা মানিয়া চুক্তিমতে ঐ কর্ম্ম সাধন করাইতে পারিবেন।

উদাহরণ

আনন্দ বলরামের ৫০০ টাকা ধারিয়া তাঁহার নিকট ১০০০ টাকা মূল্যের চাউল বিক্রয় করেন। সেই ব্যাপারে আনন্দ চন্দ্রমোহনের কর্ম্মচারী হইয়া কর্ম্ম করিলেন, কিন্তু বলরাম তাহা জানিতেন না, তাহার এমত বোধ করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণও ছিল না। আনন্দের পাওনা টাকা বাদ দিবার অনুমতি না দিয়া চন্দ্রমোহন, বলরামকে বলপূর্ব্বক ঐ চাউল গ্রহণ করাইতে পারিবেন না।

কর্ম্মচারী স্বয়ং দায়ী হইলে তাহার সঙ্গে কারবারকারীর অধিকারের কথা।

২৩৩ ধারা। যে স্থলে কর্ম্মচারী স্বয়ং দায়ী হন সেই স্থলে যে ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে কারবার করেন, তিনি হয় কর্ম্মচারীকে, না হয় কর্ত্তাকে কিম্বা দুই জনকে দায়ী বলিয়া মানিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামের নিকট ১০০ বস্তা তূলা বিক্রয় করিতে চুক্তি করেন, পরে জানিতে পাইলেন যে, বলরাম চন্দ্রমোহনের কর্ম্মচারী হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন। আনন্দ সেই তূলার মূল্য পাইবার জন্যে বলরামের কিম্বা চন্দ্রমোহনের অথবা দুইজনের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

কেবল কর্ত্তা অথবা কেবল কর্ম্মচারী দায়ী হইবেন, এই বিশ্বাস জন্মাইয়া কর্ম্মচারী কি কর্ত্তাকে কোন কর্ম্ম করিতে লওয়াইবার ফলের কথা।

২৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কর্ম্মচারীর সহিত চুক্তি করিয়া কেবল কর্ত্তাকে দায়ী জান

করিব, কর্ম্মচারীর এমত বিশ্বাস জন্মইয়া যদি পশ্চাৎ তাঁহাকে কোন কর্ম্ম করিতে লওয়ান, তবে তিনি কর্ম্মকারককে দায়ী করিতে পারিবেন না। কেবল কর্ম্মকারককে দায়ী জ্ঞান করা যাইবে, কর্ত্তার এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহাকে কোন কর্ম্ম করিতে লওয়াইলে, তিনি কর্ত্তাকে দায়ী করিতে পারিবেন না।

কপট কর্ম্মচারীর দায়ের কথা।

২৩৫ ধারা। কোন ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া আপনাকে অন্যের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কহিয়া কর্ম্মচারী স্বরূপ আপনার সহিত কারবার করিতে অপর ব্যক্তিকে লওয়াইলে, যদি তাঁহার কথিত কর্ত্তা তাহার কার্য্য দৃঢ় না করেন, তবে সেই কারবারেতে ঐ অপর ব্যক্তির কোন ক্ষতি কি হানি হইলে, ঐ কপট কর্ম্মচারীর ঐ অপর ব্যক্তির হানি কি ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া কর্ম্মচারিস্বরূপ চুক্তি হইলে, তাহার ঐ চুক্তি সম্পাদন করাইবার অধিকার না থাকার কথা।

২৩৬ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে কর্ম্মচারী বলিয়া চুক্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু বাস্তবিক কর্ম্মচারী না হইয়া আপনারই পক্ষে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সেই চুক্তি সম্পাদন করাইবার অধিকার নাই।

কর্ম্মচারীর বিনানুমতির ক্রিয়া অনুমতি সিদ্ধ আছে, এমত বিশ্বাস জন্মাইলে কর্ত্তার দায়ের কথা।

২৩৭ ধারা। যদি কর্ম্মচারী অনুমতি না পাইয়া কর্ত্তার পক্ষে তৃতীয় ব্যক্তিদের নিকটে কর্ম্ম করিয়া কি নিবন্ধন বর্ত্তাইয়া থাকেন, তবে সেই ক্রিয়া কি নিবন্ধন কর্ম্মচারীর ক্ষমতার মধ্যবর্ত্তী কার্য্য, কর্ত্তা কথার কি মনের দ্বারা ঐ অপর ব্যক্তিদের এমত বিশ্বাস জন্মাইলে, কর্ত্তা সেই ক্রিয়াতে কি নিবন্ধনে বদ্ধ আছেন।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বিক্রয় করাবার জন্যে বলরামকে কোন দ্রব্য দিয়া তাঁহাকে নির্দ্ধারিত মূল্যের ন্যূন মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে বারণ করিলেন। বলরাম যে আদেশ পাইলেন, চন্দ্রমোহন তাহা জানিয়া বলরামের নিকট ঐ অবধারিত মূল্যের ন্যূন মূল্যে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিবার চুক্তি করেন। আনন্দ সেই চুক্তিতে বদ্ধ আছেন।

(খ) যে নিদর্শনপত্রাদি বিক্রয় হইতে পারে, আনন্দ এমত পত্রের পৃষ্ঠে কেবল আপনার নাম লিখিয়া তাহা বলরামের নিকট গচ্ছিত করিলেন। পরে বলরাম আনন্দের গুপ্ত আদেশ তুচ্ছ করিয়া চন্দ্রের নিকট ঐ পত্র বিক্রয় করেন, ঐ বিক্রয় সিদ্ধ।

কর্ত্তার পক্ষে কর্ম্মচারীর অযথাবর্ণনার কি প্রতারণার ফলের কথা।

২৩৮ ধারা। কর্ম্মচারীরা কর্ত্তাব্যক্তিদের নিমিত্ত কর্ম্মকারকক্রমে যদি অযথাবর্ণনা কি প্রতারণা করেন তবে কর্ত্তা সেই অযথা বর্ণনা কি প্রতারণা করিলে কর্ত্তার পক্ষে যে ফল হইত, কর্ম্মচারীর সেই অযথা বর্ণনার কি প্রতারণার সেই ফল হইবে। কিন্তু যে ব্যাপারে কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা না থাকে, এমত ব্যাপারে কর্ম্মচারী অযথাবর্ণনা কি প্রতারণা করিলে তাহা কর্ত্তাব্যক্তির বিঘ্নজনক হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মালবিক্রয়ার্থে বলরামের কর্ম্মচারী হইয়া অযথাবর্ণনা করিয়া চন্দ্রকে সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে লওয়ান, বলরাম তাহাকে ঐ অযথাবর্ণনা করিবার অনুমতি দেন নাই। এই স্থলে চন্দ্রের স্বেচ্ছামতে বলরামের ও চন্দ্রের মধ্যে সেই চুক্ত ব্যর্থ হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ নামক বলরামের জাহাজের কাপ্তান জাহাজে মাল গ্রহণ না করিয়াও বিল-অফ-লেডিঙ্গে স্বাক্ষর করেন। বলরামের এবং সেই দ্রব্যের কপট প্রেরণকর্ত্তার মধ্যে ঐ বিল-অফ-লেডিং অসিদ্ধ হইবে।

---

# একাদশ অধ্যায়।

## অংশিত্বের বিধি।

অংশিত্ব শব্দের অর্থ নির্ণয়।

২৩৯ ধারা। কএক ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ে আপনাদের ধন ও পরিশ্রম ও কর্ম্ম কৌশল সংযোগ করিতে ও আপনাদের মধ্যে তদুৎপন্ন লভ্য বণ্টন করিয়া লইতে অঙ্গীকার করিলে, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহাকে অংশিত্ব বলা যায়।

কুঠী শব্দের অর্থ।

যে ব্যক্তিরা পরস্পর সেই অংশিত্ব কার্য্যে বদ্ধ আছেন, তাঁহাদের সমূহের নাম কুঠী।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম ১০০ বস্তা তূলা ক্রয় করিয়া আপনাদের সাধারণ লাভার্থে বিক্রয় করিবার করার করেন, আনন্দ ও বলরাম সেই তূলার বিষয়ে অংশী আছেন।

(খ) আনন্দ ও বলরাম ১০০ বস্তা তূলা ক্রয় করিয়া আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে করার করেন। তাহারা অংশী নহেন।

(গ) বলরাম স্বর্ণকার আনন্দ তাহাকে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া দিবেন, তিনি দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার যে লাভ কি ক্ষতি হয়, দুই জনে তাহার ভাগী হইবেন, এই করার হওয়াতে আনন্দ ও বলরাম অংশী আছেন।

(ঘ) আনন্দ ও বলরাম একত্রে সূত্রধরের কর্ম্ম করিয়া আনন্দ সকল লাভ গ্রহণ করিয়া বলরামকে বেতন দিবার অঙ্গীকার করেন। আনন্দ ও বলরাম অংশী নহেন।

(ঙ) আনন্দ ও বলরাম কোন জাহাজের সাধারণ স্বামী তাহারা তৎপ্রযুক্ত অংশী নহেন।

লভ্যের অংশ পাইবার নিয়মে কোন ব্যক্তি টাকা কর্জ্জ দিলেও অংশী না হইবার কথা।

২৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি বাণিজ্য কি ব্যবসায় করিলে কিম্বা করিতে উদ্যত হইলে, যদি অন্য ব্যক্তি তাহাকে ঋণ দিয়া লভ্যের ন্যূনাধিক্যানুসারে ন্যূনাধিক সুদ কি লভ্যের একাংশ পাইবার চুক্তি করেন, তাহা হইলে ঋণদাতা কেবল সেই কারণে অংশী হন না ও অংশীর ন্যায় তিনি দায়ী হন না।

কর্ম্মত্যাগী অংশী কিম্বা মৃত অংশীর স্বল্পাভিষিক্ত ব্যবসায়ার্থে যে ধন রাখিয়া যান, তাহার কথা।

২৪১ ধারা। প্রকারান্তরের নিয়ম না থাকিলে, কর্ম্মত্যাগী অংশী কিম্বা মৃত অংশীর স্বল্পাভিষিক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করণ কালে ব্যবসার ব্যয়াদি হইবার জন্যে ধন রাখিয়া গেলে, তাহা ইহার পূর্ব্ব ধারার অর্থানুসারে ঋণ জ্ঞান হইবে।

চাকর কি কর্ম্মচারী লভ্য হইতে পারিশ্রমিক পাইলেও অংশী না হইবার কথা।

২৪২ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন বাণিজ্যে কি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া কোন ভৃত্যকে কি কর্ম্মচারীকে পারিশ্রমিকরূপ সেই বাণিজ্য কি ব্যবসায়ের লভ্যের অংশ দিবার চুক্তি করিলেও সেই ভৃত্য কি কর্ম্মচারী তৎপ্রযুক্ত সেই কর্ম্মের অংশিস্বরূপ দায়ী হন না ও অংশীর অধিকার লন না।

লভ্য হইতে মৃত অংশীর স্ত্রী কি সন্তানাদি বৃত্তি পাইলেও অংশী না হইবার কথা।

২৪৩ ধারা। কোন ব্যবসায়ীর মৃত অংশীর স্ত্রী কি সন্তান সেই ব্যক্তির ব্যবসায়োৎপন্ন লভ্যের একাংশ বার্ষিক বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, সেই স্ত্রী কি সন্তান কেবল ঐ বৃত্তি প্রাপণ প্রযুক্ত ঐ বাণিজ্যের অংশী হইবেন না ও তাঁহার প্রতি দায় বর্ত্তিলে, সেই দায়ের ভাগী হইবেন না।

কোন ব্যক্তি অনুগ্রহ কার্য্য বিক্রয় হেতুক লভ্যের অংশ পাইলেও অংশী না হইবার কথা।

২৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি ব্যবসায় সহকারে ক্রেতা বিক্রেতাদের অনুগ্রহকার্য্য বিক্রয়-করণ-প্রযুক্ত বার্ষিক বৃত্তিস্বরূপ কি প্রকারান্তরে সেই ব্যবসায়ের লভ্যের একাংশ প্রাপ্ত হইলেও, কেবল তৎপ্রাপণপ্রযুক্ত ঐ ব্যবসায়ীর অংশী জ্ঞান হইবেন না ও তাঁহার দায়ের ভাগী হইবেন না।

কোন ব্যক্তি অংশী আছেন, অন্যের মনে এমত বিশ্বাস জন্মাইলে তাহার দায়ের কথা।

২৪৫ ধারা। কোন ব্যক্তি বিশেষ কুঠীর অংশী আছেন, যদি বাচনিক কি লিখিত কথা দ্বারা কি কর্ম্ম দ্বারা অন্যের মনে এমত বিশ্বাস জন্মান, তবে তিনি ঐ অন্যের নিকটে ঐ কুঠীর অংশীর ন্যায় উত্তরদায়ী হন।

কোন ব্যক্তি আপনাকে অংশী বলিয়া প্রকাশ হইতে দিলে তাঁহার দায়ের কথা।

২৪৬ ধারা। কোন ব্যক্তি আপনাকে অংশী বলিয়া প্রকাশ হইতে দিলে, যদি সেই কথায় প্রতীতি করিয়া অপর ব্যক্তিরা ঐ যৌত-কর্ম্মে দ্রব্য সামগ্রী ধার দেন, তবে সেই অপর ব্যক্তিদের নিকটে ঐ ব্যক্তি অংশীর ন্যায় দায়ী হন।

অপ্রাপ্তব্যবহার নিজে দায়ী না হইলেও, তাঁহার অংশের প্রতি দায় বর্ত্তিবার কথা।

২৪৭ ধারা। যে ব্যক্তি যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন, তিনি সেই ব্যবস্থামতে প্রাপ্তবয়স্ক না হইলেও যৌতকর্ম্মের লভ্যের অংশী হইতে পারিবেন, কিন্তু তাহাকে ঐ কুঠীর কোন প্রতিজ্ঞার উপলক্ষে দায়ী করা যাইতে পারিবে না। তথাপি কুঠীর সম্পদে ঐ অপ্রাপ্তব্যবহারের যে অংশ থাকে, তাহার প্রতি ঐ কুঠীর প্রতিজ্ঞার উপলক্ষে দায় বর্ত্তে।

অপ্রাপ্তব্যবহার অংশী বয়োপ্রাপ্ত হইলে, তাহার দায়ের কথা।

২৪৮ ধারা। যে ব্যক্তি অপ্রাপ্তব্যবহার হইয়া যৌত-কর্ম্মের লভ্যের অংশী হন, ঐ লভ্যের অংশিস্বরূপ তাহার গ্রাহ্য হওনের কালাবধি যৌত-কর্ম্ম সম্পর্কে যে সকল প্রতিজ্ঞা করা যায়, তিনি বয়োপ্রাপ্ত হইলে, সেই সকল প্রতিজ্ঞার দায়ী হন। কিন্তু যদি উপযুক্ত সময় থাকিতে নিরংশী হইবার প্রকাশ্য সম্বাদ দেন, তবে দায়ী হইবেন না।

যৌত-কর্ম্মের ঋণের জন্যে অংশীর দায়ের কথা।

২৪৯ ধারা। কর্ম্মের রীত্যনুক্রমে যৌত কর্ম্মের দ্বারা কি তৎপক্ষে যে সকল ঋণ ও দায় বর্ত্তে, তজ্জন্য প্রত্যেক জন অংশী দায়ী। কিন্তু বর্ত্তমান কুঠীর মধ্যে যে ব্যক্তি অংশিস্বরূপ গ্রাহ্য হন, তাঁহার অংশী হইবার পূর্ব্বে যে কার্য্য করা গেল, তিনি সেই কার্য্যের উপলক্ষে ঐ কুঠীর মহাজনের নিকটে দায়ী নহেন।

সহাংশীর ত্রুটির কি প্রতারণার জন্যে অপর ব্যক্তির নিকটে অংশীর দায়ের কথা।

২৫০ ধারা। কুঠীর ব্যবসায-সম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদনে কোন অংশীর ত্রুটি কি প্রতারণা প্রযুক্ত অপর ব্যক্তিদের হানি কি ক্ষতি হইলে, প্রত্যেক জন অংশী তাহাদের সেই হানিপূরণের দায়ী।

সহাংশীদিগকে আবদ্ধ করিতে অংশীর ক্ষমতার কথা।

২৫১ ধারা। কোন ব্যক্তি যে যৌতকর্ম্মের অংশী হন, তৎসংক্রান্ত ব্যবসায়ে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক, কিম্বা রীতিমতে যাহা করা গিয়া থাকে, এমত কর্ম্ম করিলে, তিনি তদর্থে সহাংশীদের কর্ম্মচারিস্বরূপে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত হইলে, তাঁহারা সেই কর্ম্ম দ্বারা যত দূর বদ্ধ হইতেন, উক্ত কর্ম্মের উপলক্ষে তাহারা ততদূর বদ্ধ হইবেন।

বর্জ্জনীয় স্থল।—অংশীদের কোন একজনের ক্ষমতা সংক্ষিপ্ত হইবে, যদি তাঁহাদের মধ্যে এই প্রকারের নিয়ম হইয়া থাকে, তবে সে নিয়মের বিপরীত ক্রিয়া করা গেলে, যাহারা সেই নিয়মের কথা জানিতেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ নিয়মের বিপরীত কার্য্য দ্বারা ঐ কুঠী আবদ্ধ হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ইংলণ্ডে ও বলরাম ভারতবর্ষে বাস করিয়া অংশিত্বভাবে ব্যবসায় করেন। আনন্দ কুঠীর নামে হুণ্ডী লিখিয়া দেন। বলরাম পূর্ব্বে সেই হুণ্ডীর কোন সম্বাদ পান নাই, এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, হুণ্ডী যে ভাবগতিকে লেখা গেল, হুণ্ডী-প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাহা না জানিয়া থাকেন, তবে কুঠী সেই হুণ্ডীর টাকার দায়ী আছেন।

(খ) সলিসিটর ও আটর্ণির (অর্থাৎ উকীলদের) কুঠির আনন্দ নামক এক ব্যক্তি

অনুমতি না পাইয়া একখান হুণ্ডী দিয়া কুঠীর নাম সহী করিয়া দেন। ঐ হুণ্ডীর জন্যে অন্য অংশীদের দায় নাই।

(গ) আনন্দ ও বলরাম বণিকস্বরূপ যৌত কর্ম্ম করেন। আনন্দ কুঠীর নিমিত্তে টাকা পান। কিন্তু বলরামকে তাহা পাইবার কথা না জানাইয়া আপনি নিজকর্ম্মে ব্যয় করেন। কুঠীই সেই টাকা পরিশোধ করিতে বদ্ধ আছেন।

(ঘ) আনন্দ ও বলরাম অংশী আছেন, রীতিমতে আপনাদের সমবেত কার্য্যেতে যে যে দ্রব্যের ব্যবহার হইতে পারে, আনন্দ বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে এমত দ্রব্য কোন দোকানে ক্রয় করিয়া লইয়া নিজ কর্ম্মে ব্যবহার করেন, কিন্তু বিক্রেতার সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই। ঐ দ্রব্যের মূল্যের জন্য কুঠি দায়ী।

অংশীদের অধিকার ও নিবন্ধন নিরূপণ করিবার চুক্তিপত্র ব্যর্থ করিবার কথা।

২৫২ ধারা। অংশীরা যদি পরস্পর চুক্তিক্রমে আপনাদের অধিকারের ও দায়ের বিধান করিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের সকলের সম্মতি না হইলে, ঐ চুক্তিপত্র সহিত কি পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না, তাঁহাদের সম্মতি হইলে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করা যাইবে, অথবা কার্য্যঘটিত একবিধ রীত্যনুসারে ঐ সম্মতিব ভাব জানা যাইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র যৌতায় কর্ম্ম করিবার মানসে নিয়মপত্র লিখিয়া সম্পাদন করেন। সেই পত্রের বিধান এই, ঐ যৌত-কর্ম্মদ্বারা যে লাভ হইবে, ব্যয় বাদে তাহা আমাদের মধ্যে সমানরূপে ভাগ করিয়া লওয়া যাইবে। পরে তাহারা অনেক বৎসর যৌতায় কর্ম্ম চালাইলেন, কিন্তু আনন্দ প্রতিবৎসর ঐ লভ্যের অর্দ্ধেক পাইতেন, বলরাম ও চন্দ্র একত্রে অন্য অর্দ্ধেক পাইতেন, তাঁহারা সকলে এই নিয়ম জানিতেন ও তাহাতে সম্মতও ছিলেন। নিয়মপত্রে লভ্য বিভাগের যে বিধি হইয়াছিল, ঐ কর্ম্মের ধারা তদপেক্ষা বলবৎ।

প্রকারান্তরের চুক্তি না থাকিলে, অংশীদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার সাধারণ বিধির কথা।

২৫৩ ধারা। যদি ভাবান্তরের কোন চুক্তি না হইয়া থাকে, তবে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে অংশীদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণীত হইবে।—

(১) যৌত কর্ম্মে আদৌ যে সম্পত্তি আনা যায়, কিম্বা যৌত-কর্ম্মভুক্ত ধনদ্বারা যাহা ক্রয় করা যায়, কিম্বা যৌতকর্ম্মের নিমিত্তে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সকল অংশী তাহার সাধারণ স্বামী। ঐ সকল সংস্থান যৌত-কর্ম্মের সংস্থান বলা যায়। প্রত্যেক জন অংশী প্রথমে সেই কর্ম্মে যত টাকা দিয়াছিলেন, তাঁহার অংশমতে লাভের কি ক্ষতিদ্বারা ঐ টাকায় যত বৃদ্ধি কি হানি হইয়া থাকে, তদনুসারে যৌত কর্ম্মের সেই সংস্থানে তাঁহার অংশ থাকে।

(২) যৌত-কর্ম্মদ্বারা যত লাভ হয়, সকল অংশীর তাহার সমানভাগ পাইবার অধিকার আছে। এবং ঐ কর্ম্মে যত ক্ষতি হয়, তাহার পরিশোধার্থে সকলের সমান দিতে হইবে।

(৩) যৌত-কর্ম্মের অধ্যক্ষতাকার্য্যে প্রত্যেক জন অংশীর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে।

(৪) যৌত ব্যবসায়ের কর্ম্মে প্রত্যেক জন অংশীর যত্নপূর্ব্বক মনোযোগ করিতে হইবে। ও সেই ব্যবসায়ের কর্ম্ম করণার্থে তাঁহার বেতন পাইবার অধিকার নাই।

(৫) যৌত কর্ম্মসংক্রান্ত সাধারণ কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে, অংশীদের অধিকাংশ ব্যক্তির সম্মতিতে ঐ অনৈক্য নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু সকল অংশী সম্মত না হইলে, যৌত ব্যবসায়ের ভাবাদি পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না।

(৬) সকল অংশী সম্মত না হইলে, কোন ব্যক্তি কুঠিতে নূতন অংশী আনাইতে পারিবেন না।

(৭) কোন কারণে যৌত ব্যবসায়ের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির অংশিত্ব রহিত হইলে, অন্য সকল অংশীর পক্ষে ঐ অংশিত্ব লোপ হইয়া যায়।

(৮) যদি যৌতায় কর্ম্ম চালাইবার সময় নিরূপণ না থাকে, তবে কোন অংশী কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই অবসর লইতে পারিবেন।

(৯) যদি যৌতায় কর্ম্ম চালাইবার সময় নিরূপণ হইয়া থাকে তবে সেই সময়ের মধ্যে সকল অংশী সম্মত না হইলে, কোন একজন অবসর লইতে পারিবেন না, এবং অন্য অংশীরা আদালতের আজ্ঞা ভিন্ন কোন কারণে কোন এক জনকে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না।

(১০) যৌতায় কর্ম্ম চালাইবার সময় নিরূপণ হউক বা না হউক, কোন অংশীর মৃত্যু হইলেই অংশিত্বের লোপ হয়।

যে স্থলে আদালত অংশিত্ব লোপ করিতে পারেন, তাহার কথা।

২৫৪ ধারা। নিম্নলিখিত গতিকে আদালত এক জন অংশীর প্রার্থনামতে অংশিত্ব লোপ করিতে পারিবেন।

(১) যদি এক জন অংশীর মনের বিকৃতি হয়,

(২) যিনি প্রার্থনা করেন, তদ্ভিন্ন যদি অংশীদের মধ্যে অন্য ব্যক্তি অক্ষম ঋণী বিষয়ক কোন আইনমতে ঋণশোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকেন,

(৩) আইনমতে কোন অংশীর সম্পূর্ণ স্বার্থ যে ক্রিয়া দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি হস্তান্তরিত হয়, প্রার্থক ভিন্ন যদি অন্য অংশী এমত ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

(৪) অংশিত্বের চুক্তিমতে অংশীর যাহা কর্ত্তব্য, যদি কোন অংশী আপনার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অক্ষম হন,

(৫) যিনি প্রার্থনা করেন, তদ্ভিন্ন অন্য অংশী যদি অংশিত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে, কিম্বা সর্ব্ব-অংশীদের পক্ষে গুরুতরভাবে অসদাচারের অপরাধী হইয়া থাকেন।

(৬) অংশিত্ব কার্য্য চলিলে যদি ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইতে না পারে।

ব্যবসায় নিষিদ্ধ হইলে অংশিত্ব লোপ হওয়ার কথা।

২৫৫ ধারা। অংশিত্বসংক্রান্ত ব্যবসায় আইনদ্বারা নিষিদ্ধ হইলেই সেই কর্ম্মের অংশিত্ব লোপ হয়।

যত কালের নিমিত্ত অংশিত্ব থাকিবার নিয়ম হয়, সেই কাল অতীত হইলেও অংশিত্ব থাকিলে অংশীদের অধিকারের ও দায়ের কথা।

২৫৬ ধারা। নিরূপিত কালের নিমিত্তে যে অংশিত্বের নিয়ম হয়, সেই কাল গত হইলেও যদি তাহা চলিতে থাকে, তবে প্রকারান্তরের কোন নিয়ম না থাকিলে ঐ সময় অতীত হওন কালে, অংশীদের যে অধিকার ও দায় ছিল, কোন অংশীর স্বেচ্ছামত বিলোপনীয় অংশিত্বের প্রতি ঐ অধিকার ও দায় যত দূর বর্ত্তান যাইতে পারে, তাহা ততদূর পূর্ব্ববৎ থাকিবে।

অংশীদের সাধারণ কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৫৭ ধারা। অংশীদের এই এই কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা সাধারণের অত্যাধিক লাভার্থে অংশিত্বের কর্ম্ম চালাইবেন। পরস্পর ন্যায়বান ও বিশ্বস্ত হইবেন। কোন অংশীকে কিম্বা তাহার আইনসিদ্ধ স্থলাভিষিক্তকে অংশিত্বসংক্রান্ত সকল বিষয়ের যথার্থ হিসাব ও সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত জানাইবেন।

অংশিত্বসম্বন্ধীয় ব্যাপার দ্বারা লাভ হইলে, কুঠীতে তাহার হিসাব দিবার কথা।

২৫৮ ধারা। অংশিত্বসম্বন্ধীয় যে ব্যাপারের দ্বারা কোন লভ্য উৎপন্ন হয়, কুঠীতে অংশীর সেই কর্ম্মের বিবরণ জানাইতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র ব্যবসায়ের অংশী। অংশিত্বসংক্রান্ত কার্য্য যে ঘরে চলিতেছে, চন্দ্র আনন্দকে ও বলরামকে না কহিয়া আপনার লভ্যার্থে সেই ঘরের পাট্টা লন। আনন্দ ও বলরাম যদি ইচ্ছা করেন, তবে ঐ পাট্টা দ্বারা যে লাভ হয়, তাহাদেরও তাহার ভাগ লইবার অধিকার আছে।

(খ) আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র অংশী হইয়া বোম্বাই ও লণ্ডন নগরের মধ্যে বণিকের কর্ম্ম চালান। তাহারা লণ্ডন নগরে দীননাথ নামে এক জন বণিকের নিকট আপনাদের মাল পাঠাইয়া থাকেন। চন্দ্র আপন প্রতিপত্তির বলে ঐ বাণিজ্য দ্রব্য তাহার নামে প্রেরণ করেন, এই জন্যে তিনি বাণিজ্য দ্রব্যের উপর যে কমিশ্যন পান, চন্দ্রকে গোপনে সেই কমিশ্যনের এক অংশ দিয়া থাকেন। চন্দ্র তদ্রূপে যত টাকা পান, কুঠীতে তিনি সেই টাকার হিসাবের দায়ী আছেন।

এক জন অংশী প্রতিযোগী ব্যবসায় করিলে কুঠীর নিকট তাঁহার দায়ের কথা।

২৫৯ ধারা। একজন অংশী অন্য অংশীদের অজ্ঞাতসারে ও সম্মতি ভিন্ন কুঠীর ব্যবসায়ের প্রতিযোগী কি হানিকর অন্য ব্যবসায় করিলে, সেই ব্যবসায়দ্বারা তাঁহার যে লাভ হয়, কুঠীকে তাহার হিসাব দিতে হইবে ও সেই ব্যবসায় দ্বারা কুঠীর যে হানি হয়, তাহা তাঁহার পূরণ করিতে হইবে।

কুঠীর পরিবর্ত্তন দ্বারা চির প্রাতিভাব্যের নিবৃত্তি হওয়ার কথা।

২৬০ ধারা। কোন কুঠীর কার্য্য ব্যাপার সম্পর্কে যদি কুঠীতে কিম্বা অপর ব্যক্তিকে চির-প্রাতিভাব্য দেওয়া যায়, তবে প্রকারান্তরের কোন করার না থাকিলে সেই প্রাতিভাব্য যে কুঠীতে কিম্বা যে ব্যাপার সম্বন্ধে দেওয়া গেল, সেই কুঠীর সংস্থাপনসূচক নিয়মের কিম্বা সেই ব্যাপারের পরিবর্ত্তন হইলে উত্তরকালীন কোন ব্যাপার সম্পর্কে ঐ প্রাতিভাব্য রহিত হইবে।

অংশীর মরণের পর যে দায় বর্ত্তে, তদ্ধেতুক তাঁহার সম্পত্তির প্রতি দায় না বর্ত্তিবার কথা।

২৬১ ধারা। প্রকারান্তরের কোন স্পষ্ট করার না থাকিলে, অংশীর মরণের পর কুঠীর প্রতি যে দায় বর্ত্তে, তজ্জন্যে সেই মৃত অংশীর সম্পত্তির উপর দায় বর্ত্তিবে না।

অংশিত্বের ঋণ ও স্বতন্ত্র ঋণশোধ করিবার কথা।

২৬২ ধারা। যদি অংশিত্ব হইতে প্রাপ্য সাধারণ ঋণ ও কোন অংশী হইতে প্রাপ্য স্বতন্ত্র ঋণ থাকে, তবে প্রথমে কুঠীর ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যে অংশিত্ব সংক্রান্ত সম্পত্তির প্রয়োগ হইবে। যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তবে যে অংশীর যে অংশ, তাহা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, কিম্বা তাহার স্বতন্ত্র ঋণের পরিশোধে প্রয়োগ হইবে। কোন অংশীর স্বতন্ত্র সম্পত্তি প্রথমে তাঁহার স্বতন্ত্র ঋণপরিশোধে প্রয়োগ হইবে, যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা কুঠীর ঋণ পরিশোধে প্রয়োগ হইবে।

যৌত কর্ম্ম উঠিয়া গেলেও অংশীদের অধিকার ও দায় চলিতে থাকিবার কথা।

২৬৩ ধারা। অংশিত্ব উঠিয়া গেলে পরও সেই অংশিত্বের কর্ম্ম বন্ধ করিবার জন্যে যে সকল ক্রিয়া আবশ্যক হয়, তৎসম্পর্কে অংশীদের অধিকার ও দায় বলবৎ থাকিবে।

উঠিয়া যাইবার সম্বাদের কথা।

২৬৪ ধারা। কুঠীর সঙ্গে, যে ব্যক্তিদের ব্যবসায় চলে, যদি অংশিত্বের লোপ হওনের প্রকাশ্য সম্বাদ না দেওয়া যায়, তবে সেই ব্যক্তিরা ঐ কর্ম্ম বন্ধ হইবার সম্বাদ না পাইলে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইবে না।

অংশিত্ব বিলোপ বা শেষ হইলে পর আদালতের কর্ম্ম বন্ধ করাইবার কথা।

২৬৫ ধারা। কোন অংশী অংশিত্ব বিলোপের দাওয়া করিবার স্বত্ববান্ হইলে, কিম্বা অংশিত্ব শেষ হইলে পর, আদালত প্রকারান্তরের কোন চুক্তি না থাকিলে অংশিত্বের কর্ম্ম বন্ধ ও ঋণ পরিশোধের বিধান করিতে এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অংশীদের অংশানুসারে করিয়া দিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—কুঠীর কর্ম্মের স্থান কি প্রধান স্থান যে জিলার জজ সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে, এই ধারার আদালত শব্দে সেই জিলার জজ সাহেবের আদালতের অধীন ক্ষমতাপন্ন আদালত বুঝাইবে।

সীমাযুক্ত দায়ের অংশিত্ব ও চার্টরদ্বারা সমবেত অংশিত্ব ও জইণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির কথা।

২৬৬ ধারা। সীমাযুক্ত দায়বিশিষ্ট ও চার্টরদ্বারা সমবায়িত অংশিত্ব ও জইণ্টষ্টাক কোম্পানি প্রভৃতির যে অংশিত্ব সুদ্ধান্ত প্রকারের নহে, তদ্বিষয়ের যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে, তদনুসারে সেই অংশিত্বের বিধান করা যাইবে।

# তফসীল।

যে যে আইন রহিত হইল ঃ

ব্যবস্থার কি আইনের নং ও নাম।

যতদূর রহিত হইল।

দ্বিতীয় চার্লস রাজার ২৯ বৎসরের তৃতীয় অধ্যায়ের আইন।—প্রতারণা ও মিথ্যা শপথ নিবারণার্থ এই আইনের ১, ২, ৩, ৪, ও ১৭ ধারা।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার ১১, ১২ বৎসরের ২১ অধ্যায়ের আইন।—ভারতবর্ষে যোত্রহীন বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করিবার আইনের ৪২ ধারা।

১৮৪০ সালের ১৩ আইন।—যে মোকদ্দমায় ইংলণ্ডীয় আইন বলবৎ হয়, সেই মোকদ্দমায় চতুর্থ জর্জ্জ রাজার ৬ বৎসরের ৯৪ অধ্যায়ের আইন দ্বারা সংশোধিত চতুর্থ জর্জ্জ রাজার ৬ বৎসরের ৮৩ অধ্যায়ের আইনের বিধান কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে প্রচলিত করিয়া কুঠীওয়ালাদের বিষয়ী আইন সংশোধন করিবার আইন। ইহার সম্পূর্ণ।

১৮৪০ সালের ১৪ আইন।—যে মোকদ্দমায় ইংলণ্ডীয় আইন বলবৎ হয়, সেই মোকদ্দমায় চতুর্থ জর্জ্জ রাজার ৯ বৎসরের ১৪ অধ্যায়ের আইন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে প্রচলিত করিয়া কোন কোন প্রতিজ্ঞা ও নিবন্ধন সিদ্ধ করণার্থে লিখিত দলীল আবশ্যক করণার্থে আইনের ৪ ধারা ভিন্ন সম্পূর্ণ আইন।

১৮৪৪ সালের ২০ আইন। যে যে মোকদ্দমায় ইংলণ্ডীয় আইন বলবৎ আছে, সেই সেই মোকদ্দমা সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা সংশোধিত বিক্টোরিয়ার ৫ ও ৬ বৎসরের ৩৯ অধ্যায়ের আইন। কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে প্রচলিত করিয়া যে কর্ম্মচারীদের নিকট মাল গচ্ছিত করা যায়, তাঁহাদিগকে সরলভাবে টাকা অগ্রিম দেওয়া গেলে, তদ্বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন। ইহার সম্পূর্ণ।

১৮৪৮ সালের ২১ আইন।—বাজীবাথা ব্যর্থ করণের আইন। ইহার সম্পূর্ণ।

১৮৫৫ সালের ৫ আইন।—হুণ্ডীর উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালী বিধান করণার্থ এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাণিজ্যবিষয়ক আইন কোন কোন অংশ সংশোধন করণার্থ আইনের ১০ ধারা।

১৮৫৬ সালের ১৫ আইন। ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্রসমুত্থানের ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন। ইহার সম্পূর্ণ।

১৮৬৭ সালের ৮ আইন।—ভারতবর্ষে ঘোড়দৌড়বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন। ইহার সম্পূর্ণ।

---

সমাপ্ত।

IMPERIAL LIBRARY